www.alipurbarta.org
facebook.com/alipur.barta.5
9062201906
alipurbarta1966@gmail.com
alipur_barta@yahoo.co.in

৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সীমানা ছাড়িয়ে চলুন শান্তিনিকেতন ছয়ের পাতায়

আলিপুর বার্তা কলকাতা ঃ ৫১ বর্ষ, ২০ সংখ্যা, ২০ ফাল্গুন – ২৬ ফাল্গুন, ১৪২৩ ঃ ৪ মার্চ – ১০ মার্চ, ২০১৭

Kolkata : 51 year : Vol No.: 51, Issue No. 20, 4 March - 10 March, 2017 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : কানসাসের ওয়েলথে খুন হলেন দক্ষিণ ভারতীয় যুবক

শ্রীনিবাস কুছিভোটলা। অল্পের জন্য বেঁচে গেলেন অলোক মাদাসানি। বর্ণবিদ্বেষের জেরে এক মার্কিন নাগরিক অ্যাডাম পিউরিটন দেশ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার হুমকি দিয়ে গুলি চালায় বলে অভিযোগ।

রবিবার : শিক্ষকদের বদলি করার রাজ্য সরকারের অধীনস্থ হতে

চলেছে। বাজেট অধিবেশনে দুটি আইন সংশোধনী বিল আসছে বিধানসভায়। দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষকদের বদলি নিয়ে যে দুর্নীতি শোনা যেত তাতেই কার্যত শীলমোহর দিল সরকার।

সোমবার : চোরাশিকারি দেখলেই গুলি চালাতে রক্ষীদের নির্দেশ

দিয়েছিলেন জিম করবেট ব্যাঘ্র প্রকল্পের ডিরেক্টর পরাগ মধুকর ডাকাতে। এই অতি কড়া ও অমানবিক নির্দেশের জেরেই সরতে হল তাঁকে।

মঙ্গলবার : ফের বিধ্বংসী আগুন প্রমাণ করল ঘিঞ্জি বড়বাজার

জতুগৃহের মৃত্যুপুরী। দুটি গুদামে লাগা এবারের ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে পুড়ে ছাই হয়ে যায় বাড়ির অংশ। আটকে পড়েন বাসিন্দারা। দমকলের ২৫টি ইঞ্জিনের বিপুল চেষ্টায় আগুন আয়ত্তে আসে।

বুধবার : তাবড় অর্থনীতিবিদদের সব আশঙ্কায় জল ঢেলে নোট

বাতিলের সিদ্ধান্ত খুব একটা প্রভাব ফেলল না দেশের জিডিপিতে। ৬.৮ শতাংশে বৃদ্ধি রয়েছে প্রায় অবিচল।

বৃহস্পতিবার : আইএসের বিরুদ্ধে লড়াই করার সাহসের জন্য ইয়াকিদের

জন্য দেশের দরজা খুলে দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। নিষিদ্ধই থাকবে অন্য ৬টি মুসলিম দেশ।

শুক্রবার : অনলাইনে ট্রেনের টিকিট কাটতে বাধ্যতামূলক হতে

পারে আধার। দালালচক্র ঠেকাতে এই সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে রেল। জানিয়েছেন রেলমন্ত্রী সুরেশ প্রভু। একে স্বাগত জানিয়েছেন রেলযাত্রীরাও।

সবজান্তা খবরওয়ালা

মাধ্যমিক সিলেবাস কমিটির নয়া কীর্তি

সিঙ্গুর ইন নেতাজি আউট

আজাদ বাউল

সদ্য মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হল। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে জানতেও দেওয়া হল না নেতাজি ও আজাদহিন্দ সরকারের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ইতিহাসকে। মাধ্যমিকের সিলেবাস কমিটি নতুন প্রতিটি বইতেই রাজ্যের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় পুস্তক প্রণয়ন হয়েছে বলে কৃতজ্ঞতা জানানো হয়েছে। আদৌ রাজ্যের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী কিংবা মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর অনুমোদন ছিল কি না জানা না গেলেও নবম ও দশম শ্রেণির মাধ্যমিকের সিলেবাসে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর বৈপ্লবিক সংগ্রামের কাহিনী এক লহমায় মুছে দেওয়া হয়েছে। নাম কা ওয়াস্তে আজাদহিন্দ বাহিনীর কয়েকজন মহিলা সৈনিকের নাম উল্লেখ করে দায় সারা হয়েছে। মাধ্যমিকে নেতাজিকে এভাবে নির্বাসিত করার নেপথ্যে কে বা কোন ধরনের শিক্ষাবিদদের প্রত্যক্ষ প্রেরণা রয়েছে তা প্রকাশ্যে আসা জরুরি। বাম আমলে নেতাজিকে নির্বাসন দেওয়ার এক অপচেষ্টা শুরু হলেও তার প্রতিবাদে তৎকালীন সরকার প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়। সিলেবাস কমিটি সিঙ্গুর আন্দোলনকে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে এবছরেই অষ্টম শ্রেণির ইতিহাসে বিস্তৃত ভাবে তুলে এনেছে। এ সিদ্ধান্ত নিয়ে বিতর্ক থাকতেই পারে। এমনকী অষ্টম শ্রেণির ইতিহাসে নয়, ইংরেজি পাঠ্যপুস্তকে বর্তমান সাংসদ সুগত বসু এক অনৈতিহাসিক কাহিনীধর্মী নেতাজির ঐতিহাসিক মহা নিষ্ক্রমণকে আপন মনের মাধুরিতে রাঙিয়ে পরিবেশন করেছেন। সিলেবাস কমিটির এই অতিরিক্ত 'খুশি' করার মানসিকতায় বাংলার বর্তমান প্রজন্ম আর জানতেও পারবে না মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীরও যিনি অনুপ্রেরণার উৎস সেই তরুণের স্বপ্নের নায়ক সুভাষ চন্দ্র বসুর প্রকৃত জীবনগাথা।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বহু ঐতিহাসিক ও গবেষক একবাক্যে স্বীকার করেছেন এদেশ থেকে ব্রিটিশ বিতাড়নের অন্যতম নেপথ্য কারিগর ছিলেন নেতাজি ও তাঁর আজাদি সেনাদের আত্ম ত্যাগ। দেশ ভাগের পর কেন্দ্রীয় সরকার যে একপেশে স্বাধীনতার ইতিহাস রচিত হয়েছিল সেখানে বাংলার বিপ্লবী কুলের সঙ্গে নেতাজিও ছিলেন ব্রাত্য। শুধু পরিবারতন্ত্রের দাপাদাপিতে হারিয়ে গিয়েছিল দেশের এবং বাংলার বিপ্লবী কুলের সুমহান ঐতিহ্য। পরিবর্তনের বাংলায় মুখ্যমন্ত্রী মণীষী–মহাপুরুষদের স্মরণ বরণের এক সুস্থ ধারা প্রবর্তনের চেষ্টা করেছেন। এমনকী তিনি নেতাজি তথ্য সহ গোপন ফাইল প্রথমে প্রকাশ করে সারা দেশে প্রতিকৃত হিসেবে নিজেকে চিহ্নিত করেছেন। যদিও এখনও কিছু ফাইল অপ্রকাশিত হয়ে রয়ে গিয়েছে। তবুও মানুষের আশা মুখ্যমন্ত্রী সে কাজও সম্পন্ন করবেন। যিনি নিজে একজন নেতাজি ভক্ত মানুষ তাঁরই আমলে এই প্রথম বাংলার পাঠ্যসূচি থেকে নেতাজি বর্জন হল কিন্তু এখনও তা নিয়ে তাঁর কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেল না। অতি বড় তৃণমূল ভক্তও এই কাজকে সমর্থন করতে পারছেন না। তাদের দাবি এই ব্যাপারটি নিশ্চয়ই মুখ্যমন্ত্রীর নজর এড়িয়ে গিয়েছে। এই ধারণা শিক্ষামন্ত্রীর প্রতিক্রিয়াতেও স্পষ্ট। তিনি মণীষীদের গুরুত্ব দিয়ে নতুন বই প্রকাশ করারও ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। রাজ্য পুস্তক পর্ষদ নেতাজির মহানিষ্ক্রমণের ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে ছাত্রছাত্রীদের লেখা নিয়ে যে বইটি প্রকাশ করেছেন সেখানেও লেখা নির্বাচন এবং মুদ্রণের ক্ষেত্রে নেতাজি সত্য সম্পর্কে উপেক্ষার ভাব স্পষ্ট। বাংলার বিদ্বজ্জন কিংবা রাজনৈতিক মহল মাধ্যমিকে এই নেতাজি নির্বাসন নিয়ে একেবারেই রহস্যময় ভাবে নিশ্চুপ, যেমনটা বৃহত্তর বসু পরিবারের সদস্যরাও।

আশঙ্কা সত্যি করে

কলকাতায় উদ্ধার ৫৭ লক্ষ টাকার জাল নোট

নিজস্ব প্রতিনিধি : গোয়েন্দাদের আশঙ্কাকে সত্যি করে খিদিরপুরের ফ্যান্সি মার্কেট এলাকা থেকে ৫ সন্দেহভাজন সহ ধরা পড়ল ৫৭ লক্ষ টাকার জাল নোট। সবই ২ হাজারের নোট। প্লাস্টিকের মোরকের উপরে হুবহু স্টেটব্যাঙ্কের স্টিকার। অর্থাৎ ভারতীয় অর্থনীতিকে পঙ্গু করতে ফের সীমান্ত পেরিয়ে আসছে জাল নোট। দেশের মধ্যে সীমান্তবর্তী এলাকাতেও জাল নোট ছাপার কারবার ফের শুরু হয়েছে বলে গোয়েন্দাদের ধারণা। পূর্বেই আমাদের পত্রিকায় লেখা হয়েছিল উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং কলকাতার বন্দর এলাকায় জাল নোটের এজেন্টরা সক্রিয় হয়ে উঠেছে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রে জানা যাচ্ছে খিদিরপুরে জাল নোট কান্ডে ধৃতদের জেরা করে অনেক চাঞ্চল্যকর তথ্য মিলেছে। বাংলাদেশ থেকে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার নদী লাগোয়া সুন্দরবনের সীমান্ত এলাকা দিয়ে জাল নোট এ রাজ্যে ঢোকানোর গভীর ষড়যন্ত্র করা হয়েছে। বেকার যুবকদের মোটা টাকার কমিশনের টোপ দিয়ে জাল নোট পাচারের কাজে নামানো হচ্ছে। সেই সঙ্গে মৌলবাদী জেহাদি জঙ্গিরা আবার নতুন করে চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। দেশ বিরোধী কার্যকলাপে নতুন করে ইন্ধন দিচ্ছে মৌলবাদীরা। গোয়েন্দাসূত্রের খবর ইতিমধ্যেই হুবহু নকল ২০০০ টাকার নোট বিভিন্ন অঞ্চলে ঢুকে পড়েছে। কেন্দ্রীয় অর্থ ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক বিষয়টি নিয়ে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন।

প্রশ্ন জাগছে এত সতর্কতা, নজরদারি সত্ত্বেও জাল নোটের কারবার কি দেশের মানুষের মদত ছাড়া চলতে পারে? সীমান্তের লোকের ধারণা এক শ্রেণীর দেশবিরোধী ভারতবাসীর মদতেই চলছে এই কারবার। এরা কারা? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে নেমে পড়েছে তদন্তকারী সংস্থাগুলি। ফলে মালদা, মুর্শিদাবাদ, উত্তরবঙ্গের সীমান্ত জেলা এবং উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং কলকাতার কিছু এলাকা, নদিয়ায় অভিযান জোরদার হতে চলেছে বলে গোপন সূত্রে জানা গিয়েছে। জাল নোট নির্মূল করতে দেশবাসীর নোট বাতিলের যন্ত্রণা কিছুতেই ব্যর্থ হতে দিতে রাজি নয় দেশের স্বরাষ্ট্র দফতর। ইতিমধ্যে নড়েচড়ে বসেছে দিল্লিও। জাল নোটের কারবারীদের হাতে মোদি সরকারের বিপুল সাফল্য মাঠে মারা যেতে দিতে কোনও ভাবেই তারা রাজি নয়। ভবিষ্যতে তাই আরও ব্যাপক তল্লাশি শুরু হতে চলেছে।

আরও বিস্তারিত বিবরণ চারের পাতায়

১০ বছরে বদলি হবে না শিক্ষকদের

মিড ডে মিলে কারচুপি হলে নেওয়া হবে কড়া ব্যবস্থা ঃ পার্থ

রিম্পি ঘোষ

আগামী দশ বছরের মধ্যে শিক্ষকদের কোন বদলি হবে না। যে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শনে যাব। সেখানে মিড ডে মিল নিয়ে কোন কারচুপি দেখলে সব বন্ধ করে দেব। চুঁচুড়ায় আয়োজিত পঃবঃ তৃণমূল কংগ্রেস প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির হুগলি জেলা শাখার দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনে এসে ঠিক এভাবেই প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে কড়া হুঁশিয়ারি দিলেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। এই সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী ছাড়াও অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হুগলী সাংসদ ডাঃ রত্না দে নাগ, আরামবাগের সাংসদ অপরূপা পোদ্দার,রাজ্যের কৃষি বিপণন মন্ত্রী তপন দাশগুপ্ত, রাজ্যের কারিগরী শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী (স্বাধীন দায়ীত্বপ্রাপ্ত) এবং ভূমি, রাজস্ব ও উদ্বাস্তু দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী অসীমা পাত্র, গোঘাটের বিধায়ক মানস মজুমদার, বলাগড়ের বিধায়ক অসীম মাঝি, বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ ভ–্যাচার্য, সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি পারভেজ রহমান, রাজ্য প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠনের সভাপতি মনোজ চক্রবর্তী, হুগলী জেলা পরিষদের সভাধিপতি আলহাজ শেখ মেহেবুব রহমান, শিক্ষা কর্মাধক্ষ্যা সাহিনা সুলতানা, হুগলী জেলা যুব ত'ণমূল কংগ্রসের সভাপতি শান্তনু ব্যানার্জী সহ প্রমূখ। মন্ী তপন দাশগুপ্ত সম্মেলনে বলেন মাত্র পাঁচ বছরের মদ্যে আমাদের মূখ্যমন্ী মমতা ব্যানার্জী কন্যাশ্রী, যুবশ্রী, স্বাস্থ্যসাথী, শিশুসাথী ইত্যাদি প্রকল্পকে বাস্তবায়িত করেছেন। সারা রাজ্যের প্রায় ৭ কোটি ৫০ লক্ষ মানুষ ২ টাকা কে.জি. দরে চাল পাচ্ছে। অথছ গত ৩৪ বছরে বাম রাজত্বে সারা রাজ্যে প্রায় ৭৫,০০০ সি.পি.এম –এর পার্টি অফিস তৈরী হয়েছে। ধনিয়াখালিতে সি.পি.এম , ফরোয়ার্ড ব্লক নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তপনবাবু বিজেপিকে তুলোধোনা করে বলেন কালো টাকা বন্ধ করার নামে ৫০০ ও ১,০০০ টাকার নোট বন্দি করেছে এই সরকার। ২০১৯ সালে সংসদীয় নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদী আর থাকবেন না। প্রধানমন্ী কে হবে তা নির্ধারিত করবেন মমতা ব্যানার্জী। মন্ী অসীমা পাত্র সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন শুধু পদ নিয়ে বসে থাকলে চলবে না। পদের মর্যাদাও রাখতে হবে। যারা একসময় বামফ্রন্টের শিক্ষক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিল তারা আজ ত'ণমূল কংগ্রেসের ওপর ভরসা রেখে ত'ণমূল কংগ্রেসের প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠনে নাম লিখিয়েছে। অসীমা পাত্র আরও বলেন হুগলী জেলার একয়ি স্কুলেও বিজেপি থাকবে না। রাজ্যের মাথায় এত ঋণের বোঝা থাকা সত্ত্বেও মূখ্যমন্ী মমতা ব্যানার্জী শিক্ষকদের মাসের পয়লা তারিখে বেতন দেওয়া চালু করেছেন। সাংসদ রত্না দে নাগ উপস্থিত সকল শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে বলেন ছাত্রদের মধ্যে ঐক্য ও সম্প্রীতি রক্ষার দায়ীত্ব শিক্ষকদের। শিক্ষকরাই ছাত্রদের কাছে আদর্শ। এই রাজ্যে একটি শিক্ষা হাব তৈরী করার কথা তিনি বলেন। সম্মেলনে প্রায় ৯,০০০ প্রাথমিক শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন।

এবার বেসরকারি স্কুলেও...

বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী বেসরকারি স্কুল কলেজ প্রসঙ্গেও মুখ খোলেন। তিনি বলেন বেসরকারি স্কুল কলেজে চড়া ডোনেশন নেওয়া হচ্ছে এটা ঠিক নয়। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা হয়ে গেলেই আমি বেসরকারি স্কুল কলেজের প্রতিনিধিদের বৈঠকে ডাকব। এব্যাপারেও একটা নিয়ন্ত্রণ থাকা দরকার।

নার্সিংহোমকে শায়েস্তা করতে হুশিয়ারী জেলাতেও

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার

বেসরকারী নার্সিংহোমের চিকিৎসার বিল ও রোগীর পরীক্ষা এবং বিভিন্ন বিষয়ে অভিযোগ উঠছিল প্রতিদিনই। টাউন হলে সমস্ত বড় বড় নার্সিংহোমের কর্তাব্যক্তিদের ডেকে নাম ধরে ধরে সেদিন মুখ্যমন্ত্রী কড়া ভাষায় দাওয়াই দিয়েছিলেন। বিশেষ করে অ্যাপলো নার্সিংহোমের সিইও–কে। সব চেয়ে বেশি অ্যাপলো হাসপাতালের বিরুদ্ধে নানা রকম অভিযোগ ওঠে। এই ব্যাপারে হুশিয়ারি দিতে গত ২৮ ফেব্রুয়ারি দক্ষিন ২৪ পরগনার স্বাস্থ্য আধিকারিক অসীম দাস মালাকার বারুইপুরে জেলা পরিষদ প্রশিক্ষন ভবনে দোতলায় দক্ষিন ২৪পরগনার সমস্ত নার্সিংহোম ও ডায়াগোনেস্টিক সেন্টারের কর্তাব্যক্তিদের ডাকেন। সেদিন উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ ডঃ তরুন রায়, ডায়মন্ড হারবার জেলা হাসপাতালের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সোমনাথ মুখোপাধ্যায় ও জেলার ডাক্তার অ্যাসোশিয়েশনের সম্পাদক পলাশ হালদার। এই সভা কে দুটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়। প্রথম পর্যায় শুরু হয় সকাল ১১টা থেকে সেখানে উপস্থিত হয় কাকদ্বীপ ডায়ন্ডহারবার ও ক্যানিং মহকুমা। পরে দ্বিতীয় পর্যায় দুপুর দুটো থেকে শুরু হয় বারুইপুর ও আলিপুর মহকুমা। স্বাস্থ্য অধিকারিক অসীম বাবু বলেন জ্বর নিয়ে কোনও রোগী ভর্তি হলেই ডেঙ্গু ভেবে তাকে চিকিৎসা করান হয় । ভালো ভাবে পরীক্ষা নিরিক্ষা করানো হয় না কেন? এছাড়া রোগীর পরিবারকে কেন আগাম চিকিৎসার খরচ জানানো হয় না। আপনাদের নার্সিংহোম গুলো এবং ডায়গোনেস্টিক সেন্টার গুলিতে রেট চার্ট ডিসপ্লে নেই কেন? ডিসপ্লে করিয়ে রাখতে হবে। চিকিৎসা করার আগে রোগীর পরিবারদের জানাতে হবে কত খরচা পড়বে বিভিন্ন বিষয়ে। অনেক নার্সিং হোমে দেখা গিয়েছে লাইসেন্স নবীকরণ হয়নি বা দমকল–এর লাইসেন্স ছাড়াই দিনের পর দিন নার্সিহোম গুলি চলছে, এবার কঠোর হাতে এগুলির ব্যাবস্থা করা হবে। যখন আপনারা নার্সিহোমের লাইসেন্স–এর জন্যে আবেদন করেন তখন এক রকম রেট চার্ট দেখা যায়।

এরপর পাঁচের পাতায়

নতুন বিল

পথ দুর্ঘটনা, আচমকা দুর্যোগ, বিপর্যয়ে অসুস্থ ব্যক্তি এবং অ্যাসিড আক্রান্ত ও ধর্ষিতার জরুরি চিকিৎসা অর্থের জন্য আটকে রাখা যাবে না। মুমুর্ষু রোগীর জীবনদায়ী চিকিৎসার ক্ষেত্রেও তাই। বিল বকেয়া থাকলেও মৃতদেহ আটকে রাখা যাবে না। যাবতীয় চিকিৎসার পূর্ব নির্ধারিত খরচ এবং প্যাকেজ রেট মেনে চলা বাধ্যতামূলক। গাফিলতিতে মৃত্যুর ক্ষেত্রে নূন্যতম ১০ লাখ, সাধারণ ক্ষতির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৩ লাখ ও গুরুতর ক্ষতির ক্ষেত্রে ৫ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ নার্সিংহোমকে দিতে হবে। কমিশনের কাজে কোনও সিভিল কোর্ট হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।

পালক শিল্পের গ্রাম কলসের শিল্পসামগ্রী বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে

মগরা হাট–২

কুনাল মালিক : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মগরাহাট থানার অন্তর্গত মগরাহাট পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রের কলস গ্রামে প্রায় ২০০ বছর ধরে পালক শিল্পের ক্ষুদ্র কুটির শিল্প ঘরে ঘরে জীবিকা নির্বাহের অন্যতম অবলম্বন। নানা প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিযোগিতার চাপে পড়েও কলসে কয়েক হাজার পরিবার এই পেশাকেই আঁকড়ে ধরে আছেন। উত্তর ও দক্ষিণ কলস, সর্দার পাড়া, হালদার পাড়া, কালা পাড়া, বৈদ্যপাড়ার ক্ষুদ্র কুটির শিল্পের ব্যবসায়ীরা প্রতিদিনই কলস হাটে তাদের পালক দিয়ে তৈরি নানা সামগ্রী নিয়ে পসরা সাজিয়ে বসেন। প্রাপ্ত বয়স্কদের সাথে নাবালক–নাবালিকা স্কুল পড়ুয়ারাও দ্রব্য সামগ্রী নিয়ে বসে। মূলত পালক দিয়ে বিছানা বা আসবাব পত্র ঝাড়ার ঝাড়ু এরা তৈরি করে থাকে। হালদার পাড়ার মধ্যবয়স্ক আতিয়ার রহমান জানালেন, শুধু বিছানা ঝাড়ার সামগ্রী নয়, কলসে এখন নানা ধরনের ম্যাজিকের ফুল, মিলিটারি টুপির পালকের ফুলও তৈরি করা হয়। তিনি আরও বলেন, বংশপরম্পরায় তারা এই ব্যবসা করে আসছেন। কলকাতার নিউ মার্কেট থেকে মোরগ–মুরগির বাছাই করা পালক কিনে আনা হয়, তারপর তা সাফাই করে ঝাড়ু তৈরি করা হয়। এতে কোনও কেমিক্যাল বা রঙ দেওয়া হয় না। প্লাস্টিকের ঝাড়ু উঠলেও এর কদর আলাদা। সুরাট, মুম্বই, গুজরাটে এখান থেকে মাল ক্রয় করতে আসেন ব্যবসায়ীরা। নোট বাতিলের ধাক্কায় আমাদের ব্যবসা কিছুটা ধাক্কা খেয়েছিল, তবে এখন ঠিক আছে। এই শিল্পের সমস্যা কোথায়? আতিয়ারবাবু জানালেন, আমাদের মূলধন কম। সরকারি আর্থিক সহযোগিতা পেলে খুব ভাল হতো। এখানে সরকার যদি একটি বাজার ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে খুব ভালো হয়।

উত্তর কলস গ্রামের অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী হাবিবা খাতুনের কথায়, তার বাবা মুম্বই থাকেন, ওইখানে তাদের পরিবারের তৈরি পালক শিল্প সামগ্রী নিয়ে ব্যবসা করেন। পড়াশোনার পাশাপাশি হাবিবাও তার পরিবারের সঙ্গে এই শিল্পের কারিগর হয়ে উঠেছে। তবে সরকারি সুযোগ–সুবিধা মেলেনি। সর্দার পাড়ার মফিজুল সর্দার জানালেন, নাইলনের ঝাড়ু উঠে আমাদের ব্যবসা কিছুটা থমকে গিয়েছিল, তবে নাইলন দিয়ে ভাল সাফাই হয় না, মানুষ তা বুঝতে পেরেছেন। পালকের ঝাড়ুর বাজার ঠিকই আছে। মাফিজুল জানালেন, তারাও সরকারি সুযোগ কিছু পায়নি। মগরাহাট ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি খয়রুল হক নস্কর জানালেন, মূলত সংখ্যালঘু অধ্যুষিত কলসে এই ক্ষুদ্রকুটির শিল্প গড়ে উঠেছে। এখান থেকে বিভিন্ন সামগ্রী আন্তর্জাতিক বাজারেও যায়। মাইনোরিটি দফতর থেকে শিল্পীরা অনেকে ঋণও পেয়েছেন। বিএসকেপি ঋণের ক্ষেত্রে কিছু বাধা থাকায় সকলকে তা দেওয়া সম্ভব নয়। তবে আগামী দিনে আমরা পালক শিল্পীদের জন্য গঠনমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করব।

বিদেশিদের থেকে শিক্ষা নিয়ে

শেয়ার বাজারে টিঁকে থাকতে হলে ভারতীয় লগ্নিকারীদের মানসিকতার পরিবর্তন জরুরি

কালিদাস চক্রবর্তী

নিফটি যখন কিছুদিন আগে অর্থ বাজেটকে সামনে রেখে প্রায় ১০ শতাংশ বাড়ে তখন অনেকেই কেনার কথা বলছিলেন না। তাদেরই আবার দেখা যাচ্ছে ৮৮০০–র জায়গায় ঝাঁপিয়ে পড়ে কিনতে। বস্তুত এটা বহুদিন ধরেই একরকম ধর্ম হয়ে উঠেছে লগ্নিকারীদের কাছে। তারা যখন কেনার তখন কেনেন না, আবার উচু দামে কিনতে গিয়ে প্রায়শই ফেঁসেও যান। এর পিছনে এরা আবার যুক্তি দেন যে সবসময় নাকি কেনা উচিত নয়। গোদা ভাষায় বললে থেমে থাকা গাড়িতে কেউ উঠতে চান না। গাড়ি চালু হলে তখন ওঠেন। এমনকি রানিং গাড়িতে (এইক্ষেত্রে উর্দ্ধগামী বাজার ধরতে হবে) উঠতে গিয়ে পা পিছলে আলুর দম হওয়ার ঘটনাও তাই আকছার ঘটে।

এর আগে নিফটি যখন অনেক নিচ থেকে উঠে আসছিল তখন বিশেষজ্ঞদের একটা বড় অংশ বলছিলেন এই বাজারকে অন্ততপক্ষে ৮৩৮০–র ওপরে গিয়ে থিতু হতে হবে। না হলে কপালে আবারও দুঃখ আসতে পারে। যদিও আগের সেই বাধা বা রেজিস্ট্যান্সের জায়গাটা এখন ভারতের বাজারের ক্ষেত্রে নয়া সাপোর্ট হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখানে একটা জিনিস দেখা খুব জরুরি। টেকনিক্যাল পরিভাষা মেনে যে বা যারা কাজ করেন তাদের কাছে ইতিবাচক কিছু উপাদানও জুটে গিয়েছে। এই যেমন বাজার সেই আট হাজার টেস্ট করার অব্যাবহিত পর থেকেই একটা ব্যাপার লক্ষ্যণীয় যে নিফটি আগের দিনে যে লো বা নিচু অবস্থান করছে পরের দিন তা তো ভাঙছেই না বরং কিছুটা ওপরেও থেকে যাচ্ছে। ওপর দিকে ওঠার ক্ষেত্রেও নয়া নয়া উচ্চতার তলাশ চালাচ্ছে বাজার। নিঃসন্দেহে এই ঘটনা বাজারের পক্ষে ভালো। মনে করা যেতেই পারে ভারতীয় নিফটি আট হাজারের ঘরে মোক্ষম সাপোর্ট নিয়ে বসে আছে। এই সাপ–লুডো খেলার কারণ কী? জানতে চাওয়াতে কিছু কিছু অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ একবাক্যে জানাচ্ছেন এটা বাজারের বটমিং বা বেস তৈরি করার সঙ্কেত বহন করছে।

বাজার বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন এইসময় চুপ করে সময়ের জন্য তৈরি হতে হবে। হুট করে কিছু কিনতে গেলে পরে পস্তাতে হতে পারে। কারণ আজ ভালো শেয়ারের দাম এত নিচে চলে আসায় যদি আপনি লাফিয়ে

অর্থনীতি

উঠে কিছু কিনতে যান তাহলে হতে পারে সেটির দাম আরও পড়ে গেল। এই ধরণের পরিস্থিতিতে প্রায়শই ট্রেডাররা বটম ফিশিং করে থাকেন। ঘোলা জলে মাছ ধরা বা নিম্নতল ভেবে মৎস শিকার করতে যাওয়া শেয়ার বাজারের নিরিখে খুব খারাপ অভ্যেস। কারণ এই বাজার হল সমুদ্রের মতো। এর কোনটা যে অবতল আর কোনটা উচ্চতল তা বোঝা বেশ দুষ্কর। এটা ঠিক সামনে ভালো কোম্পানির শেয়ার কম দামে দেখলে কেনার জন্য হাত নিশপিশ করতে থাকে। এখানেই একটু সংযমী হওয়া প্রয়োজন। কারণ ভুল ট্রেডের দ্বারা আপনার পুঁজি অরক্ষিত হয়ে উঠতে পারে। সম্পদ বা শেয়ার সুরক্ষিত রাখতে এই সময়ে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ ভালো কাজ দেয়। একইভাবে তার সঙ্গে যোগ করতে হবে নিজস্ব বুদ্ধি এবং বিবেক কি বলছে তার ওপর। শেয়ার বাজারে যেমন লাভ করা সম্ভব তেমন আবার কঠিন পরিস্থিতিতে এই বাজার সবসময় আপনার সঙ্গে ঠিকঠাক ব্যবহার নাও করতে পারে। মাথা ঠাণ্ডা রেখে বিপরীতধর্মী পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে হয়। তাতেই হয়তো লাভবান হওয়ার পথ খুঁজে পাওয়া যাবে। এর ওর কথায় ট্রেড করতে যাওয়া একদম উচিত নয়। যার জন্য আপনার সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। বাজার যখন পড়ে তখন অপেক্ষা করা যেমন শ্রেয় তেমনই আবার প্রতিটি পতনের দিনেও দেখা যায় কিছু শেয়ার খুব ভালোভাবে পারফর্ম করছে। বুঝতে হবে এই শেয়ারগুলি নিজস্ব খবরের ভিত্তিতে বাড়ছে। বাজারের ওঠা পড়ার সঙ্গে এরা নির্ভরশীল নয়। এ যেমন গেল একদিকের কথা তেমন দেখতে হবে যে সময় আপনি বা আপনারা লগ্নি করছেন বা সওদা মারছেন সেই মুহূর্তের বাজার কি বলছে। এইসব খুঁটিনাটি পর্যালোচনা করাও খুব জরুরি।

এখন যে সময়ের মধ্যে দিয়ে ভারতীয় বাজার তার যাত্রাপথ অতিক্রম করছে তাকে বুল মার্কেট বলে অভিহিত করছেন ছোট–বড় বিনিয়োগকারী থেকে শুরু করে হোমড়াচোমড়ারা। অনেকে তো এমনও বলছেন এটা নাকি বুল–রান বা ষাঁড় দৌড়ের ট্রেলার পর্ব। পিকচার নাকি আভি বাকি হ্যায়। কিন্তু সেই বুল রানের মধ্যে দাঁড়িয়ে এই ধরণের দীর্ঘমেয়াদি কারেকশন কী অভিপ্রেত? এই ধরনের ফিসফাস অনেকের মধ্যেই শোনা যাচ্ছে। তাতে বাজারের কিছু হেলদোল হোক আর না হোক মন্তব্যের পাহাড় জমছে জঞ্জালের মতোই। এখন বাজার এমন ভাবে ধাবিত হচ্ছে যে সত্যি বলতে অনেক এক্সপার্টরাও কেনাবেচা করতে থই খুঁজে পাচ্ছেন না।

এটা ঠিক যখন ২০০৮–০৯ সালে ভয়াবহ রিসেশন দেখা গিয়েছিল ভারতীয় শেয়ার বাজারে তখন এই রোজগারের রাস্তা একেবারে বন্ধ হয়নি। কলাকৌশল জানা থাকলে বেচে খেলেও আর্থিক সংস্থান করা গিয়েছে। সেখান থেকে দাঁড়িয়ে আজকের এই ভরপুর বুল মার্কেটে বাজারে রোজগার করতে ঘাম ছুটছে অনেক পণ্ডিতেরও। সত্যি বলতে গিয়ে বেয়ার মার্কেটে রোজগার করার ব্যাপারটা হল অনেকটা অস্ট্রেলিয়া বা দক্ষিণ আফ্রিকার মতো দেশকে তাদের দেশে গিয়ে খেলার মতো। যেখানে পেসার সহায়ক উইকেটে বল পড়ে একেবারে গাঁক গাঁক করে ব্যাটসম্যানের দিকে ধাবিত হয়। কিন্তু নিজের দেশে যদি খেলা হয় তবে যে কোনও টিম চাইবে সেখানকার যাবতীয় সুবিধা বহন করতে। এই যেমন ভারতীয় দল সবসময় চায় বিদেশিদের এদেশের মাটিতে স্পিনিং উইকেটের সামনে ফেলে নাস্তানাবুদ করতে। অথচ ভরপুর বুল মার্কেট বলে ড্যাং ড্যাং করে যাবতীয় ঘোষণার পরেও ভারতের শেয়ার বাজারকে সম্মুখীন হতে হচ্ছে বেয়ার মার্কেটের চোখ রাঙানির। নিজের মাটিতে প্রতিপক্ষের পিচ পাওয়ার মতো অবস্থা এখন ভারতের অর্থ বাজারে। এখান থেকে বেরিয়ে আসার কসরৎ এখন চলছে পুরোদমে। যদি তা ওপরের দিকে যাওয়ার হয় তবে নিফটিকে ৮৮০০–৯০০০ এর গণ্ডি পেরতে হবে। আর নিচের দিকে যাওয়ার হলে প্রথমে ৮২৫০ এবং পরে আট হাজার ভাঙতে হবে নিফটিকে। সেক্ষেত্রে রসাতলের পরবর্তী জংশনের নাম হবে ৭৮০০। যদিও এখন ৮ হাজারের কথা নয়, নিফটির ১০ হাজারের রেকর্ড কবে ছোঁবে তা নিয়ে জোরদার আলোচনা চলছে। কারণ বাজারের ধর্ম হল ইতিবাচক থাকতে হলে সবসময় নতুন নতুন জংশনের খোঁজ করা। না হলে সেই আগের নিচু অবস্থানগুলিতে ফিরে ফিরে যেতে হয়। বলাবাহুল্য এই অবতরণ পছন্দ করেন না অধিকাংশ লগ্নিকারী। বিশেষ করে ভারতের দিকে যদি তাকানো যায় দেখা যাবে এখানকার লগ্নিকারীরা বেচে খেলতে ঠিক অভ্যস্ত নন। তাঁরা কিনে খেলতে অনেক স্বচ্ছন্দ বোধ করেন। আর বিদেশিরা হল ঠিক উলটো। তাদের যত আগ্রহ বেচে খেলায়। তারা সব ধরণের ঝুঁকি নিতে সমর্থ। তুলনামূলকভাবে ভারতীয়রা অনেক বেশি রক্ষণশীল ঘরানায় বেচাকেনা করে থাকেন। সেই মানসিকতার পরিবর্তন ঘটিয়ে ঝোপ বুঝে কোপ মারার ফন্দি ভারতীয়রা যত তাড়াতাড়ি আয়ত্ত করবেন ততই দক্ষ ট্রেডার হয়ে উঠবেন তাঁরা।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

৪ মার্চ – ১০ মার্চ, ২০১৭

মেষ : শরীর স্বাস্থ্য ভাল যাবে না। চলাফেরায় সাবধান থাকতে হবে। পায়ে চোট আঘাতের যোগ রয়েছে। অনেকে কোমরের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। গৃহে শুভানুষ্ঠানের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন না। আর্থিক বিষয়ে শুভ। সঞ্চয়ে বাধা।

বৃষ : পতি–পত্নীর মধ্যে মতবিরোধ ঘটবে। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। ভ্রাতা বা ভগ্নীর সাহায্য পাবেন। লেখাপড়ায় ফল ভাল হবে। গৃহ ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। ব্যবসায়ে লাভের যোগ লক্ষিত হয়।

মিথুন : গৃহে আত্মীয় সমাগম ঘটবে। ব্যবসা–বাণিজ্যে ফল ভাল পাবেন। লেখাপড়ায় ফল ভাল হবে। বুদ্ধির জোরে আপনি অসাধ্য সাধন করতে পারবেন। এবং আপনার সুনাম যশ বজায় থাকবে। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন।

কর্কট : মনের উচ্চ আশাগুলি একে একে পূরণ হবে। চাকুরীর স্থলে উন্নতির যোগ রয়েছে। বেকারত্বের অবসান হবে। বাধা মতই আসুক লেখাপড়ায় ফল ভালই হবে । চোখের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। পিতার পক্ষে সময়টি শুভ।

সিংহ : অনেক চেষ্টা করেও শিক্ষায় মনের মত ফল পাবেন না। যাঁরা গান বাজনা নিয়ে আছেন তাঁদের পক্ষে সময়টি শুভ নয়। অর্থনৈতিক বিষয়ে ভাল ফল পাবেন না। সঞ্চয়ে বাধা। সন্তানের শরীর নিয়ে চিন্তিত থাকবেন।

কন্যা : প্রেম–প্রীতির দিকে অগ্রসর না হওয়াই ভালো, গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে বাধা আসবে। লেখাপড়ায় ভাল ফল হবে। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। পিতার পক্ষে সময়টি শুভ। কর্মে উন্নতির যোগ রয়েছে। ভ্রমণের যোগ।

তুলা : মানসিক চঞ্চলতার জন্য শিক্ষায় ক্ষতি। পুরনো বন্ধুর সঙ্গে মিল মিশ হবে। বেকারত্বের অবসান হবে। পিতার আর্থিক উন্নতির যোগ রয়েছে। শরীরের প্রতি যত্নবান হউন। আয় উন্নতির যোগ রয়েছে। দায়িত্বমূলক কাজগুলি ভালভাবে করবে সমর্থ হবেন।

বৃশ্চিক : মনের মধ্যে সবসময় একটা অশান্তি ভোগ করবেন। একটু ধৈর্য্য ধরুন। প্রত্যেকটি কাজ মন দিয়ে করার চেষ্টা করুন। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। ধর্মের দিকে মন আকৃষ্ট হবে। তীর্থ ভ্রমণ যোগ রয়েছে।

ধনু : শরীর আপনার ভাল যাবে না। খাওয়া–দাওয়ায় খুব সাবধান থাকতে হবে। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন কিন্তু বাধাপ্রাপ্ত হবেন। গৃহে অশান্তি না হলেও শান্তিও থাকবে না। খুব বুদ্ধি করে ধৈর্য্য ধরে চললে কিছুটা শান্তি বজায় থাকবে। অন্যের দায়িত্ব নিজের কাঁধে নেবেন না।

মকর : দায়িত্ব কর্তব্যের কাজে আপনি পিছুপা হবেন না। আপনার ধৈর্য শক্তিকে প্রশংসা করতেই হবে। ব্যবসা–বাণিজ্যে লাভযোগ লক্ষিত হয়। শিক্ষায় আশানুরূপ ফল পাবেন না। কর্মস্থলে সুনাম, যশ বজায় থাকবে। সন্তান–সন্ততি বিষয়ে শুভফল পাবেন।

কুম্ভ : বুদ্ধির ভুলে অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে। আর্থিক বিষয়ে মোটামুটি শুভফল পাবেন। গৃহ ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। ব্যবসা–বাণিজ্যে ভাল ফল পাবেন। দৈব–দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। অন্যের কথায় কান দেবেন না।

মীন : মাথা গরম না করে একটু ধৈর্য্য ধরে চলুন অবশ্যই উন্নতি হবে। ব্যবসায়ে লাভের যোগ লক্ষিত হয়। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে সফলতা আসবে। ধর্মীয় বিষয়ে উন্নতির যোগ রয়েছে। নূতন কর্মলাভের যোগ রয়েছে।

রাজ্য সরকারের ১২০ নার্স

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১২০ জন নার্স গ্রেড–টু (স্টাফ নার্স) নেবে রাজ্য সরকার। ডিরেক্টোরেট অব ইএসআই (এমবি) স্কিমের অধীনে নিয়োগ করা হবে রাজ্যের বিভিন্ন ইএসআই প্রতিষ্ঠানে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর ICA–311–(3)/2017, তারিখ ১৯ ফেব্রুয়ারি।

শূন্যপদের বিবরণ : সাধারণ ৬১, তফসিলি জাতি ২৭, তফসিলি উপজাতি ৭, বিসি–এ ১২, বিসি–বি ৯, দৈহিক প্রতিবন্ধী ৪। শিক্ষাগত যোগ্যতা : ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সিং কাউন্সিল বা ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল কর্তৃক স্বীকৃত নার্সিং ট্রেনিং ইনস্টিটিউট থেকে জেনারেল নার্সিং অ্যান্ড মিডওয়াইফারি কোর্স পাস করে থাকতে হবে। পাশাপাশি, পশ্চিমবঙ্গ নার্সিং কাউন্সিলে প্রার্থীর নাম নথিভুক্ত থাকতে হবে। প্রার্থীকে বাংলা লিখতে ও বলতে জানতে হবে।

বয়স : ১–১–২০১৭ তারিখে ১৮ থেকে ৩৯ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫, ওবিসি–রা ৩ বছরের ছাড় পাবেন। দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ৪৫ বছর পর্যন্ত ছাড় পাবেন।

বেতনক্রম : ৭,১০০–৩৭,৬০০ টাকা।

কাজের খবর

গ্রেড পে ৩,৬০০ টাকা সঙ্গে অন্যান্য সুযোগ–সুবিধা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে জেনারেল নার্সিং অ্যান্ড মিডওয়াইফারি কোর্সে প্রাপ্ত নম্বর এবং ইন্টারভিউয়ের ভিত্তিতে।

দরখাস্ত করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। দরখাস্তের বয়ান ডাউনলোড করে নেবেন এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.esiwb.gov.in পূরণ করবেন যথাযথভাবে।

২৪ মার্চের মধ্যে রেজিস্টার্ড ডাক অথবা স্পিড পোস্টে দরখাস্ত পৌঁছতে হবে এই ঠিকানায় : The Director, Directorate of ESI(MB) Scheme, W.B. P–233, CIT Schem VIIM, Bagamari Road, Kolkata–700054. অথবা এই ঠিকানায় সরাসরি গিয়ে হাত হাতেও দরখাস্ত জমা দিয়ে আসতে পারেন সোম থেকে শুক্রবার সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টের মধ্যে। খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

২০০ তরুণ–তরুণীকে ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিসশিপ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০০ জন তরুণ–তরুণীকে অ্যাপ্রেন্টিসশিপ ট্রেনিং দেবে ভারত ইলেক্ট্রনিক্স (বেল)। এটি প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অধীনস্থ একযি সংস্থা। অ্যাপ্রেন্টিসের অ্যাক্ট, ১৯৬১ অনুসারে এক বছরের ট্রেনিং হবে বিভিন্ন ট্রেডে, ট্রেনিং হবে সংস্থার গাজিয়াবাদ ইউনিটে। ট্রেনিং চলাকালীন নিয়মানুসারে স্টাইপেন্ড পাওয়া যাবে।

ট্রেড অনুসারে আসন— ফিটার : ৩২টি। টার্নার : ৬টি। ওয়েল্ডার : ৪টি। ইলেক্ট্রিশিয়ান : ২৮টি। মেশিনিস্ট : ৬টি। ড্রাফটসম্যান (সিভিল) : ৪টি। ড্রাফটসম্যান (মেকানিক্যাল) : ১০টি। ইলেক্ট্রনিক মেকানিক : ৩২টি। কম্পিউটার অপারেট অ্যান্ড প্রোগ্রামিং অ্যাসিস্ট্যান্ট : ৭০টি। রেফ্রিজারেটর অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং : ২টি। ইলেক্ট্রোপ্লেটার : ৬টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : সংশ্লিষ্ট ট্রেডে এনসিভিটি স্বীকৃত আইটিআই পাশ করে থাকতে হবে। মনে রাখবেন, ২০১৪, ২০১৫ বা ২০১৬ সালে প্রার্থীকে উত্তীর্ণ হয়ে থাকতে হবে।

বয়স : ২৮–২–২০১৭ তারিখে ২৮ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩ বছরের ছাড় পাবেন।

প্রার্থী বাছাই করা হবে লিখিত পরীক্ষা বা ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে। www.apprenticeship.in প্রার্থীর চালু ই–মেল আইডি থাকতে হবে। অনলাইন দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৮ মার্চ। প্রার্থীকে প্রথমে অনলাইন রেজিস্ট্রেশন নম্বরের সাহায্যে অনলাইন আবেদন করা যাবে। যাঁদের আগে ম্যানেজমেন্ট ইনফর্মেশন সিস্টেম (এমআইএস) পোর্টালে রেজিস্ট্রেশন করা আছে, তাঁদের আর নতুন করে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে না। ওই রেজিস্ট্রেশন নম্বরের সাহায্যেই তাঁরা অনলাইন আবেদন করতে পারবেন। খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন এই ওয়েবসাইট : www.bel–india.com কোনও সমস্যার সম্মুখীন হলে মেল করতে পারেন এই আইডিতে। hrdgad@bel.co.in অথবা ফোন করতে পারেন এই নম্বরে : ০১২০–২৮১৪৭৩৯।

শব্দবার্তা ২০

১	২		৩		৪		৫
			৬				
৭		৮					
					৯	১০	
১১				১২			
১৩				১৪			

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। পিতৃশর্ত পালনের জন্য এটা হয়েছিল ৪। বহু লোকের সমাবেশ ৬। প্রজাস্বার্থবিরোধী আইন ৭। কাক ৯। স্বামীর বোন ১১। পিতৃপ্রজন্ম, বর্তমান প্রজন্ম ও পরবর্তী প্রজন্ম ১৩। অধিক, সমধিক ১৪। মৃগনাভি।

উপর–নীচ

২। নতুন আবির্ভাব বা প্রকাশ ৩। পালানো ৪। জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে চাই ৫। কলঙ্ক, চিহ্ন ৭। প্রয়োজনের অতিরিক্ত ৮। বিখ্যাত এক মিষ্টান্ন ১০। হিন্দুদের বিবাহ উপলক্ষ্যে মান্য কুটুম্বদের প্রদেয় বস্ত্রাদি ১২। সনেটজাতীয় কবিতার ছয়টি চরণের সমষ্টি।

সমাধান : শব্দবার্তা ১৯

পাশাপাশি : ১। কল্য ২। পাত্রাপাত্র ৪। বাসরঘর ৬। রুজুরুজু ৮। ছায়ানট ১০। আমলে আনা ১২। পরিমল ১৩। বোল।

উপর–নীচ : ১। কল্পতরু ২। পায়স ৩। ত্রসর ৪। বাজু ৫। ঘটন ৭। জুলুম ৮। ছানা ৯। টকডাল ১০। আলাপ ১১। আক্কেল।

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** – হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** – নকুল ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড় চশমার দোকানের সামনে** – কল্যাণ রায় ● **রাসবিহারী অটো স্ট্যান্ড** –আর কে ম্যাগাজিন ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক**– ব্রজেন দাস, বাপ্পাদার স্টল ● **দেশপ্রিয় পার্ক ইউকো ব্যাঙ্কের সামনে** – বীণাপানী ম্যাগাজিন ● **লেক মার্কেট** – পাঁচু প্রামাণিক, অরূপ রায় ● **কেওড়াতলা শ্মশান মোড়** – গৌতমদার স্টল ● **চারু মার্কেট** – গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** – দীনবন্ধুদার স্টল ● **নিউ আলিপুর হিন্দুস্থান সুইটস** – গৌতম দেবনাথ, সুকান্ত পাল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** – রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** – শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** – অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**–গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**–রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**– বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস ● **মহামায়াতলা**–দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**–দেবুদার স্টল ● **ক্যানিং স্টেশন**–পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–সুব্রত সাহা ● **সোনারপুর ২ নং প্ল্যাট ফর্ম** – রাজু বুক স্টল ● **বারুইপুর ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–কালিদাস রায় ● **জয়নগর ১ নং প্ল্যাটফর্ম** – কেষ্ট রায় ● **আমতলা** – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**–অসিত দাস ● **ফতেপুর বাস স্ট্যান্ড** – অনিমেষ দার স্টল ● **সরিষা আশ্রম মোড়**–প্রণবদার স্টল ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**–বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**–সুভাশিসদা ● **বারাসত উত্তর ২৪ পরগনা**–কৃষ্ণ কুন্ডু। ● **বারাসত রেলস্টেশন**– শ্যামল রায় ● **হাবড়া রেলস্টেশন**– বিজয় সাহা ● **বসিরহাট রেলস্টেশন**– সঞ্জিব দাস ● **বনগাঁ রেলস্টেশন**– মন্ডল অ্যান্ড মল্লিক ● **রানাঘাট রেলস্টেশন**– তপন সরকার ● **কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন**– দে নিউজ এজেন্সি ● **কৃষ্ণনগর রেলস্টেসন**– নিখিল রায় ● **ইছাপুর রেলস্টেশন**– তপন মিদ্দে ● **বাগদা**– সুভাষ কর ● **নৈহাটি রেলস্টেশন**– কিশোর দাস ● **বীরভূম রামপুরহাট বাসস্ট্যান্ড**– পিউ বুকস্টল ● **নিউ ব্যারাকপুর ২ প্ল্যাটফর্মম** –সোমেন পাল ● **কল্যাণী**–সব্যসাচী সান্যাল ● **ব্যারাকপুর**–বিশ্বজিৎ ঘোষ ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**–নরেন চক্রবর্তী ● **শ্যামবাজার**–পাল বুকস্টল /চক্রবর্তী বুকস্টল / গোবিন্দ বুকস্টল ● **কলেজ স্ট্রিট**–মহেন্দ্র বুকস্টল/ভানু বুকস্টল ● **হাতিবাগান**–দাস বুকস্টল ● **উল্টোডাঙা**–তরুণ বুকস্টল ● **লেকটাউন**–গুপীনাথ বুকস্টল ● **দমদম**–টি এন বুকস্টল ● **কালিন্দী**–বিশুদা ● **পি এন বি**– এস বুকস্টল ● **হাডকো মোড়**–জি এন বুকস্টল ● **বাগুইআটি**–চিত্ত বুকস্টল ● **ব্যান্ডেল স্টেশন**–খোকন কুন্ডু ● **ব্যান্ডেল বাজার**– দীনেশ জৈন ● **চুঁচুড়া স্টেশন**– বিনয় সিং/ সুমন মুখার্জী ● **হুগলি স্টেশন**– হরিপ্রসাদ ● **চন্দননগর স্টেশন**– অসীম সাহা ● **শ্রীরামপুর স্টেশন**– মহেশ জৈন

আমাদের প্রতিনিধি ● কলকাতা : বরুণ মণ্ডল – ৯৮৩৬০৮১৬৭০, প্রিয়ম গুহ – ৯০৩৮৬৪০০৩০, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় – ৯৮৭৪৩৩৬৪০৪/ দক্ষিণ ২৪ পরগনা : কুনাল মালিক – ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

ছাত্রীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, মন্দিরবাজার : গত সোমবার মন্দিরবাজার থানার পোলের হাট এলাকায় হোস্টেল থেকে সুহানা কাক্তার (১৪) নামে নবম শ্রেণির এক ছাত্রীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। ঘুটিয়ারি শরিফের আবদুল মারেক কাক্তারের মেয়ে সুহানা জহর নবোদয় স্কুলের ছাত্রী। এদিন সকালে হোস্টেলের ঘরে সুহানার ঝুলন্ত দেহ দেখতে পায় হোস্টেলের অন্য ছাত্রীরা। সুহানার বাবা মন্দিরবাজার থানায় অভিযোগ দায়ের করে। মৃত্যুর কারণ নিয়ে তদন্ত চলছে।

ট্রেনে মাদক খাইয়ে লুঠ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : শুক্রবার সকালে শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার ক্যানিং লোকালে এক দুষ্কৃতী বাসন্তী থানায় তিত কুমার গ্রামের বাসিন্দা জিয়ারুল সেখকে মাদক খাইয়ে বেহুশ করে নগদ ৫ হাজার টাকা এবং একটি দামি মোবাইল নিয়ে চম্পট দেয়। জিয়ারুল বজবজ সন্তোষপুরে রঙের কাজ করে বাড়ি ফিরছিল। দুষ্কৃতী চা খাওয়াবার নাম করে বিস্কুটের সঙ্গে মাদক খাইয়ে দেয় জিয়ারুলকে। ক্যানিং–২ প্ল্যাটফর্মে সকাল সাড়ে ৭টায় জিআরপি ট্রেন চেক করবার সময় দেখে এক ব্যক্তি বেহুশ হয়ে সিটের উপর পড়ে আছে। তারা জিয়ারুলকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করে। জিয়ারুলের দাদা আতিরুল সেখ–এর অভিযোগের ভিত্তিতে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

আছিপুর–হাওড়া বাস চালু

দীপক ঘোষ : আছিপুর খেয়াঘাট তেকে হাওড়া পর্যন্ত সরকারি বাস পরিষেবা চালু ২৭ ফেব্রুয়ারি থেকে। সি ৪৪ নম্বর এই বাস প্রথম পর্যায়ে দুটি চলবে পরে তা বাড়ানো হবে। পূজালি বাসীর দীর্ঘ দিনের চাহিদা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আন্তরিক উদ্যোগে এই পরিষেবা চালু হল। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিধায়ক অশোক দেব বলেন দীর্ঘদিনের পূজালি বাসীর চাহিদা পূরণ হয়েছে এখন যাত্রীদের বিশেষ সহযোগিতা পেলে আগামী দিন বাস পরিষেবা বাড়ানো হবে। প্রাক্তন চেয়ারম্যান ফজলুল হক বলেন রাজ্য পরিবহন নিগমের সহযোগিতায় সকাল ৮–৩০ মি ও ৯–৩০ আছিপুর থেকে তারাতলা–ভবানীভবন–ধর্মতলা–বিবিদি বাগ হয়ে হাওড়া পর্যন্ত এই রুটে বাস চলবে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য পরিবহন নিগমের অনুপম বিশ্বাস, বজবজ পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান গৌতম দাশগুপ্ত, রিতা পাল, পূজালী পুরসভার আধিকারিক সুজয় মন্ডল, সমগ্র অনুষ্ঠান, পরিচালনা করেন অরবিন্দ দাস।

বাস বন্ধের মাসুল হাওড়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি : হাওড়া ডোমজুড় ও ধুলাগড় এই নাম দুটি আজ কারও অজানা নয়। একদিকে ডোমজুড় যেমন জুয়েলারি শিল্পে নজর কাড়া নাম তেমনি অন্যদিকে ধুলাগড় এক সময় গোষ্ঠী সংঘর্ষের জেরে খবরের শিরনামে চলে আসে। এই ডোমজুড়েও ধুলাগড়ের মধ্যে ছিল বাস যোগাযোগ। ৬৩ নম্বর বাসটি হাওড়া থেকে ডোমজুড় হয়ে ধুলাগড় আসত। আজ বহুদিন ধরে বন্ধ। এখন মানুষের ভরসা অটো। ট্রেকারের উপর। জীবন হাতে করে রোজকার যাতায়াত। বাস বন্ধের মাসুল গুনছে আম জনতা। রাজ্য সরকারের কাছে তাদের দাবি ফের চালু হোক ৬৩। দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পাক হাওড়াবাসী।

শিশু সুরক্ষা ও অধিকার

বিশ্বজিৎ পাল, ক্যানিং : মঙ্গলবার দুপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের ক্যানিং মহকুমা কনফারেন্স হলে বাগমারি মাদার এন্ড চাইল্ড ডেভলপমেন্ট মিশনের উদ্যোগে শিশু সুরক্ষা ও অধিকার বিষয়ে এক প্রশিক্ষণের আয়োজন হয়। এ দিনের প্রশিক্ষণ শিবিরে উপস্থিত ছিলেন মহকুমা হাসপাতালের অ্যাসিসটেন্ট চিপ মেডিকেল অফিসার ইন্দ্রনীল সরকার, বাসন্তী বি এম ও এইচ রামকৃষ্ণ মন্ডল, বাগমারি মাদার অ্যান্ড চাইল্ড ডেভলপমেন্ট মিশনের সেক্রেটারি স্যামসুল আলম খান প্রমুখ। এ দিনের প্রশিক্ষণ শিবিরে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের অ্যাসিসটেন্ট চিপ মেডিকেল অফিসার ইন্দ্রনীল সরকার শিশুর স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, সুস্থ সন্তান প্রসব, শিশু শ্রমিক, এছাড়া পাচার সহ একাধিক বিষয়ে আলোকপাত করে। এছাড়া তিনি ব্লক লেভেল এবং গ্রাম লেভেলে শিশুকে প্রতিষ্ঠা করার বিষয়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেন। বাগমারি মাদার অ্যান্ড চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট মিশনের সেক্রেটারি সামসুল আলম খান বলেন শিশু সুরক্ষা এবং শিশু অধিকার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখতে হবে। এমনকি শিশুর মঙ্গল কামনায় এক সঙ্গে হাতে হাত ধরে কাজ করতে হবে সবাইকে।

আয়লার বাঁধের কাজ দেখলেন সেচমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: বৃহস্পতিবার সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের ক্যানিং মহকুমা গোসাবা ব্লকের আয়লার বাঁধের কাজ দেখলেন রাজ্যের সেচমন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন সেচ দফতরের চিফ ইঞ্জিনিয়ার গৌতম চট্টোপাধ্যায়, সেচ দফতরের আধিকারিক বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী, বিপ্লব সামন্ত, মানস চক্রবর্তী, গুরুপদ ঘোষ, বিডিও তাপস কুন্ডু, স্থানীয় বিধায়ক জয়ন্ত নস্কর প্রমুখ। সকালে সেচমন্ত্রী গদখালি জেটি ঘাটে আসেন। সেখান থেকে স্পিড বোটে তিনি বিদ্যা ফেসিং বাগবাগানের ৩ কিমি আয়লার বাঁধের কাজ খতিয়ে দেখেন। যারা বাঁধের কাজ করছে তাদের সঙ্গে কথা বলেন। সেখান থেকে উত্তরগঙ্গা, বালি–২, আমলা–মেথী, লাক্সবাগান, লাহিড়ী পুর, হেতালবাড়ি, গোমর ফেসিং বাঁধের কাজ দেখেন। ইতিমধ্যে আড়াই কিমি বাঁধের কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। ২০০৯ সালে ২৫ মে আয়লার তান্ডবে ক্ষতি হয় সুন্দরবনের ২০০ কিমি বাঁধের। এর মধ্যে গোসাবা ব্লকে রয়েছে ৫৫ কিমি। গোসাবা ব্লকে সাড়ে ১৫ কিমি বাঁধ নির্মাণে খরচ হচ্ছে ১৩৫ কোটি। বাঁধের নীচে বৃক্ষরোপণ হবে। এমনকি বাঁধের উপরে নির্মাণ হবে সড়ক পথ। ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটবে। ঘরে ঘরে পৌঁছে যাবে বিদ্যুৎ পরিষেবা, পানীয় জল। এদিন বাগবাগান গ্রামের বাসিন্দা গৃহবধূ দেবী মন্ডল, উত্তম মন্ডল, কল্পনা হালদার প্রমুখরা বলেন বাম আমলে প্রতি বছর বছর নদীর বাঁধ ভাঙত। নোনা জল ঢুকে সব ক্ষতি হয়ে যেত। দিদি আসার পর আয়লার বাঁধের কাজ হচ্ছে। এই গ্রামে প্রথম একজন মন্ত্রী এলেন। আমরা গ্রামবাসীরা খুব খুশি। আয়লার বাঁধের উপর পিচের রাস্তা হলে হাজার হাজার মানুষের উপকার হবে। আর বারে বারে নদীর বাঁধ ভেঙে নোনাজল ঢুকবে না। সামনে বর্ষাকাল তাই বাঁধের কাজ আরও তাড়াতাড়ি হলে চিন্তা দূর হয়। এদিন মন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাদের সমস্ত অভিযোগ মন দিয়ে শোনেন। মন্ত্রী বলেন জমির তেমন ভাবে কোনও সমস্যা নেই। দুটি জায়গায় একটু সমস্যা আছে তা মিটে যাবে। ১৮ কিমি আয়লার বাঁধের মধ্যে আড়াই কিমি বাঁধ সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। কাজ দ্রুত গতিতে চলছে। সামনে বর্ষাকাল। যাতে দ্রুত কাজ সম্পূর্ণ হয় সে বিষয়টি দেখা হচ্ছে। বালি–২ দেড় কিমি, বাগবাগানের ৩ কিমি, লালবাগানের ৩ কিমি, লাহিড়ীপুরের ৪–৬ কিমি, আমলামেথী ১.৫ কিমি, উত্তরডাঙ্গা বাঁধের কাজ চলছে। মন্ত্রী আরও বলেন কেন্দ্রীয় সরকার বঞ্চনা করছে। গঙ্গা ভাঙন রোধে কেন্দ্র আগে ৭৫ শতাংশ টাকা দিত। এখন দিচ্ছে ৫০ শতাংশ। কেন্দ্র সরকার এফএমপিতে সারা ভারতে বরাদ্দ করেছে মাত্র ১৫০ কোটি টাকা। আর সেখানে রাজ্যের খরচ হয়েছে ২১৯ কোটি। প্লাসটিক ব্যাগ, থার্মোকল বর্জনে আরও সচেতন করে তোলা হবে সাধারণ মানুষজনকে। যাতে নদীতে এসব বর্জ্য ফেলা না হয় সেদিকে নজরদারি চলছে। অবৈধ মাছের ফিসারি চিহ্নত করণ করা হচ্ছে। এফআইআর করা হয়েছে। তবে মাছ চাষের দরকার আছে। নদী বাঁধে ক্ষতি না করে, সেই ভাবে মাছ চাষ করা হবে। এদিন মন্ত্রীকে দেখে গ্রামবাসীরা গ্রাম ভেঙে ছুটে আসে এবং মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে।

মালিকের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে সোচ্চার রাজ্যের জুট শ্রমিকরা

ভদ্রেশ্বরে রাজ্য সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা: জুটমিল মালিকদের স্বেচ্ছাচারিতা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া হবে না। জুটমিল মালিক – শ্রমিক সকলেই আইনের মধ্যে থেকে কাজ করতে হবে। যখন তখন মালিকের ইচ্ছেমতো মিলে বন্ধের নোটিশ ঝোলানো চলবে না। ভদ্রেশ্বরের কো–অপারেটিভ ময়দানে ন্যাশনাল জুট ফেডারেশন অফ জুট ওয়ার্কার্সের সপ্তম রাজ্য সম্মেলনে এইভাবেই জুটমিল মালিকদের উদ্দেশ্যে হুঁশিয়ারী দিয়ে এইভাবেই বক্তব্য রাখলেন আইএনটিটিইউসির রাজ্য সভাপতি ও রাজ্যের বিদ্যুৎমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়।

এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন রাজ্যের কৃষি বিপণন মন্ত্রী তপন দাশগুপ্ত। মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্রীয় নীতির বিরোধিতা করে বলেন, বাংলায় জুট ও চা শিল্পে সব থেকে বেশি মানুষ কাজ করেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় নীতির জন্য জুট শিল্প রুগ্ন শিল্পে পরিণত হয়েছে। ১৯৮৭ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে গুরুত্ব দিয়ে জুট মেটিরিয়ালস প্যাকেজিং অ্যাক্ট তৈরি করেন।

যার মধ্যে খাদ্য সামগ্রী প্যাকেজিং–এ জুট ব্যাগের ব্যবহার শতকরা একশো শতাংশ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই আইন মানা হচ্ছে না। শোভনবাবু পূর্বতন বাম সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙ্গুল তুলে বলেন, বাম শাসনে জুট শ্রমিকদের ন্যূনতম দৈনিক একশো টাকা মজুরির কালো চুক্তি করে জুট শিল্প ও শ্রমিকদের বিরাট ক্ষতি করা হয়। সম্মেলনে সমবায় মন্ত্রী অরূপ রায় জুট শিল্পের রুগ্ন শিল্পে পরিণত হওয়ার পেছনে কেন্দ্রীয় সরকারের ভ্রান্ত নীতিকে দায়ী করেছেন। সম্মেলনে উপস্থিত অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন রাজ্যের কারিগরী শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী (স্বাধীন দায়ীত্বপ্রাপ্ত) অসীমা পাত্র সহ প্রমুখ। সম্মেলনে শ্রমিকদের ন্যূনতম দৈনিক মজুরি ছশো টাকা সহ অন্যান্য সুযোগ – সুবিধা প্রদান, শ্রমিকদের সমহারে মজুরি ধার্য, প্রতি বছরে কুড়ি দিন হারে গ্র্যাচুইটি প্রদান, ষাট দিনের মধ্যে শ্রমিকদের প্রাপ্য সুনিশ্চিৎ করা, মাসিক পেনশন ন্যূনতম পাঁচ হাজার টাকার দাবি পাস হয়।

মহেশতলার সারাঙ্গাবাদে গণ মড়ক লাগবে : সুব্রত

দীপক ঘোষ : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বৃহত্তম পুরসভা মহেশতলা পুরসভা। ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের সারাঙ্গাবাদে অবস্থিত ডাম্পিং গ্রাউন্ড বা আবর্জনা ফেলার ভাগাড়। এখানে ৩৫টি ওয়ার্ডের যত আবর্জনা সব এখানেই ফেলা হয়। সারাঙ্গাবাদের ভূমিপুত্র রাজ্যের মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি এই সারাঙ্গাবাদে। সেই কারণে তিনি প্রতি সপ্তাহে বাড়িতে আসেন ও সারাঙ্গাবাদ শিব মন্দির চত্বরে প্রায়ই ওঠাবসা করেন। তিনিও দুর্গন্ধের কথা নাক টিপে প্রায়ই বলেন। কি দুর্গন্ধ এ ব্যাপারে তাঁকে প্রশ্ন করতেই তিনি ক্ষোভের সঙ্গে বলেন ''সারাঙ্গাবাদের গণমড়ক লাগবে। এখানকার মানুষ প্রতিবাদ করতে জানে না, কিন্তু আমি এই এলাকার মানুষ হিসাবে প্রতিবাদ করছি''। তীব্র দুর্গন্ধের মধ্যে মানুষ বসবাস করতে পারে না। উল্লেখ্য গত ২০০৭ সালে এই ডাম্পিং গ্রাউন্ড তৈরি হয়। অতীতে আবর্জনা থেকে সার তৈরি হত। বর্তমানে শুধু স্তূপাকৃত আবর্জনা জমা হয়ে পড়ে আছে তার উপর ডাম্পিং গ্রাউন্ডেরে মধ্যে পিচ গলানো কাজ চলছে রাস্তা মেরামত করার জন্য, ফলে কালো ধোঁয়া ও দুর্গন্ধের জন্য এলাকার মানুষ স্বাস কষ্টে ভুগছে, দুর্গন্ধে মানুষ টিকতে পারছে না।

২০১০ সালে এই দুর্গন্ধের জন্য এলাকার মানুষ প্রতিবাদ করে আর্বজনা ফেলা বন্ধ করে দিয়েছিল। তখন প্রাক্তন কাউন্সিলার জয়ন্ত সর্দার ও প্রাক্তণ উপপুরপ্রধান প্রশান্ত মন্ডল আন্দোলন তুলে দিয়ে বলেছিলেন ''দূষণহীন, গন্ধহীন, মাছিহীন সুগন্ধী ডাম্পিং গ্রাউন্ড গড়ে তোলা হবে। বর্তমানে আরও ব্যাপক আকারে ময়লা স্তূপাকৃতি হয়ে পড়ে ও দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। এই সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে জানা গেল পুরবোর্ড–এর বিরুদ্ধে স্থানীয় তৃণমূল নেতারা মুখ খুলতে চাইছে না তবে নাম গোপন রেখে কেউ কেউ বলেছেন দুর্গন্ধে টিকতে পারছি না, ময়লা ফেলার ডাম্পার নিয়ে দলের নেতাদের গলায় ফাঁস লাগার মতো অবস্থা— না পারছে গিলতে, না পারছে ওগরাতে।

তবে ৩৫ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার রতন অধিকারি বলেছেন 'প্রজেক্ট রাখতে হলে আধুনিক প্রযুক্তির যন্ত্র আনতে হবে। প্রোজেক্ট লাগোয়া বাসিন্দা বাড়ি বিক্রি করে এলাকা ছাড়তে চাইছেন।'' বলে তিনি জানান। স্থানীয় তৃণমূল নেতা অমরেশ ঘোষ বলেন ''আমরাও ভুক্তভোগী মানুষ আমাদের কাছে বারে বারে অভিযোগ করেছে। আমরা ভাবছি এ বিষয়ে কি করা যায়।''

নির্মল বারুইপুর

নিজস্ব প্রতিনিধি : আর কিছুদিনের মধ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগনা নির্মল বাংলা ঘোষণা হতে চলেছে। তারই অঙ্গ হিসাবে বারুইপুরকে নির্মল বাংলা ঘোষণা হোল। এদিন বারুইপুর পঞ্চায়েত সমিতি উন্মুক্ত শৌচবিহীন হিসাবেও ঘোষণা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বারুইপুর বিডিও সৌম্য ঘোষ যৌথ বিডিও সায়ন্তন ভট্টাচার্য্য, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আকসার লস্কর, পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি শ্যাম সুন্দরচক্রবর্তী ও বারুইপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান শক্তিরায় চৌধুরী।

ফের বাইক রেসের বলি ২

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার : সম্প্রতি সোনারপুরের জয়েনপুর বাইপাসে রেস করতে গিয়ে প্রীতম ঘোষ বাইক দুর্ঘটনায় প্রাণ দেয়। ফের কামালগাজী ব্রিজের উপর থেকে পড়ে মারা গেল মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী রিজেন্ট পার্কের বাসিন্দা পায়েল গুহ (১৮)ও নেতাজী নগরের বাসিন্দা রাহুল (২০)। পায়েলের প্রেমিক আমন, রাহুলের প্রেমিক সুস্মিতা। এরা দুজনে বাইক বদল করে ঘুরতে আসে কামালগাজীতে। অর্থাৎ রাহুলের বাইকে বসে পায়েল আর আমনের বাইকে বসে সুস্মিতা। শুরু হয় দুটি বাইকের রেস। হঠাৎ করে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাহুলের বাইক ব্রিজের রেলিংএ ধাক্কা মারলে সঙ্গে সঙ্গে পায়েল ছিটকে পড়ে ব্রিজের নীচে। রাহুলকে ব্রিজের এক কোনে মাথা থুবড়ে পড়ে থাকতে দেখা যায়। পুলিশ জানিয়েছে কারোর মাথাতেই হেলমেট ছিল না। তাদের স্থানীয় নার্সিং হোমে নিয়ে গেলে দুজনকেই মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। প্রীতম ঘোষের বাইক দুর্ঘটনার পরেও যে সোনারপুর থানার পুলিশ কোনও কঠিন পদক্ষেপ নেয়নি এই দুর্ঘটনা তা প্রমাণ করল। এলাকায় গেলে সবসময়ই চোখে পড়ে পুলিশের গাছাড়া মনোভাব। দেখা মিলবে অলস পুলিশকর্মী বা মোবাইলে মশগুল সিভিক ভলেন্টিয়ারদের। এমনকী রাস্তা ছেড়ে তাদের প্রায়শই দেখা যায় চায়ের দোকানে আড্ডা মারতে। এই পরিস্থিতি বদল না হলে আরও বহু দুর্ঘটনা এখানে অপেক্ষা করছে। শুক্রবার বাইক রেস বন্ধ করার কড়া আইন আনবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। এদিন বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন দুর্ঘটনা দিন দিন বাড়ছে, তাতে উদ্বেগও বেড়ে চলেছে। প্রয়োজন হলে বাইক বাজেয়াপ্ত করার কথা জানিয়েছেন তিনি। এখন এই কড়া আইনের দিকে তাকিয়ে আছেন সকলে।

মহানগরে

পুরস্কুলের ভাতা বৃদ্ধি

বরুণ মন্ডল : ভাতা কমবেশির সঙ্গে ছোটো ছোটো শিশুদের আগ্রহভরে পড়ানোর বিষয়টি এক করে দেখা ঠিক নয়। যখন শিশুদের পড়াতে বসা হয়,তখন কত ভাতা পাচ্ছি সেটা মাথায় না রাখাই উচিত। তাদের সবচেয়ে ভালো শিক্ষাটা কিভাবে দেওয়া যায় সেটাই মাথায় রাখাই সঠিক কাজ।কারণ শিক্ষার কোনও মূল্য হয় না। তবুও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গীতে কলকাতা পুরসংস্থা পুর বিদ্যালয়গুলিতে নিযুক্ত চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক শিক্ষিকাদের ভাতা বাড়ানো হচ্ছে। কলকাতা পুর সংস্থার শিক্ষা দফতর পরিচালিত মোট স্কুলের সংখ্যা ২৭৬। বাংলা মাধ্যম ১৫৪টি, ইংরেজি মাধ্যম ১৭টি, হিন্দি মাধ্যম ৪৬টি এবং উর্দু মাধ্যম ৫৯টি। এই সমস্ত স্কুলগুলিতে নিযুক্ত চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক শিক্ষিকাদের ভাতা বাড়ছে। আগামী অর্থবর্ষের শুরু ১ এপ্রিল থেকেই পুর শিক্ষক শিক্ষিকারা এই বর্ধিত ভাতা পাবেন।কলকাতা পুরসংস্থার সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক কমিটির তরফে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে, পুর বিদ্যালয়গুলিতে কর্মরত কয়েকশো চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক শিক্ষিকাদের ভাতা বাড়ানো হবে। বেহালার ১৩০ নম্বর ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি পুর শিক্ষা দফতরের মেয়র পারিষদ অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য, যে সব চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক শিক্ষিকা পাঁচ বছর বা তার কম এই বিদ্যালয় শিক্ষকতা করছেন,তাঁদের ভাতা বেড়ে ১০ হাজার টাকা হবে। আর পাঁচ বছরের বেশিকর্মরত শিক্ষক শিক্ষিকাদের ভাতা ৭,৫০০ থেকে বেড়ে ১২,৫০০টাকা করা হচ্ছে। মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায় বলেন,পুর সংস্থার সীমিত স্বার্থের মধ্যে থেকে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই পুরবিদ্যালয়ের চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক শিক্ষিকাদের সাম্মানিক ভাতা বাড়ানো হচ্ছে।প্রসঙ্গত, পুর শিক্ষক শিক্ষা দফতরের তথ্যানুযায়ী পুর বিদ্যালয়ের মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ২৬ হাজার। ২০০৫ থেকে এই বিদ্যালয়গুলিতে সুস্বাদু মিড–ডে মিলের ব্যবস্থাপনা চালু হয়েছে।

কলকাতাবাসীকে পুরস্বাস্থ্য পরিষেবায় আনার উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা : কলকাতা পুরসংস্থার স্বাস্থ্য দফতরের পরিচালনায় গত ১৮ ফেব্রুয়ারি দক্ষিণ কলকাতার উত্তম মঞ্চে 'পতঙ্গ (মশা) বাহিত রোগ নিবারণ ও নিয়ন্ত্রণ' বিষয়ে সপ্তম মহতী কর্মশালার আয়োজন হয়। কর্মশালায় উপস্থিত ভারত সরকারের 'ন্যাশনাল ভেক্টর বর্ন ডিজিজ কন্ট্রোল প্রোগ্রামে'র অ্যাডিশনাল ডাইরেক্টর ডা. পি কে সেন, স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনের এইচ ও ডি বিভূতি সাহা, বিশ্বপরিবেশবিদ জয়ন্ত বসু, কলকাতা পুর সংস্থার মুখ্য কীটপতঙ্গ বিশেষজ্ঞ দেবাশিস বিশ্বাসদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা থেকে উঠে আসে, ডেঙ্গু রোগের জীবাণু বহনকারী এডিস ইজিপ্টাইয়ের লার্ভা নিধনের নিদান। প্লাস্টিকের কাপ, মাটির ভাঁড়, থার্মোকলের থালা–বাটি, ছোটও অপচনশীল আবর্জনা ভর্তি জায়গা, খোলা বদ্ধ নর্দমা, পুরাতন বড় গাছের কোটরের মতো ছোটোখাটো জায়গা এমন কী ১০০–২০০ মিলিমিটার পরিষ্কার জলে এডিস ইজিপ্টাই মশার লার্ভা জন্মাতে পারে। তাই পুরসভার পক্ষেই এই মশার লার্ভা নিকেশ করা সম্ভব। পুর স্বাস্থ্য দফতরের মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষ কর্মশালায় জানান, এই মহানগরের বেসরকারি হাসপাতাল ও নার্সিং হোমগুলি রক্ত পরীক্ষায় ডেঙ্গু না হলেও ডেঙ্গু হয়েহেছ বলে চিৎকার করে রোগীদের থেকে অর্থ লুটে নিচ্ছে। সেজন্য পুরসভায় এই মহানগরের প্রতিটি বেসরকারি হাসপাতাল, নার্সিং হোম, প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরি, ডায়গনস্টিক সেন্টারকে চিঠি দিয়ে জানাব, আবশ্যিকভাবে তারা যেন ডেঙ্গু আক্রান্তের রোগীর রক্তের নমুনা আটদিন তাদের ল্যাবে সংরক্ষিত করেন। পুর সংস্থা সন্দেহ দূর করতে পুরসংস্থার ১৬টি বরোর মধ্যে ১২টি বরোতে (বরো নম্বর : ১–৭, ৯–১০, ১২, ১৪ ও ১৬) পুরসভার নিজস্ব যে অত্যাধুনিক অতি উন্নতমানের ডেঙ্গু নির্ণয় কেন্দ্র রয়েছে তাতে ওই রক্তের নমুনা পরীক্ষা করবে। আর দু'বার একই রক্তের নমুনা পরীক্ষা করার ফলে কেবলমাত্র যে বিতর্ক দূর হবে তাই নয়, পুরসভা দ্রুত ডেঙ্গু সংক্রান্ত তথ্য পাবে ও তার প্রতিরোধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে। এছাড়াও পুরসভা ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোশিয়েশনের (বঙ্গীয় শাখা) মাধ্যমে এই মহানগরের সমস্ত চিকিৎসকদের কাছে আবেদন জানাবে, যাতে তারা পুরসভার ল্যাবরেটরিতেই রক্তের নমুনা পরীক্ষা করান। অতীনবাবু জানান, এক এক মশার ওড়ার ক্ষমতা এক এক রকম। স্ত্রী ডেঙ্গুর মশা এডিস ইজিপ্টাই ওড়ে জন্মস্থান থেকে ৫০–১০০ মিটার এলাকায়। তাই কারও ডেঙ্গু হলে তার বাড়ির ১০০ মিটার পর্যন্ত এলাকায় বসবাসকারী অন্য লোকেদের মধ্যে ডেঙ্গু ছড়াবে। তাই পুরসভার ওয়ার্ড স্বাস্থ্যকেন্দ্রে দ্রুত খবর দিন। তাকে ধ্বংস না করলে আপনার এলাকায় ওই স্ত্রী মশা তার জীবনায়ুর ৩০টা দিন দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়বে রোগটি, সঙ্গে ডিমও পাড়বে। মনে রাখবেন কেবলমাত্র পুর স্বাস্থ্য দফতরই কেবল এই মশা বিনাশের কাজটা করে থাকে। জ্বর হলে জ্বরের প্রথম পাঁচদিনের মধ্যে এলাইজা পদ্ধতিতে ডেঙ্গু এনএস–১ অ্যান্টিজেন পরীক্ষা করান। প্রথম পাঁচদিনের পর এলাইজা পদ্ধতিতে ডেঙ্গু আইজিএম পরীক্ষা করান। এই দু'টি বহুমূল্যের পরীক্ষা বিনামূল্যে পুরসংস্থার ওয়ার্ড স্বাস্থ্য কেন্দ্রে করার ব্যবস্থা আছে। রোগীকে জল ও তরল জাতীয় খাবার প্রচুর পরিমানে খাওয়াতে হবে। কারণ জলশূন্যতা ডেঙ্গু

রোগে মৃত্যুর প্রাথমিক কারণ। কম প্লেটলেটের (এক ধরনের রক্তকোষ) পরিমাণ নয়। জ্বরের প্রথম তিনদিন পর প্লেটলেটের পরিমাণ কমে। আর জলশূন্যতা না থাকলে ছ'দিন পর প্লেটলেটের পরিমাণ স্বাভাবিক হতে থাকে। রক্তের প্লেটলেটের পরিমাণ প্রতি ঘন মিলিমিটারে ১.৫–৪.৫ লক্ষ। আর এক লক্ষের নিচে নেমে গেলেই পরিস্থিতিকে ঘাটতি প্লেটলেট বলে। 'হু'–র মতে, বেশিরভাগ ডেঙ্গু রোগীর চিকিৎসা বাড়িতেই করা যায়। তবে রোগীকে অবশ্যই সবসময় মশারির মধ্যে রাখতে হবে। জটিলতা লক্ষণে অবশ্যই হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসা করাতে হবে।

অতীনবাবু আরও জানান, বর্তমান অর্থনৈতিক পরিবেশে সাধারণ মানুষের চিকিৎসা করার মতো অর্থ বা ক্ষমতা নেই। আর এই অবস্থায় কলকাতা পুরসংস্থাই পারে এই মহানগরের সাধারণ নিম্নবিত্ত মানুষদের পুর স্বাস্থ্য পরিষেবা ভরসা দিতে। তিনি জানান অনলাইনে গত ২০১৬ বর্ষে ১২ লক্ষ পুরবাসী পুর স্বাস্থ্য পরিষেবার আওতায় এসেছে। এই ১২ লক্ষের মধ্যে চার লক্ষ পুরবাসী যাঁরা দ্বিতীয়বার পুর স্বাস্থ্য পরিষেবার আওতায় আসে। আর বাকি আট লক্ষ প্রথমবার ওয়ার্ড স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আসে। কলকাতার প্রকৃত জনসংখ্যা ৪৫,৬১,৮৪১ জন (২০১১)। এর মধ্যে কলকাতার ৩,৩৩৪টি বস্তিতে থাকা ১৭ লক্ষ দরিদ্র সীমার নিচে থাকা বস্তিবাসী এবং শহরের অন্যত্র বসবাসকারী প্রায় ১১ লক্ষ নিম্নবিত্ত পুরবাসী। এই সর্বমোট ২৮ লক্ষ দরিদ্রসীমার নিচে বা কাছাকাছি থাকা পুরবাসীকে কলকাতা পুরসভার চিকিৎসা পরিষেবার পরিধির মধ্যে আনায় পুরসংস্থা সচেষ্ট রয়েছে। এ দিনের এই কর্মশালায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মুখ্য পুর স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. মনিরুল ইসলাম মোল্লা, পুর স্বাস্থ্য উপদেষ্টা ওয়ার্কশপের সঞ্চালক ডা. তপন কুমার মুখোপাধ্যায়। 'লং ইন্টেরেক্টিভ সেশনে' স্বাস্থ্যবিদরা ছাড়াও ছিলেন চিত্রপরিচালক অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায় ও চিত্রাভিনেতা রুদ্রনীল ঘোষ। কর্মশালায় অতিথি হিসেবে ছিলেন কলকাতা মহানগরকে ঘিরে থাকা আট পুর এলাকার চার প্রতিনিধি। হাওড়া পুরসংস্থার স্বাস্থ্য দফতরের মেয়র পারিষদ ভাস্কর ভট্টাচার্য বিধাননগর পুরসংস্থার স্বাস্থ্য দফতরের মেয়র পারিষদ প্রণয় রায়, মধ্যমগ্রাম পুরসভার সিআইসি হেলথ নিমাই ঘোষ ও দক্ষিণ দমদম পুরসভার সিআইসি হেলথ সোমা গোপা পান্ডে। ছিলেন মহানগরের প্রাইমারি কেয়ার ফিজিসিয়ান, মেডিকেল অফিসার সুপারভাইজারদের পার্সোনাল এবং কলকাতার পুরসংস্থার অধ্যক্ষ ও পুর প্রতিনিধিগণ।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫১ বর্ষ, ২০ সংখ্যা, ৪ মার্চ – ১০ মার্চ, ২০১৭

উচ্চশিক্ষার সংস্কার হল কই?

হই হই করে বাংলায় সেদিন জনজোয়ার নেমেছিল পরিবর্তনের পক্ষে। একশ্রেণির বুদ্ধিজীবী পরিবর্তনের ডাক দিয়ে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়াকে স্থগিত করে দিয়ে আত্মতৃপ্তি অনুভব করেছিলেন। বাম আমলের শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি অবশ্যই বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মানকে মেধামুখি করেনি। স্রেফ স্বজন পোষণের আকড়া হয়ে গিয়েছিল বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাঙ্গন। ক্ষমতায় এসে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু ঘোষণা করেছিলেন শিক্ষকদের মান নিয়ে 'অ্যাকাডেমিক অডিট' হবে। প্রতিশ্রুতি রক্ষা হয়নি। সেদিনের বামমার্গী শিক্ষাবিদরা আজ অনেকেই রঙ বদলে বিভিন্ন কমিটির কর্তাব্যক্তি।

সেদিন যারা যোগ্যতা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনার চাকরির জন্য আবেদন প্রার্থী ছিলেন তাদের কথা সেদিনের সুশীল সমাজ বেমালুম ভুলে গিয়েছে, পরিবর্তনের সরকারও সেদিনের চাকরি প্রার্থীদের নিয়ে ভাবনা চিন্তা করার অবকাশ পায়নি। দিন বদলেছে, চাকরি প্রার্থীদের বয়সও বেড়ে গিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আবেদনপত্রগুলির ওপর হয়তো বা জমেছে মলিন ধুলোর স্তর। অন্যদিকে ছাত্ররাজনীতি নিয়ে প্রায় প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ই আন্দোলনের হুঙ্কার প্রায় নিয়মিত ঘটনা।

অনেক নতুন বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে, কাজ চলছে আরও বিশ্ববিদ্যালয় তৈরির। নিয়োগের স্বচ্ছতার যে প্রতিশ্রুতি সেদিন বিদ্বজ্জনরা দাবি করেছিলেন আজ তা বাতাসে মিলিয়ে গেছে অনেক আগেই। মহাজনের দেখানো পথেই বাংলার শিক্ষামহল হাঁটতে পছন্দ করে। সংস্কার কিংবা মেধাকে গুরুত্ব দেওয়ার মতো মানসিকতা নিয়ে রাজনীতি আশ্রয়ী বুদ্ধিজীবী পরামর্শদাতারা কোনওদিন সোচ্চার হতে শেখেননি। অনেক মেন্টর নিয়োগ হলেও ইউজিসির নিয়ম মেনে স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগ এ রাজ্যে প্রায় স্থগিত হয়ে গিয়েছে অনেক দিন। বাম আমলের ভাবনা চিন্তার সঙ্গে এ রাজ্যের পরিবর্তনের সরকারের ভাবনা চিন্তার মিল ও অমিল এখানেই খুঁজে পাওয়া যায়। শিক্ষার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার যেমন কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রশংসনীয় পদক্ষেপ নিয়েছে অন্যদিকে দলতন্ত্রের হাত ধরে পূর্বসুরীদের ঐতিহ্য অক্ষুন্ন রাখতেও তৎপর। রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থায় এই দ্বৈত আচরণ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। সমালোচনা আর স্তাবকতা এক নয়। রাজনৈতিকরা এই সত্য যত দ্রুত উপলব্ধি করবেন ততই দলের এবং দেশের মঙ্গল।

শিক্ষা বেসরকারিকরণ আজ বাংলার মানুষের কাছে ভবিতব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষার শ্রেণি বৈষম্য ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠছে। তার নেপথ্যে রয়েছে রাজনীতি–ব্যবসায়িক দেনাপাওনার চির পরিচিত সমীকরণ। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকে ঐতিহ্যবাহী বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সার্বিক উন্নয়নের জন্য শুধুমাত্র 'প্যাকেজিং'–এর ভাবনা নিম্ন মেধাকেই উৎসাহ দেওয়া হয়। সেদিনের সুশীল সমাজ শিক্ষার প্রকৃত সংস্কার নিয়ে পরামর্শ দেওয়া তো দূরের কথা 'পারিষদবর্গ' হওয়ার অহমিকায় তৃপ্ত।

অমৃত কথা

বলবানের দিকে সকলে যায়, গৌরবান্বিতের গৌরবচ্ছটা নিজের গাত্রে কোন প্রকারে একটু লাগে দুর্বলমাত্রেরই এই ইচ্ছা। যখন ভারতবাসীকে ইওরোপী বেশভূষা–মন্ডিত দেখি, তখন মনে হয়, বুঝি ইহারা পদদলিত বিদ্যাহীন দরিদ্র ভারতবাসীর সহিত আপনাদের স্বজাতীয়ত্ব স্বীকার করিতে লজ্জিত। চতুর্দশশত বর্ষ যাবৎ হিন্দুরক্তে পরিপালিত পার্সী এক্ষণে আর নোটিভ নহেন। জাতিহীন ব্রাহ্মণমন্যের ব্রহ্মণ্যগৌরবের নিকট মহারথী কুলীন ব্রাহ্মণেরও বংশমর্যাদা বিহীন হইয়া যায়। আর পাশ্চাত্যেরা এক্ষণে শিক্ষা দিয়াছে যে, ঐ যে কটিতটমাত্রআচ্ছাদনকারী অজ্ঞ মূর্খ নীচজাতি, ইহারা অনার্য জাতি। উহারা আর আমাদের নহে।

হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণি জঘন্য নিষ্ঠুরতা এইমাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতাসহায়ে তুমি বীরভোগ্য স্বাধীনতা লাভ করিবে? হে ভারত, ভুলিও না তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দয়মন্তী, ভুলিও না–তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর, ভুলিও না–তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয়সুখের, নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে, ভুলিও না–মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত, ভুলিও না তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র, ভুলিও না নীচজাতি, মুর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল–আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল–মুর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চন্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই, তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল–ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী, বল ভাই–ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ, আর বল দিনরাত, হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও, মা, আমার দুর্বলতা, কাপুরষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।'

ফেসবুক বার্তা

পুরনো কলকাতায় ঘোড়ায় টানা গাড়ি সবাই চেনেন কিন্তু সে সময় জেব্রাও কিছু কম যেত না। তারাও টানতো গাড়ির সওয়ার।

রাজ্যে স্বাগত ভাঙচুর সাংস্কৃতি

নির্মল গোস্বামী

সাধকরা বলেন যে ডাকার মতো ডাকলে ভগবান অবশ্যই সাড়া দেন। রোজকার জীবন জ্বালায় জর্জরিত হয়ে আমরা প্রায়শঃ তাঁকে ডেকে থাকি কিন্তু তিনি তাতে বোধ হয় কর্ণপাত করেন না। কারণ তাঁর ঘুম ভাঙানোর মতো জোর সে ডাকে থাকে না। ঠিক যেমন ভাঙার মতো ভাঙতে পারলে মুখ্যমন্ত্রীর টনক নড়ে, প্রশাসন সজাগ হয়। এর আগে গ্রামে গঞ্জে, কলকাতায় বড় বড় নার্সিং হোমে–হাসপাতালে রোগীর সমস্যাকে কেন্দ্র করে কত না ঝামেলা ঝঞ্ঝাট হয়েছে। ভাঙচুরও হয়েছে। রোগীর পরিবারের সঙ্গে প্রাইভেট হাসপাতালের অমানবিক আচরণের খবরও প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু সেসব ছিল এর সাধারণ ভাবে রাগের প্রকাশ। প্রশাসনের টনক নড়ার মতো জোর সেসব ভাঙচুরের ঘটনায় ছিল না। সিএমআরআই–এর রোগীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে যে ব্যাপক ভাঙচুর চলল প্রায় দুঘন্টা ধরে তা এক কথায় নজিরবিহীন। টিভিতে ছবি দেখে মনে হচ্ছিল যে রাজ্য প্রশাসন জনা কুড়ি গুন্ডার কাছে অসহায় ভাবে আত্মসমর্পণ করেছে। না হাসপাতালের নিজস্ব সিকিউরিটি না স্থানীয় থানার পুলিশ কারো সাধ্যি নেই ডাক্তার, নার্স, হাসপাতালের কর্মচারী রোগীদের আত্মীয়স্বজন এবং স্থাবর সম্পত্তি রক্ষা করার মতো। দেখছি আর ভাবছি খোদ কলকাতার বুকে প্রকাশ্যে দিনের আলোয় এই রকম গুন্ডামি করার সাহস যারা পেল তারা প্রশাসনকে যে চুল দিয়েও মানে না তারই প্রমাণ পাওয়া গেল। আর রাজ্যের নগর কোটাল থেকে হাজার হাজার সিপাই, সান্ত্রী, কত

আস্ত্র কত বাজেট বরাদ্দ এইসব নাকি আমাদের সুরক্ষার জন্য। আমরা কেমন সুরক্ষিত তাও প্রকাশ পেল আর একবার।

এইসব প্রশাসনিক খামতি মেনে নিয়েও সেদিনের ভাঙচুরকে স্বাগত জানাতে হয়। কারণ এই ব্যাপক ভয়াবহ ভাঙচুর না হলে প্রাইভেট হাসপাতালের কর্মকর্তাদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠকও বোধহয় কোনও দিন হত না। ওই বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীর মানবিক মুখের প্রতিচ্ছবি আরও একবার ভেসে উঠল রাজ্যবাসীর কাছে। তিনি বৈঠকে ঘোষণা করেছেন যে রেগুলেটারী অথরিটি তৈরি করে দেবেন এবং ওইসব হাসপাতালগুলির আকাশ ছোঁয়া অন্যায্য বিল ও অমানবিক ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য নতুন প্রাইভেট হাসপাতালের বিল বলে নতুন কড়া আইন প্রণয়ন করবেন। মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণাকে বুদ্ধিজীবী থেকে সাধারণ মানুষ ও ভুক্তভোগী থেকে উৎসাহী দর্শক সকলেই একবাক্যে বাহবা জানিয়েছেন।

কিন্তু জনগণের যে প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দিয়েছে তা হল আইন করলেই তা মানবে কে বা মানছে কে? আমাদের রাজ্যে সুশাসনের অভাব কি উপযুক্ত আইন নেই বলে? নাকি যা আইন আছে তার প্রয়োগের সদ ইচ্ছার অভাব।

আবার আইন তৈরি হলেই কি তা যথাযথ প্রয়োগ হবে? মুখ্যমন্ত্রীর সদ ইচ্ছায় কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু তাঁর বিশাল কর্মীবাহিনী ও প্রশাসনের সদ ইচ্ছা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। আবার যেহেতু প্রশাসনের মাথায় তিনি তাই প্রশাসনিক দুর্বলতার দায় মুখ্যমন্ত্রীর উপরও বর্তায়। যেমন তোলাবাজী তো বেআইনি কাজ কিন্তু তবুও তা রাজ্যে যে রমরমিয়ে জাঁকিয়ে বসেছে তা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। শুধু বাড়ি জায়গা নয় তোলাবাজীর ক্ষেত্র সর্বত্রই। কিছুদিন আগে বাংলা দেশের প্রধানমন্ত্রীর ফোনের জন্য একজন এবং তার দু একজন সাকরেদ ধরা পড়েছিল। আবার জামিনও পেয়ে গেছে। আবার প্রমোটাররাজ যে রমরমিয়ে চলছে তার প্রমাণ পাওয়া গেল স্কুল ভাঙচুর কান্ডে। তৃণমূল কর্মী গ্রেফতার হল। ওসিকে সরানো হল।

মুখ্যমন্ত্রী কত বার দলীয় সভায় এবং প্রশাসনিক মঞ্চে দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব বরদাস্ত করবে না বলে হুমকি দিয়েছেন।কিন্তু কে কার কথা শোনে? রোজ একাধিক জায়গায় গোষ্ঠী কোন্দলে দলের কর্মীদের হাতে কর্মীরা আহত হচ্ছে। কলেজ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যা ঘটছে তা নগ্নভাবে দলের গোষ্ঠী কোন্দল প্রকাশ পাচ্ছে। না প্রশাসন না শিক্ষামন্ত্রী কেউ ছাত্ররাজনীতিতে অব্যাহত হিংসাকে বন্ধ করতে পারছে না। কলেজে কলেজে ভাঙচুর হচ্ছে। পুলিশেরগাড়িতে ভাঙচুর হচ্ছে–আগুন ধরানো হচ্ছে,পুলিশের হাত ভাঙছে, মাথা কাটছে। থানার ভিতরে ঢুকে আগুন ধরাচ্ছে পুলিশ ভয়ে থানা ছেড়ে পালাচ্ছে এসব হচ্ছে কি উপযুক্ত আইন নেই বলে? তিনি ভাঙচুর বিরোধী কড়া আইন বিধান সভায় আনলেন। বিরোধীরা বাধা দিল।

বিরোধী দলনেতা অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে গেলেন। সেইদিন বিধানসভায় ভাঙচুর হল। আর তার দলের ছাত্র সংগঠন মালদহে কলেজে ভাঙচুর চালাল। আইন তো ভোটে পাশ হল, কিন্তু ভাঙচুর যে বন্ধ হল না তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ সিএমআরআই। কত টাকার সম্পত্তি ক্ষতি হয়েছে তার হিসাব করে যারা ক্ষতি করেছে তাদের থেকে সেই অর্থ আদায় করে সিএমআরআই কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিতে কি পারবে প্রশাসন? যদি না পারে তাহলে আইন বইয়েই লিপিবদ্ধ থাকবে তা জনগণের কাজে আসবে না। মুখ্যমন্ত্রীর ধমকেও কেউ যে পাত্তা দেয় না তার প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হল অ্যাপোলোর সম্প্রতিক ঘটনায়। বিল না মেটানো পর্যন্ত রোগীকে তারা আটকে রাখল। সাতদিনে সাত লক্ষ ৪১ হাজার টাকার বিল করল। পরিণতিতে রোগীর মৃত্যু হল। মুখ্যমন্ত্রীর সামনে তারা প্রতিশ্রুতি দিয়ে দিল যে তারা এবার ভুলগুলো শোধরাবে। কিন্তু ওই আইন তৈরির মতোই প্রতিশ্রুতি।

আমরা দেখছি সদইচ্ছা আছে বলেই রাজ্য বর্তমান চলতি আইনেই কিন্তু মাওবাদী দমন সার্থক ভাবে করতে পেরেছেন। আবার সিঙ্গুরের চাষীদের জয় হল কিন্তু সেই পুরাতন আইনের ফাঁক গলে। নতুন আইনের কোনও ভূমিকাই নেই।

তাই বলছি মাঝে মাঝে ভাঙচুর করারও বোধহয় প্রয়োজন পড়ে তা না হলে প্রশাসনের টনক নড়ে না। যেমন চিকিৎসা ক্ষেত্রে অমানবিকতা নিয়ে আজ আলোচনা হচ্ছে। দিনে লক্ষ টাকার বিল কি করে হয়। তেমনি এখনও কেউই প্রশ্ন তোলে না কেন ক্লাস ওয়ানে ভর্তি করতে ষাট হাজার টাকা, ক্লাস ফাইভে ভর্তি করতে কেন এক লক্ষ টাকা লাগবে? আগামী দিনে কোনও নামী স্কুলে ভাঙচুর হলে তখন হয়তো প্রশাসন কর্তৃপক্ষদের নিয়ে আবার বসাবে আলোচনায় আমরাও আপ্লুত হব।

খবরাখবর

সীমান্তবর্তী জেলাগুলোতে জালনোট ও অনুপ্রবেশ রুখতে চলছে কঠোর নজরদারি

কল্যাণ রায়চৌধুরী : কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাসূত্রে বেশ কিছুদিন ধরে ভারত–বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে আইএসআই–র জঙ্গি সংগঠনের পক্ষ থেকে নতুন দু'হাজার টাকার জাল নোট ভারতে ঢোকানোর উদ্যোগের ইঙ্গিত দেওয়া হচ্ছিল। এমনও জানানো হয়েছে যে, জঙ্গিরা নতুন দু'হাজার টাকার নোটকে ইতিমধ্যেই হুবহু নকল করে ফেলেছে। তারা এই জাল নোট ভারতের বাজারে ছেড়ে ভারতের অর্থনীতিকে পঙ্গু করার চেষ্টা চালাচ্ছে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দোদের এহেন আশঙ্কাকে মান্যতা দিয়ে ভারত–বাংলাদেশ সীমান্তে সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর সতর্কতা বাড়ানো হয়েছে, কঠোর করা হয়েছে পুলিশি নজরদারিও।

একদিকে মালদহ ও মুর্শিদাবাদ সীমান্ত দিয়ে যেমন জঙ্গি সহ জাল নোটের অনুপ্রবেশ ঘটতে পারে, তেমনই উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা সীমান্ত দিয়েও এই অনুপ্রবেশের সম্ভাবনা প্রবল। এ প্রসঙ্গে উত্তর চব্বিশ পরগণা পুলিশ সুপার ভাস্কর মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, বনগাঁর পেট্রাপোল সীমান্তবর্তী থানাগুলিতে নজরদারি কঠোর করা হয়েছে। তবে সড়ক পথের চেয়ে ট্রেনপথে একদিকে কৃষ্ণনগর, রানাঘাট হয়ে কলকাতা, অন্যদিকে বনগাঁ, হাসনাবাদ হয়ে কলকাতায় ঢুকে সহজেই রাজ্যে চড়িয়ে পড়তে পারে এই জাল নোট ও অনুপ্রবেশকারীরা। একারণে ট্রেনপথেও ব্যাপক চেকিং ও নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে শিয়ালদহ এসআরপি সূত্রে দাবি করা হয়েছে। কৃষ্ণনগর জিআরপি ওসি রজত হালদার ডিসেম্বরের শেষদিকে জিআরপি ওসি পদে উন্নীত হয়ে কৃষ্ণনগরে পোস্টিং পেয়েছেন। তাঁর অধীনে বীরনগর থেকে পলাশী এবং শান্তিপুর লাইনের কিছুটা অংশ মিলিয়ে রয়েছে ৮৮ কিমি। বনগাঁ জিআরপি ওসি লোকনাথ ঘোষের অধীনে রয়েছে ২১টি রেলস্টেশন, বারাসত জিআরপি ওসি দীপক পাইকের অধীনে একদিকে বারাসত স্টেশন থেকে দুর্গানগর, অন্যদিকে বারাসত থেকে হাসনাবাদ পর্যন্ত। প্রতিটি জনবহুল ও স্পর্শকাতর রেল স্টেশনগুলিতে নিয়মিত চেকিং চলছে।

এছাড়াও চলছে ভ্রাম্যমান পুলিশি টহলদারিও বলে সংশ্লিষ্ট জিআরপি সূত্রে জানা গিয়েছে। এছাড়া সন্দেহজনক কোনও বস্তু ও ব্যক্তিকে দেখলেই তাকে পুলিশি হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বলেও জিআরপি'র পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে।

ব্যাঙ্ক ধর্মঘটে ভোগান্তির শিকার

অরিন্দম রায়চৌধুরি : মঙ্গলবার ২৮ ফেব্রুয়ারি ব্যাঙ্ক ধর্মঘটে ব্যাপক হয়রানির শিকার হন রাজ্যের মানুষ। উত্তর ২৪ পরগনা জেলাও এক অন্যতম শরিক এই হয়রানির শিকারের। এই ধর্মঘটের আওতায় ছিল ব্যাঙ্ক সহ সমস্ত এটিএমও। ফলে মাসের সূচনার প্রাক মুহূর্তে ব্যাপক অসুবিধায় পড়েন সাধারণ মানুষ। পরদিন বুধবার ১ তারিখে ব্যাঙ্ক খুললে প্রতিটি ব্যাঙ্কে দেখা যায় লম্বা লাইন। এদিন লাইনে দাঁড়িয়েও বহু মানুষ টাকা তুলতে ব্যর্থ হয়ে ফেরত আসেন দিনের শেষে। প্রতিটি এটিএমের সামনেও লম্বা লাইন। এর মধ্যে অনেক এটিএমে টাকা নেই। বেশ কয়েকটিতে কিছুক্ষণ পরেই টাকা ফুরিয়ে যায়। যেসব এটিএমগুলিতে টাকা আছে, সেগুলিতে হুমড়ি খেয়েপড়েন সাধারণ মানুষ। মাসের একবারে প্রথমেই টাকার প্রয়োজনে এই সমস্ত এটিএমের সামনে রাত প্রায় নটা পর্যন্তও লম্বা লাইন নজরে পড়ে প্রতিবেদকের।

ক্যানসার চিহ্নিতকরণ শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ১৫ ফেব্রুয়ারি বুধবার, কলকাতা থেকে প্রায় আশি কিলোমিটার দূরে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার, বাসন্তী থানার অন্তর্গত কুমড়াখালি গ্রামে, মাদার টেরেসা মিশন–এ। উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল এই যে, এই থানার এই গ্রামে এই শিবিরের এবারই প্রথম আয়োজন করা হয়। ''কুমড়াখালি পল্লি মঙ্গল সোসাইটি''–র ব্যবস্থাপনায় কলকাতার সমাজ কল্যাণ মূলক সংস্থা ''অনুভূতি সেবাকেন্দ্রের '' সহযোগিতায় ''চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল ক্যানসার হাসপাতালের (সি.এন.সি.আই)''–এর রাকিবা বেগমের নেতৃত্বে ছয় জনের এক মেডিকেল টিম এগিয়ে আসে এই শিবির সাফল্যমন্ডিত করার জন্য। উজ্জ্বল উপস্থিত হয়েছিলেন কুমড়াখালি মারিয়াপল্লি প্যারিসের প্রধান পুরোহিত ফাদার তুষার আগস্টিন গোমস, সমাজ সেবক অমল কর্মকার, দেবাশিস পাল, চিত্র সাংবাদিক রণজিৎ কুমার দাস। সমাজ বন্ধু পরিমল সর্দার, তত্ত্বাবধায়ক স্বপন মন্ডল, কো–অর্ডিনেটর যতীন্দ্রনাথ সরকার ও সম্পাদক অনামিক নস্কর। অনুপ্রাণিত হয়ে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেছেন এবং সাফল্য কামনা করেছেন চম্পা মহিলা সোসাইটির সম্পাদক অমল নায়েক। স্থানীয় নার্স চন্দনা মন্ডল ও পায়েল নস্কর শিবির পরিচালনায় ভীষণভাবে সহযোগিতা করেছেন। শিবিরে ৩০ থেকে ৬০ বছর বয়সের মহিলারা পরীক্ষার জন্য নাম লেখান। সর্বমোট উপস্থিত হয়েছিলেন ১১৬ জন। শারীরিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণই হয়নি ৪৩জন। উপযুক্ত ভাবে উত্তীর্ণ হয়েছেন ৭৩ জন। তার মধ্যে পজিটিভ পাওয়া গিয়েছে তিন জন রোগীকে । গ্রামের মানুষের একান্ত ইচ্ছায় সাহায্য ও সহযোগিতায় এই শিবির সাফল্য লাভ করে।

নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে ২৮ ফেব্রুয়ারি ভারত সেবাশ্রম সংঘের শতবর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাক্তন রাজ্যপাল ও বিচারপতি শ্যামল সেন, সংঘের সম্পাদক বিশ্বাত্মানন্দ মহারাজ ও সংঘের অন্যান্য সন্ন্যাসীরা। –নিজস্ব চিত্র

ফেব্রুয়ারি শান্তিনিকেতনে রাজাবুড়ো গ্রামে। সেখানে প্রায় ৪৩টি আদিবাসী পরিবারের ৭০টি বাচ্চাদের হাতে তারা স্কুল ব্যাগ এবং পড়াশোনার সামগ্রী তুলে দিল। এবিসিডির স্বেচ্ছাসেবী দল এই গ্রামের আতিথেয়তায় আপ্লুত। স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা অল চিল্ড্রেন টুগেদার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। –নিজস্ব চিত্র

শিক্ষাকেন্দ্রে স্কাউট মুভমেন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিক্ষা মানে শুধুই লেখা পড়া নয়। মানুষ হিসেবে চরিত্র গঠনও শিক্ষার মূল কথা। সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ এবার জেলা প্রশাসনকে সঙ্গে নিয়ে শিশু শিক্ষা কেন্দ্র এবং মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্রগুলিকে চালু করতে চলেছে স্কাউট ও গাইড মুভমেন্ট। উদ্দেশ্য লেখাপড়ারসঙ্গেসঙ্গেনিয়মানুবর্তিতা সহ প্রাথমিক চিকিৎসা মানুষকে উদ্ধারের কলাকুশলও শেখানও। সহযোগিতায় এগিয়ে এসেছে ভারত স্কাউটস ও গাইডস–এর পশ্চিমবঙ্গ শাখা।

বিতর্ক প্রতিযোগিতায় রাজ্যে দ্বিতীয় সৌভিক

অভীক মিত্র

বিতর্ক প্রতিযোগিতায় মতের বিপক্ষে বলে রাজ্যে দ্বিতীয় হয়ে নজির সৃষ্টি করল বীরভূম জেলার সিউড়ির কলেজ ছাত্র সৌভিক দাসবক্সী। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মহানিষ্ক্রমণের ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চশিক্ষা দফতর আয়োজন করেছিল এই বিতর্ক প্রতিযোগিতা। বিষয় ছিল ''NETAJI & NEHERU WERE FRIENDS, NOT RIVALS'' । তাতেই মতের বিপক্ষে বলে রাজ্য প্রথম হয় বলে জানায় সৌভিক। গত বছরের ৬–৭ ডিসেম্বর বেহালা বিবেকানন্দ কলেজে রাজ্যস্তরের প্রতিযোগিতা হয়েছিল। ২০টি জেলার ৪০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেছিল। প্রথমে জেলাস্তরে প্রতিযোগিতা হয়েছিল সিউড়ির বীরভূম মহাবিদ্যালয়ে। সেখানকার প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারীকে রাজ্যস্তরের প্রতিযোগিতায় পাঠানো হয়েছিল। ২০১৭ সালের ২৩ জানুয়ারি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিনে বেহালা বিবেকানন্দ কলেজেই সৌভিক দাসবক্সীর হাতে পুরস্কার তুলে দেন শিক্ষা সচিব D. Nariyala। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়, Principal Secretary বিবেক কুমার প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা।

সিউড়ি

বীরভূম জেলার সিউড়ি থানার কালিপুর গ্রামের বাসিন্দা সৌভিক দাসবক্সী সিউড়ির 'বীরভূম মহাবিদ্যালয়' কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ইংরাজি অনার্সের ছাত্র। বিতর্ক প্রতিযোগিতায় মতের বিপক্ষে রাজ্য স্থানাধিকারী সৌভিক দাসবক্সীর ব্যাপারে মোবাইলে যোগাযোগ করা হলে 'বীরভূম মহাবিদ্যালয়'–র অধ্যক্ষ পার্থসারথি মুখোপাধ্যায় 'আলিপুর বার্তা' কে বলেন, 'প্রকাশের ভাষা নেই। সৌভিক আমার প্রিয় ইংরাজি অনার্সের ছাত্র। কলেজে বরাবর ভালো ফলাফল করে।' রাজ্যস্তরের এতো সাফল্যের পরও সংবাদমাধ্যমের কাছে ব্রাত্য ছিল সৌভিক দাসবক্সী। কিন্তু সৌভিকের সাফল্যের কৃতিত্বের কথা একমাত্র তুলে ধরল কলকাতার ৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী পত্রিকা 'আলিপুর বার্তা'। অন্যদিকে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার আয়োজিত রাজ্য ছাত্র যুব উৎসবের 'মণিপুরী নৃত্যে' বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করল বীরভূম জেলার ময়ূরেশ্বরের প্রিয়া মন্ডল এবং 'বাঁশি বাজানো' বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করল বীরভূম জেলার মর্জিনা।

লোকসানের মুখে আলু চাষিরা

আরামবাগ

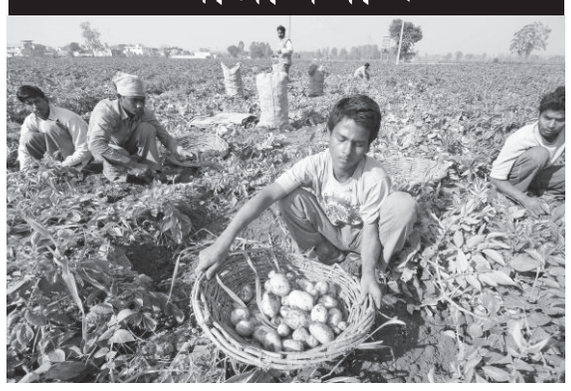

নিজস্ব প্রতিনিধি হুগলী জেলার প্রধান অর্থকরী ফসল আলু এখন ক্ষেত থেকে উঠতে শুরু করেছে।আলুর দামের ওপর সরকারী নিয়ন'ণের অভাবে মধ্যসত্বাভোগীরা ক্ষেতে গিয়ে মুলত প্রান্তিক চাষি বা ভাগচাষিদের কাছ থেকে আলু সংগ্রহে নেমে পড়েছে।চাষের বিভিন্ন উপকরণ কেনার জন্য অর্থের প্রয়োজনে মহাজনের কাছে এদের ঋণ নিতে হয়।এরা যে নিয়মে ভাগচাষ করে তাতে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক ক'ষি ঋণের আওতায় আসে না।এমনকি এরা শস্য বিমা প্রকল্পের তালিকাভুক্ত নয়।কিন্তু গ্রাম'লে জমির মালিকদের কাছ থেকে ভাগ চাষ হিসাবে ফসলের শতকরা ২৫ ভাগ মৌখিক চুক্তিতে এখন বেশীরভাগ জমিতে আলু চাষ হয়।প্রচুর ফলন হয়েছে এই কথা শুনিয়ে একশ্রেণীর ফোঁড়েরা জলের দামে আলু সংগ্রহ করতে উঠে পড়ে লেগেছে। তাও আলু সেভাবে ওঠেনি আগামী ১০ – ১৫ দিনের মধে প্রায় সব ক্ষেতের আলু ওঠার মত হবে তখন পরিস্থতি হাতের বাইরে চলে যেতে পারে।কিশবপুর গ্রাম প'ায়েতের সেক্রেটারি হিসাব দিয়ে দেখালেন চাষের বর্তমান অবস্থায় যেখানে জ্যোতি আলু চাষে কে জি তে পাঁচ টাকা খরচ হয় সেখানে আলুর সহায়ক মূল্য কমপক্ষে ৬ টাকা হওয়া উচিৎ তাতে চাষিরা সামান্য লাভ করতে পারে নাহলে পুরো চাষ করাই লোকসান। চাষিরা যদি বর্তমান দামে ব্যাপক লোকসানের মুখে পড়ে তাহলে আরামবাগের মহকুমার বর্ধিষু ক'ষিপ্রধান অ'লের অর্থনীতিতে বিভিন্ন পেশার মানুষের ওপর ব্যাপক প্রভাব পড়বে।মাঠেই কথা হচ্ছিল ময়াল গ্রামের আলু চাষি সন্তোষ সামন্ত,শক্তি সামন্ত যারা এবারে ২ থেকে ৩ বিঘে ভাগে আলু চাষ করছে।ময়াল গ্রাম ছাড়া ,আশেপাশের গ্রাম বন্দিপুর, ইছাপুর সব জায়গায় প্রায় একই চিত্র।মাঠে দেখা গেল আলুর বস্তা কেনার জন্য ফোঁড়েরা হাজির।দর দিচ্ছে ১৩০ টাকা বস্তা (৫০ কে জি) যা কে জি হিসাব করলে ২ টাকা ৬০ পয়সা দাঁড়ায়।এখনি সরকারের তরফে সহায়ক মূল্যের ব্যবস্থা না করলে পরিস্থিতি খারাপের দিকে যাবে।গতবারের অভি'তায় দেখা গেছে অনেক সাধারণ মানুষ লাভের আশায় মাঠ থেকে আলু কিনে হিমঘরে রেখেছিলেন তাদের অনেককে পস্তাতে হয়েছে কারণ আলুর আড়তদাররা হিমঘর থেকে আলু কেনার ব্যাপারে সেভাবে উৎসাহ দেখায়নি যাতে আলুর দামের ওপর সারা বছর নিয়ন'ণ রাখা যায়।আলুর আড়তদারদের কলকাঠি নাড়ার ফলে সর্বত্র ক্রেতাকে সারা বছর ২২ থেকে ২৫ টাকা দরে বাজার থেকে আলু কিনতে হয়েছে। গতবারের আলুর ফলন অপেক্ষাক'ত কম হলেও গড় দাম কে জি তে ৮ টাকা থাকায় চাষিরা ভালই লাভবান হয়েছিল।এবার হিমঘর মালিকরা এবং আলুর আড়তদাররা আগে থেকে তাদের নির্বাচিত লোকদের মারফৎ সংগ্রহ মুল্য ৩ টাকার বেশি যাতে না হয় সে ব্যাপারে সচেষ্ট হবে।এখানে সরকারকে নূন্যতম মূল্য ৫ টাকা করে কিছুদিন বাজারের ওপর নিয়ন'ণ রাখতে হবে যাতে ফোঁড়েরা ২৫০ টাকা (৫০ কে জি) কিনতে বাধ্য হয়।এই তত্ত্বগুলি নিয়ে বিশোধভাবে ব্যাখ্যা করলেন ময়াল গ্রামের বর্ধিষু রায় পরিবারের খুব উদ্যোগী মানুষ অরবিন্দ রায় যাঁদের পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্য ও গ্রামের সাথে সম্পর্ক প্রায় ৪০০ বছরের।বি জে পি র ক'ষাণমo'র সভাপতি রামক'ষ পালের প্রতিক্রিয়া জানার চেষ্টা করা হয়েছিল। তিনি জানালেন ক'ষাণমo'র তরফ থেকে বিষয়টির গুরুত্ব বিচার করে চিঠি দিয়ে ক'ষিবিপণন মনী'র সাথে আলোচনার জন্য সময় চাওয়া হয়েছিল কিন্তু মনী'র তরফ থেকে ক'ষাণ মোর্চার কথার কোন গুরত্ব দেওয়া হয়নি।ফলে বাধ্য হয়ে তাদের স্মারকলিপি দিয়ে বিষয়টি নিয়ে রাজ্যপালের হস্তক্ষেপ করার অনুরোধ জানানো হবে।প্রয়োজনে তারা চাষিদের নিয়ে আগামীদিনে ব্যাপক আন্দোলনের কথা ভেবে রেখেছেন ।ইতিমধ্যে শোনা যাচ্ছে রাজ্যের মুখ্যমনী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে বাস্তবমুখী কোন পরিকল্পনা করে যাতে আলুর দামের ওপর নিয়ন'ণ রাখা যায় কিনা তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করছেন।আপতত: আলু চাষিরা রাজ্যের মুখ্যমনী'র ওপর ভরসা করে বিপর্যয়ের হাত থেকে মুক্তির আশায় আছে।

সংবাদপত্রের সংকট মোকাবিলায় প্রেসক্লাবে আলোচনা ১১ মার্চ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা : ভারতীয় গণতন্ত্রের চার স্তম্ভের তিন স্তম্ভ আইন বিভাগ, শাসনবিভাগ ও বিচার বিভাগের ত্রুটি বিচ্যুতি শুধরে, এই তিন বিভাগকে সঠিক পথে চালনা করার দায়–দায়িত্ব হল সংবাদ মাধ্যমের। অথচ খুবই পরিতাপের বিষয় ভারতীয় গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ নামে পরিচিত সেই সংবাদমাধ্যমের ওপর কমবেশি গত এক দশক যাবৎ ধিকধিক করে আঘাতের পর আঘাত পড়ছে। বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের কাছে যা খুবই চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরিকাঠামো ও আর্থিক সংগতি থাকা সত্ত্বেও দৈনিক পত্রপত্রিকার প্রতিনিধিদের অবসরের সঠিক সময়কে অমান্য করে তাদের অবসর নিতে বাধ্য করা হচ্ছে। আবার সমাজের আলো সংবাদ মাধ্যমের আগামী প্রজন্মকে গড়ার কারিগর ছোট সাময়িক পত্রপত্রিকার কণ্ঠ রোধ করতে সরকার ও আর্থিক সংগতি দিতে অনেকটাই নারাজ। শউরুতে যা বলা হচ্ছে সময়ের পরিবর্তনের পর তা কার্যকর করা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। সাংবাদিকদের অবসরকালীন সুরক্ষার স্বার্থে রাজ্য সরকারি পরিচয়পত্রধারী সাংবাদিকদের জন্য পেনশন প্রকল্প এবং সাংবাদিকদের 'সরকারি স্বাস্থ্য বিমা'র রূপায়ণ বিষয়টি বিশ বাঁও জলে। এই সমস্ত উপর্যুপরি সংকটবার্তাগুলিকে এক করে আগামী ১১ মার্চ বিকেল তিনটেতে কলকাতা প্রেস ক্লাব ময়দান টেন্টে 'সাংবাদিকদের নিরাপত্তা ও সংবাদপত্রের সংকট' বিষয় আলোচনাসভার আয়োজন করেছে নবগঠিত সংগঠন 'ইন্ডিপেন্ডেন্স জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন, পশ্চিমবঙ্গ'। সাংবাদিকদের সমস্যা উত্তরণের বার্তা দেবেন বরিষ্ঠ সাংবাদিক শ্যামলেন্দু মিত্র, অঞ্জন বসু, বিশ্বজিৎ রায়, রজত রায়, দেবাশিস চট্টোপাধ্যায়, হিমাংশু হালদার, দিব্যেন্দু দাস, অনুপ ধর, অমল ভট্টাচার্য, অধ্যাপক ড. ইন্দ্রাণী রাহা, অধ্যাপক ড. সুবর্ণ দাস, অধ্যাপক ড. অর্ণব বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ যশস্বী ব্যক্তিবর্গ।

১ থেকে ৫০ জনের
সুন্দরবনের ভ্রমণের ব্যবস্থা
পৃথা ট্যুর এন্ড ট্রাভেলস্
ক্যানিং রেলওয়ে নিউমার্কেট
দক্ষিণ ২৪ পরগণা
8768493400, 9232112629

হুশিয়ারী জেলাতেও

প্রথম পাতার পর

কিন্তু নার্সিংহোমে রোগীর কাছে আর একরকম রেট চার্ট দেওয়া হয় কেন? । তিনি বলেন অবান্তর ডায়াগোনেস্টিক সেন্টারে বিল বাড়ানো হচ্ছে। যেটা দরকার নেই সেই সমস্ত বাড়তি পরীক্ষা করা হচ্ছে এতে রোগী ও রোগীর পরিবারদের শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। রোগী ও পরিবারদের সঙ্গে খুব খারাপ ব্যাবহার করা হচ্ছে। একটা প্যাকেজের কথা বলে দেখা যাচ্ছে সেই প্যাকেজ থেকে বিল বেশি হচ্ছে। সেদিন রোগীর চিকিৎসা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এই সঙ্গে জেলার বেসরকারি হাসপাতাল গুলোকে পরিস্কার ও সাজিয়ে রাখার নির্দেশ দেন অসীমবাবু। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা নার্সিংহোম ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক ডাঃ জাহির ইসলাম এই প্রসঙ্গে বলেন, সরকার মানুষের মঙ্গলের জন্য উদ্যোগ নিচ্ছে তাকে স্বাগত। তবে কলকাতার কর্পোরেট সেক্টরের সঙ্গে গ্রাম–গঞ্জের নার্সিংহোমের পরিষেবার ধারা ভিন্ন। আমরা অত্যন্ত সুলভমূল্যে পরিষেবা দিয়ে থাকি। কিন্তু লাইসেন্স নবীকরণের ক্ষেত্রে কর্পোরেট সেক্টারের মতো আমাদেরও যদি নানাবিধ ফরমান জারি করা হয়, তাহলে আমরা সুলভ মূল্যে পরিষেবা দেব কি করে। এ ব্যাপারে স্বাস্থ্য দফতর একটু চিন্তাভাবনা করলে ভালো হয়।

তৃণমূলে যোগদান

নিজস্ব প্রতিনিধি : রবিবার বিকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং–১ ব্লকের দাঁড়িয়া বাজারে দাঁড়িয়া অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে প্রকাশ্য সমাবেশের আয়োজন হয়। এদিনের সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের সংখ্যালঘু দফতরের মন্ত্রী গিয়াস উদ্দিন মোল্লা, স্থানীয় বিধায়ক শ্যামল মন্ডল, জেলা পরিষদের সহ সভাধিপতি শৈবাল লাহিড়ী, ক্যানিং ১ ত্যণমূলের সাধারণ সম্পাদক সুশীল সরদার প্রমুখ।

মন্ত্রী বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে রাজ্য জুড়ে যে উন্নয়নের কর্মযজ্ঞ চলছে তা বাংলার মানুষ চোখে দেখতে পাচ্ছে। ছাত্র–ছাত্রীরা স্কলারশিপ পাচ্ছে। কন্যাশ্রী, সবুজ সাথী, যুবশ্রী, খাদ্য সাথী সহ একাধিক প্রকল্পে মানুষ উপকৃত হচ্ছে। এদিন দাঁড়িয়া আর এস পি ৪ জন পঞ্চায়েত সদস্য ও সিপিএমের ২ জন পঞ্চায়েত সদস্য সহ আরও ৫০০ জন বামফ্রন্টের কর্মী সমর্থক তৃণমূলে যোগদান করেছে। এদের দলীয় সংগঠনের হয়ে কাজ করতে বলা হয়েছে।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ
পুনর্নিলাম বিজ্ঞপ্তি

নোটিশ নং–৪০৭/জেড.পি/ফেরী/পুনর্নিলাম/১৭ তারিখ–২৮/০২/২০১৭
এবং ৪১১/জেড.পি/পুনর্নিলাম/আর.ভি–৫/৮১/১৭ তারিখ : ০১/০৩/২০১৭

জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রনাধীন ৪৯টি ফেরীঘাট ০১/০৪/২০১৭ থেকে ৩১/০৩/২০১৮ এবং ২২টি পুষ্করিণী/পুষ্করিণী জমি গুলি ০১/০৪/২০১৭ থেকে ৩১/০৩/২০২০ বছরের মেয়াদী লীজ দেবার জন্য বিভিন্ন তারিখে পুনর্নিলাম করা হবে। ফেরীঘাট/পুষ্করিণীর বিবরণ, পুনর্নিলামের তারিখ ও নূন্যতম ডাক সংক্রান্ত তথ্য জেলা পরিষদ ও ব্লক উন্নয়ন অফিস থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য www.zps24pgs.gov.in এই ওয়েবসাইটে দেখা যেতে পারে।

স্বাক্ষর
অতিরিক্ত জেলা শাসক
ও
অপর নির্বাহী আধিকারিক
দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ

২২৩(২) /জেতসদ/দক্ষিণ ২৪ পরগনা/০১.০৩.২০১৭

বিজ্ঞপ্তি

আর্থিক ২০১৭–২০১৮ বৎসরের জন্য দঃ ২৪ পরগনা জেলার নামখানা শিশু সেবা প্রকল্পের খাদ্যদ্রব্য গুদামজাতকরণ এবং প্রকল্প গুদাম হইতে অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রগুলিতে দ্রব্য পৌঁছাইবার নিমিত্ত টেন্ডার আহ্বান করা হইতেছে। ফর্ম পাইবার সময় অবশ্যই এই কাজের অভিজ্ঞতার শংসাপত্র দাখিল করিতে হইবে। আবেদনের ভিত্তিতে টেন্ডার ফর্ম ও টেন্ডারের অন্যান্য শর্তাবলীর বিশদ বিবরণ উপরোক্ত প্রকল্প হইতে ১৩/০৩/২০১৭ থেকে ২১/০৩/২০১৭ তারিখ অবধি সকল কর্ম দিবসে বেলা ১২টা হইতে বিকাল ৩টা পর্যন্ত পাওয়া যাইবে। টেন্ডার জমা নেওয়ার শেষ তারিখ ২২/০৩/২০১৭ বেলা ১২টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত এবং ওই দিন বেলা ১টায় টেন্ডার খোলা হইবে।

বিশ্বরূপ দাস
চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্ট অফিসার
নামখানা আই, সি, ডি, এস প্রোজেক্ট
দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

39/ICDS/NAM/ 27.02.2017

এখানে – ওখানে ঃ সীমানা ছাড়িয়ে

বাংলার মেলা

সতীমায়ের মেলা

কল্যাণী, নদিয়া : শিয়ালদা থেকে কল্যাণী লোকালে কল্যাণী। সেখান থেকে রেকশায় মেলা প্রাঙ্গণ।

প্রতিবছর দোলের দিন এই মেলা হয়। ১৮ শতকে বাংলায় অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের মানুষ নিয়ে গড়ে ওঠে আউল সমাজ। শোনা যায়, এই সম্প্রদায়ের গুরু ছিলেন আউলচাঁদ। তারপর এই সম্প্রদায়কে নেতৃত্ব দেন রামশরণ পাল। তাঁর সহধর্মিনী ছিলেন সরস্বতীদেবী। এই সরস্বতীদেবীই সতীমায়ের মেলার প্রবর্তক। ২০০ বছর অতিক্রান্ত এই মেলার অন্যতম আকর্ষণ বাউল, কীর্তন আর লোকগীতির আসর। বিভিন্ন আখড়াও বসে। দোলের আগের দিন থেকে পরদিন পর্যন্ত চলে এই গান পালা মেলা।

রাধাগোবিন্দের দোলযাত্রা

নবগ্রাম, বর্ধমান : পূর্ব রেলপথে হাওড়া থেকে কর্ড লাইনে বর্ধমান শাখার স্টেশন নবগ্রাম। সেখান থেকে ৫ মিনিটের হাঁটাপথে মেলাপ্রাঙ্গণ। পাঁজিতে উল্লেখ আছে, দোলযাত্রার পরদিন গোস্বামী মতে দোল হয় এখানে। সকাল ৮টা– সাড়ে ৮টা নাগাদ গোবিন্দ মন্দির থেকে ঠাকুর আধ কিলোমিটার দূরে দোলমন্দিরে পালকি করে যান এবং সন্ধে ৬টা নাগাদ আবার গোবিন্দ মন্দিরে ফিরে আসেন। যাওয়া–আসার শোভাযাত্রার সময় সেবায়েতরা দুটি পৃথক গান করেন, আবির খেলা চলে। সন্ধেবেলা আতশবাজি দেখতে হাজার হাজার লোকের সমাগম হয়। এস উপলক্ষ্যে এখানে বড়ো মেলাও বসে। বর্ধমানের অন্যতম পুরোনো মেলা এটি।

দোল খেলতে চলুন শান্তিনিকেতনে

রবীন্দ্রতীর্থ। বাঙালির সাংস্কৃতিক পীঠস্থান। রাঙামাটির পথ–প্রান্তরের মাঝে সবুজে ছাওয়া পরিবেশে রবীন্দ্রনাথ–দেবেন্দ্রনাথের স্মৃতিবিজড়িত ছবির মতো বাড়িঘর, উপাসনা মন্দির, সাধনবেদি, শিক্ষাভবন আর

ভাস্কর্যের সমন্বয়ে শান্তিনিকেতন এক স্বপ্নজগৎ। শান্তিনিকেতন ও তার আশপাশে বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দেখার জায়গা রয়েছে। বোলপুরকে কেন্দ্র করে শান্তিনিকেতন ও আশপাশের ট্যুরিস্ট স্পটগুলো বেড়িয়ে নিতে হলে অন্তত দু–তিনদিন থাকতে হবে বোলপুরে। প্রথমদিন অটো বা সাইকেল রিকশা নিয়ে প্রথমেই চলে আসুন উত্তরায়ণ কমপ্লেক্সে। এখানে দর্শনীয় রবীন্দ্র সংগ্রহালয় 'বিচিত্রা' এবং কবির স্মৃতিবিজড়িত 'কোনার্ক', 'মৃন্ময়ী', 'শ্যামলী', 'পুনশ্চ', 'উদীচি' এবং 'উদয়ন' নামে কয়েকটি বাড়ি। এখান থেকে চলে আসুন বল্লভপুর ডিয়ার পার্ক। ৩ কিলোমিটার দূরে বিশ্বভারতীর শিল্পকেন্দ্র শ্রীনিকেতন। দেখে নিন খোয়াই, আমার কুটির এবং প্রান্তিক। আর দেখার তালিকায় অবশ্যই রাখতে হবে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়কে। বিশ্বভারতী–চত্বরে দেখে নিন হিন্দিভবন, নেপালভবন, দেওয়ালে বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের চিত্রকলা, চিনাভবনের দেওয়ালে নন্দলাল বসুর আঁকা ছবি। আরও দেখুন আম্রকুঞ্জ, পাঠভবন, ছাতিমতলা এবং কলাভবন। কলাভবনে রয়েছে রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল এবং রামকিংকর বেইজ–এর অসামান্য ভাস্কর্য।

কিভাবে যাবেন

কলকাতা থেকে ট্রেনে বোলপুর। শিয়ালদা থেকে ১৫৬৫৭ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস সকাল ৬টা ৩৫ মিনিটে ছেড়ে সকাল ৯টা ১৪ মিনিটে; ১৩১৪৭ উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস সন্ধে ৭টা ৩৫ মিনিটে ছেড়ে রাত ১০টা ১৭ মিনিটে বোলপুর শান্তিনিকেতন পৌঁছায়। হাওড়া থেকে ১২০৪১ শতাব্দী এক্সপ্রেস (রবিবার বাদে) দুপুর ২টো ১৫ মিনিটে ছেড়ে বিকেল ৪টে ৫ মিনিটে; ১৩০১৭ গণদেবতা এক্সপ্রেস সকাল ৬টা ৫মিনিটে ছেড়ে সকাল ৮টা ৪৪ মিনিটে; ৫৩০৪৭ বিশ্বভারতী প্যাসেঞ্জার বিকেল ৪টে ৪০ মিনিটে ছেড়ে সন্ধে ৭টা ৫০ মিনিটে; ১২৩৪৫ সরাইঘাট এক্সপ্রেস দুপুর ৩টে ৫০ মিনিটে ছেড়ে বিকেল ৫টা ৫৩ মিনিটে বোলপুর শান্তিনিকেতন পৌঁছয়। তবে হাওড়া থেকে বোলপুর যাওয়ার জন্য ১২৩৩৩৭ হাওড়া–বোলপুর শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেসই ভালো। ট্রেনটি সকাল ১০টা ১০ মিনিটে হাওড়া থেকে ছেড়ে বোলপুর শান্তিনিকেতন পৌঁছোয় দুপুর ১২টা ২৫ মিনিটে। গাড়িতে এলে দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ে ধরে পানাগড়–মোরগ্রাম হাইওয়ে ধরতে হবে। বোলপুর থেকে শান্তিনিকেতন ২ কিলোমিটার। রিকশা বা অটোয় যাওয়া যায়।

আপনাদের চাহিদা অনুযায়ী মাসে এক সপ্তাহে আমরা ভ্রমণের পাতা সীমানা ছাড়িয়ে শুরু করেছি। বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্র সম্পর্কে আমরা যেমন আলোকপাত করব, তেমনি আপনার পারিবারিক ভ্রমণের অভিজ্ঞতাও তুলে ধরব। আপনারাও ছবি সহ একটি ফুলস্কেপ কাগজে আপনার ভ্রমণের অভিজ্ঞতা পাঠান কিংবা মেল করুন। আমাদের ঠিকানা— আলিপুর বার্তা, ৫৭/১এ চেতলা রোড, কলকাতা ২৭ অথবা মেল করুন, kunal.malik1970@gmail.com / alipurbarta1966@gmail.com

যেতে ভুলবেন না কঙ্কালীতলা

বোলপুর স্টেশন থেকে মাত্র ৯ কিলোমিটার দূরে সতীপীঠ কঙ্কালীতলা। এ গাঁয়ের আসল নাম বেঙ্গুটিয়া। ৫১ পীঠের শেষ পীঠ কঙ্কালী। সতীর কাঁকাল অর্থাৎ কোমর পড়েছিল কুন্ডের পাড়ে। দেবীর প্রতীকরূপী দেবতা ত্রিশূল, আর আছে পটে কালীরূপী কঙ্কালী। অত্যন্ত জাগ্রতা এই দেবী। চৈত্র সংক্রান্তিতে বিশেষ পুজোকে কেন্দ্র করে বিরাট উৎসব হয়; মেলা বসে। কাছেই মহাশ্মশান। বয়ে চলেছে স্বচ্ছসলিলা উত্তরবাহিনী কোপাই নদী। অদূরে কাঞ্চীশ্বর শিব আর দেবীর রুরু ভৈরবথান। বোলপুরের পরের স্টেশন প্রান্তিক থেকে মাঠ পেরিয়ে পিচ–ঢালা পথ গিয়েছে সোজা কঙ্কালীতলা। শান্তিনিকেতন থেকে রিশশাতেও চলে আসা যায়। দূরত্ব ৯ কিলোমিটার। যাতায়াতে রিকশাভাড়া ১৫০–২০০ টাকা। দরদস্তুর চলে। আবার বোলপুর থেকেও রিকশায় কিংবা আধঘন্টা অন্তর সাঁইথিয়া বা লাভপুরের বাসে কঙ্কালীতলা যাওয়া যায়।

কোথায় থাকবেন

পর্যটন উন্নয়ন নিগমের শান্তিনিকেতন ট্যুরিস্ট লজ, ফোন : ২৫২৬৯৯, ৯৭৩২১০০৯২০।

বেসরকারি হোটেল : হোটেল রাঙামাটি ফোন : ২৫২৩০৫। পার্ক গেস্ট হাউস, ফোন : ৯৪৩৪০১২৪২০। রয়্যাল বেঙ্গল, ফোন : ২৫৭১৪৮।

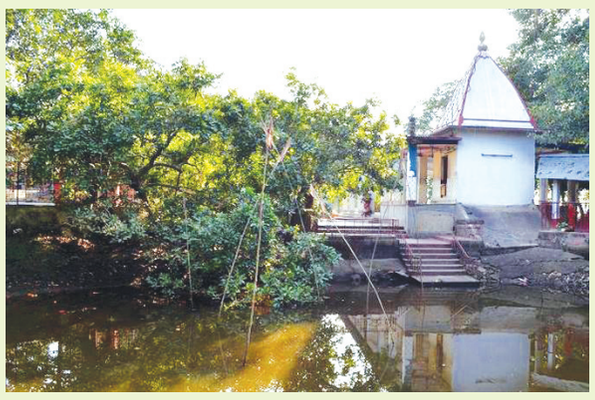

ঘেঁটু ফুটলেও হারিয়ে যাচ্ছে লোকদেবতা ঘেঁটু

জয়িতা কুন্ডু

''হরে কৃষ্ণ নাম দিল প্রিয় বলরাম/ রাখাল রাজা নাম রাখে ভক্ত শ্রীরাম। ও মোর গুপাল (গোপাল–এর অপভ্রংশ) উঠ। যশোদা জননী কয়— কই রে বাছা—। যদু বাছা ধন, উঠে পড় বাপ আমার, উঠ। অষ্টত্তর শত নাম পেল নারায়ণ।'' ভোর বেলা ঘুম থেকে উঠে আহ্নিক সেরে বড় জ্যেঠুর ঘর থেকে শুরু করে আমাদের ঘর পর্যন্ত এইভাবেই শ্রীকৃষ্ণের একশ আটটা নাম জপতে জপতে ভাইপো ভাইঝিদের ঘুম থেকে তুলতেন আমাদের একমাত্র পিসিমা। আমাদের বাড়িটা রেলগাড়ির মতো। বাবা–জ্যাঠারা চার ভাই। চারটে বাড়ি পাশাপাশি। আগে বড় জ্যেঠুদের তারপর মেজ জেঠুদের তার পাশে ছোট কাকার আর শেষেরটা আমাদের। খুব ছেলেবেলায় বিয়ে হয় আমার পিসিমার এবং অল্প বয়সেই বিধবা হন তিনি। শ্বশুর বাড়ি বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরের কাদাকুলি মহাপাত্র পাড়াতে। মহাপাত্র পাড়া দেখে ভাববেন না যেন আমার পিসিমার শ্বশুর বাড়ির পদবি মহাপাত্র। পিসিমার শ্বশুর বাড়ির গ্রামের নাম ওটা। পিসিমার শ্বশুর বাড়ির পদবি 'কর'। সেখান থেকে পিসিমা বছরে বেশ কয়েকবার তাঁর বাপেড়র বাড়িতে আসতেন। আমাদের বাড়ি উলুবেড়িয়া মহকুমার চন্ডীপুর অঞ্চলে। দূরত্ব বেশী হওয়ায় এবং ?? ?? যাতায়াত করতে না পারায় পিসিমা এলে বেশ কিছুদিন থাকতেন আমাদের সাথে। আমি, আমার দুই দাদা আর জ্যাঠতুতো খুড়তুতো ভাই বোনেরা আদরে বাঁদর হওয়ার সুযোগটা ভালই পেতাম। সে সব এখন অতীত। পিসিমা মারা গিয়েছেন বেশ কিছু বছর হল। আমাদের ভাইদের মধ্যে বেশির ভাগই কর্ম সূত্রে বাইরে থাকে। বোনেদের সকলের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। তাই সকলেরই হয়ত ঘুম ভাঙে মোবাইল ফোনের অ্যালার্মে।

এই ঘটনাটা এখানে বললাম কারণ আমরা যতই এগোচ্ছি মুহূর্তগুলো হারিয়ে যাচ্ছে আমাদের জীবন থেকে। যন্ত্র মানবে পরিণত হয়েছি আমরা।

আজ আপনাদের তেমনি এক ইতিহাস শোনাব। যে ইতিহাসের সাক্ষী বহন করে চলেছে 'ঘেঁটু' নামক একপ্রকার বনফুল। ঘেঁটু বসন্তের দূত। মাঘ মাসের মাঝামাঝি সময় থেকেই ঘেঁটু গাছগুলো কুঁড়িতে ভরে ওঠ। মাঘ বিদায় নেওয়ার আগেই ফুলে ফুলে ভরে যায় ঘেঁটু গাছ। বাংলার গ্রাম–গঞ্জ, নদীর পাড়, ঝোপ–জঙ্গল ঘেঁটুর সুবাসে মাতোয়ারা হয়। শুধু মিষ্টি গন্ধই নয় অপূর্ব রূপ তার। ঘেঁটু গাই ছোট গুল্ম জাতীয়। এই গাছ খুব বেশি লম্বা হয় না। পথে ধারে ধারে, পতিত জমিতে, নদীর পাড়ে এই গাছ জন্মায়। গাছের সরু সরু পাপড়ি বিশিষ্ট এই ফুলের রং ধবধবে সাদা। ফুলের ঠিক মাঝখানে সামান্য বেগুনি রঙের ছোঁয়া। ফুলের কেন্দ্র থেকে চারটি লম্বা মঞ্জুরি ফুলের সামনের দিকে বেরিয়ে থাকে। মঞ্জুরির মাথায় দিকে থাকে কালো রঙের একটা অতিক্ষুদ্র দানা। এই ফুলের বিজ্ঞানসম্মত নাম Clerodendrum Viscosum.

এই ফুলের অনেকগলো বাংলা নাম আছে। কেউ একে আদর করে বনজুঁই বলেন। কেউ বা ঘন্টাকর্ণ। কেউ বা ভাঁট। বাংলা সাহিত্য, কাব্য, পৌরাণিক কাহিনী এমন কি বাংলা চলচ্চিত্রেও এই ফুলের উজ্জ্বল উপস্থিতি। প্রকৃতি প্রেমী কবি জীবনানন্দ দাশ তাঁর কবিতায় লিখেছেন, 'বাংলার নদী মাঠ ভাঁট ফুল ঘুঙুরের মতো কেঁদেছিল তার পায়ে।' বেহুলা ও লখিন্দরের প্রেম কাহিনীতেও ভাট ফুলের উপস্থিতি। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও অপর্ণা সেন অভিনীত সিনেমা 'বাক্স বদল'। তাতেও ঘেঁটু ফুলের উল্লেখ দেখা যায়। আবার ঘেঁটু গাছের অনেক ঔষধি গুণাগুণও আছে। জ্বর, চর্মরোগ, ক্রিমি, ব্যাথা–বেদনা প্রভৃতির ভেষজ ওষুধ তৈরিতে ঘেঁটু গাছ ব্যবহার করা হয়।

আবার অন্যদিকে বাংলার লোক দেবতা ঘেঁটু বা ঘন্টাকর্ণ ঠাকুর। ঘন্টাকর্ণের বিয়ে হয়েছিল বসন্ত বিষফোঁড়া ইত্যাদি রোগের দেবী শীতলার সঙ্গে। আবার অন্যদিকে ঘন্টাকর্ণ বা ঘেঁটু চর্মরোগ, জ্বর প্রভৃতি রোগ নিবারণ করে। আর বসন্তকালেই এই সব রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি। তাই হয়ত চর্মরোগ নিবারণের জন্য ফাল্গুন মাসের সংক্রান্তিতে ঘেঁটু বা ঘন্টাকর্ণ ঠাকুরের আরাধনা করা হয়। খুব ছোটবেলায় আমার দিদাকে দেখেছি এই পুজো করতে। ফাল্গুন সংক্রান্তিতে উঠানের এক কোন সুন্দরভাবে নিকিয়ে সেখানেই ঠাকুর পাতা হতো। ভোর বেলা স্নান সেরে পুজোর আয়োজন করতেন তিনি। পুরানো একটা মুড়িভাজার খুলির (কালো ঝুলকালিতে ভর্তি) প্রয়োজন হতো এই পুজোতে। এছাড়া গোবর, তিনটে কড়ি, সিঁদুর, ধান–দুর্বা। সাথে ঘেঁটু ফুল অপরিহার্য। ঠাকুরের নাম যে ঘেঁটু। তাই ঘেঁটু ফুল ছাড়া অন্য কোনও ফুলে এ পুজো হবে না। গ্রামের দিকে বসন্তে এই ফুল সহজলভ্য। মাঠ–ঘাট, নদীর পাড় সর্বত্রই ফুটে থাকে ঘেঁটু ফুল। পুজোর উপকরণ জোগাড় হলে তৈরি হতো বিগ্রহ। মাটির মুড়িভাজা খুলিটাকে উঠানের নিকানো জায়গাতে উপুড় করে রাখা হতো। গোবরের তিনটি বল তৈরি করে বসিয়ে দেওয়া হতো খুলির ওপরে। যেভাবে আমাদের দুটি চোখ ও মুখের অবস্থান। এরপর প্রতিটি গোবরের বলের ওপর একটা করে কড়ি রাখা হতো। তাতে সিঁদুর দিয়ে দেওয়া হতো। গোবরের বলের ওপর ছড়িয়ে দেওয়া হতো কিছু ধান। এবার শুরু হতো চর্মরোগ নিবারণের জন্য আরাধনা। ঘেঁটু ফুল হাতে নিয়ে মন্ত্র বলতেন দিদা। তবে খুব ছোট থাকায় সে সব মন্ত্র আমার আজ আর মনে নেই। পুজো শেষ হলে আমার দুই দাদার ডাক পড়ত। তারা দুজনে দুটো লাঠি নিয়ে গিয়ে ওই খুলিটার ওপর আঘাত করে ভেঙে ফেলত। এইভাবেই সূর্য ওঠার আগেই পুজো শেষ করতে হতো। আমার দিদা ছাড়াও আমাদের বামুন পাড়ায় আর এক ঠাকুমাও (প্রকৃতি চক্রবর্তী) এই পুজো করতেন। এই লেখাটা শুরু করার আগে পুজোটা সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিতে গিয়ে জেনেছি, এই পুজো শুধুমাত্র বিধবা মহিলারাই করেন এবং খুলিটা ছেলেদের দিয়েই ভাঙতে হয়। কিন্তু বামুন পাড়ার প্রকৃতি ঠাকুমা সধবা ছিলেন যখন এই পুজো করতেন। তিনি জানালেন এই পুজোতে সধবা বা বিধবা এসবের কোনও বালাই নেই। ঠাকুমা যখন এই পুজো করতেন পাড়ার বহু মহিলা তাঁর কাছে পুজো নিয়ে যেতেন। পুজোর নৈবেদ্যতে যেমন চাল বাতাসা থাকত তেমনি থাকত এক ডেলা গোবর ও একটি করে কড়ি। ওই গোবরের ডেলার ওপর কড়িটা বসিয়ে ঠাকুরের সামনে নিবেদন করা হতো। পুজো শেষে কড়ি সহ গোবর ঘরের দরজায় লাগিয়ে রাখা হতো এবং যে কালো খুলিটা পুজো হতো তার পেলি কপালে পরা হতো। যাতে বসন্তে যে চর্মরোগের প্রদুর্ভাব দেখা যায় তা আর স্পর্শ করতে না পারে।

তবে এখন আর কেউ আমাদের গ্রামে ঘেঁটু পুজো করে না।

আমাদের গ্রামের অদূরে কালিকাপুর গ্রাম (বাগনান থানা)। সেখানে কুমোর পাড়ায় বেদানা রানী পাল বাল্য বিধবা হন এবং তখন থেকেই তিনি ওই পুজো করতেন। এখন শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি এই পুজো আর নিজে না করে অলোকারাণী পালের হাতে সমর্পণ করেছেন। তিনি এখনও ফাল্গুন মাসের সংক্রান্তির দিন ভোরে এই পুজো করেন। এছাড়া আছে ঘেঁটুর গান। নানা রকম গান গেয়ে গেয়ে গ্রামের বাচ্চারা বাড়ি বাড়ি থেকে চাল, আলু, টাকা সহগ্রহ করে। পরে তা দিয়ে চড়ুইভাতি হয়। কালিকাপুর গ্রামের বাচ্চারা নানা ধরনের ঠাকুরের পটকে ঘেঁটু ফুল দিয়ে সাজিয়ে গান গেয়ে গেয়ে প্রণামী চায়। তবে ওই সংক্রান্তির দিন সকাল থেকে বিকালের মধ্যে কোনও এক সময় যদি বৃষ্টি হয়ে যায় তাহলে বাচ্চারা আর আসে না বলে জানালেন ওই গ্রামেরই এক বয়স্ক মহিলা। এটাই নাকি প্রথা। আবার আর একগ্রাম রাখালপুর। সেখানে আষাঢ় মাসের রথে একপ্রকার মাটির পুতুল পাওয়া যায়। সেই পুতুলকেই ফাল্গুন সংক্রান্তিতে ঘেঁটু ফুল দিয়ে সাজিয়ে গান গেয়ে পয়সা চাইতে আসে ওই গ্রামের বাচ্চারা। সব অঞ্চলের ঘেঁটুর গান সমান নয়। যে যেভাবে গান বাঁধতে পারে সেইভাবেই গান করে। কয়েকটি সংগৃহীত গান এখানে দিলাম—

'ঘেঁটু যায় ঘেঁটু যায় গৃহস্থের বাড়ি,
ঘেঁটুকে দাও গো পয়সা কড়ি।'
আবার,
'?? দিয়ে মাল্লাম টান,
শিগগিরি দাও গো ঘেঁটুর দান।'

এছাড়াও আরও নানা রকম লোকগান।

ধীরে ধীরে মানুষ আধুনিক হয়েছে। এখন প্রকৃতিকে বেশ মানিয়ে রোগ নিবারণের জন্য বিভিন্ন ধরনের ওষুধ আবিষ্কার হয়েছে। ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করে রোগ নিবারণের প্রার্থনা করাও ধীরে ধীরে কমে আসছে। অতীতে ঘরে ঘরে মুড়ি ভাজার চল ছিল। এখন নিজে হাতে মুড়ি ভাজার হারও কমে গিয়েছে। প্রত্যন্ত গ্রামেও এখন মেসিনের মাধ্যমেই মুড়ি ভাজা হচ্ছে। তাই মুড়ি চাল ভাজার ব্যবহৃত যে খুলি তা আজ পাওয়া খুবই দুষ্কর।

সব মিলিয়েই বসন্তের আগমণে প্রকৃতি তার ঘেঁটু ফুলের ডালি সাজিয়ে রাখলেও কালের নিয়মেই বিলুপ্তির পথে ঘেঁটু নামে লোক দেবতা।

সংসার বাঁচাতে টোটো নিয়ে রাস্তায় মীরা দেবী

মলয় সুর, চন্দননগর : 'যে রাঁধে, সে চুল বাঁধে'—কথাটায় জড়িয়ে থাকে আধুনিকতা আজ সেটা বাস্তব। এই নারীদিবসে নয়া স্লোগান হোক 'যে রাঁধে সে টোটোও চালায়। শাড়িতে কিংবা জিনসে টোটোর অ্যাকসিলেটরের কান মুললেই স্বপ্ন উড়ান। যে তিনচাকা গাড়ি পিছনে ফেলে দেয় প্রতিবন্ধকতার কাঁটা এবং কুসংস্কারের আধার। যেমন যোদ্ধার চ্যালেঞ্জ শুধু রণভূমে। কিন্তু নারীর চ্যালেঞ্জ হেঁশেলে, অফিসে, পথে ঘাটে। সাফল্যই তার একমাত্র বিকল্প। সে সফল হলে পরিবার সফল, সমাজ সফল। তার সাফল্যের আলো পথ দেখায় অন্যদেরও। স্বামী ও দুই ছেলে দিনমজুর, সংসারের হাল ফেরাতে ঋণ নিয়ে এক ছেলেকে টোটো কিনে দিয়েছিলেন, কিন্তু ভাবতে পারেননি একদিন তাঁকেই সংসারের হাল ধরতে রাস্তায় টোটো চালাতে হবে। চন্দননগর কলুপুকুর করবস্থানের বাসিন্দা ৫৪ বছরের মীরা হেলা সকাল থেকেই টোটো নিয়ে বেরিয়ে পড়েন, আবার দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর ফের বিকালে রাস্তায় নামেন। তিনি বলেন, ভাগ্যের কি ফের, তিন ছেলে বৌমা, নাতি নাতনি নিয়ে ১২ জনের পরিবার। স্বামী মোহন হেলা ও দুই ছেলে দিনমজুরি করে। এতবড় সংসার চালানো বড়ই কষ্টের ব্যাপার ছিল। তাই দেনা করে মেজ ছেলে রাজুকে টোটো কিনে দিয়েছিলাম। বেশ চলছিল, কিন্তু গতবছর কালী পুজোর পরেই কেমন সব ওলটপালট হয়ে গেল। একদিন টোটো দুর্ঘটনায় ছেলের পা দুটো মারাত্মক জখম হল। ডাক্তার বলেছে অপারেশন করতে লাখ খানেক টাকা খরচ হবে। অভাবের সংসারে এত টাকা কোথায় পাব তাই এ রাস্তা ছাড়া উপায় ছিল না। তবে চন্দননগরে একমাত্র মহিলা টোটো চালক হিসাবে ইতিমধ্যেই বেশ পরিচিত মীরাদেবী। এতে কষ্ট কিছুটা লাঘব হয়েছে। সংসারের জন্য ওর এই লড়াই আরও অনেককে উৎসাহ দেবে। সমাজের প্রতি স্তরে প্রমীলা বাহিনীরাই তো চালিকা শক্তি।

শুরু হল সিদ্ধেশ্বর শিবরাত্রি মেলা

সঞ্জয় চক্রবর্তী : হাওড়া জগৎ বল্লভপুর থানার অন্তর্গত নস্করপুর অঞ্চলে অবস্থিত সিদ্ধেশ্বর শিবরাত্রি মেলা। প্রতি বছরের মতো এ বছরেও ফুল ও আলোক সজ্জায় সেজে উঠেছে মন্দির প্রাঙ্গণ। শিবরাত্রি দিন শিবের মাথায় জল ঢালার জন্য পায়ে হেঁটে গঙ্গা থেকে যেমন দেখা যায় জল আনতে তেমনি বহু পুণ্যার্থীদের লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। মেলায় খাবারের স্টলের পাশাপাশি মনোহারি দোকান ছোটদের মনোরঞ্জনের জন্য থাকছে বিশেষ ব্যবস্থা। যদিও এ বছর মেলায় আনন্দের ভাঁটা কিছুটা পড়বে। কারণ মন্দির প্রাঙ্গণের সংলগ্ন এলাকার মধ্যে রয়েছে স্কুল। স্কুলে মাধ্যমিক পরীক্ষা চলায় মাইক বাজানোর থেকে শুরু করে মেলার দোকান খোলার নিয়ম বেঁধে দিয়েছে প্রশাসন। কথায় আছে বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বন। তাই হুজুগে বাঙালির আনন্দের অন্ত নাই। মেলা থাকুক মেলায়। আনন্দ থাকুক আনন্দের ঘরে। মাধ্যমিক পরীক্ষা মাথায় রেখে প্রশাসনের নিয়ম মেনে সগৌরবে চলছে মেলা। পরীক্ষার দিনগুলি মেলা খুলছে বিকাল থেকে। শিবরাত্রির দিন থেকে হোলির আগে পর্যন্ত চলবে এই মেলা।

হাওড়ায় আলিপুর বার্তা

সংবাদ ও বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে : ৯৬৭৪৩৬৩৯৬১

মাঙ্গলিকী

ত্রিসপ্তক সহ যোদ্ধা মঞ্চের আসর

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৩রা ফেব্রুয়ারি শ্রীমাণি মার্কেট অবস্থিত সুভাষ লাইব্রেরির সভাঘরে বসেছিল ত্রিসপ্তক সহযোদ্ধা মঞ্চের আসর। ২০ জন কবি, লেখক, সঙ্গীত শিল্পী আসরে যোগদান করেন। শ্রীময়ী চক্রবর্তীর রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশনের (‘বসন্তে ফুল গাঁথল’) মাধ্যমে আসরের শুরু। (আরও শোনান ‘একটুকু ছোঁয়া লেগে’)। পড়লেন মনস্তাত্ত্বিক নিবন্ধ, ‘স্বপ্ন সন্ধানী’; নিবন্ধটি সকলের ভাল লাগলো। ডাঃ লহরী বড়াল চক্রবর্তী স্বরচিত কবিতা ছাড়াও শোনালেন রবীন্দ্রসঙ্গীত (‘যেতে যেতে একলা পথে’ ও আরও একটি গান)। আরতি দের স্বরচিত কবিতা, ‘ফিরে যেতে হবে’ (খুবই মননশীল কবিতা, সকলের মন ছুঁল) সংগঠনের দ্বিতীয় ‘কর্ণধার’ শ্রদ্ধেয় নিত্যানন্দ দাস শোনালেন তাঁর গভীর ভাব সমৃদ্ধ কবিতা ‘মিডিয়ার খবর’। সংগঠনের যে পত্রিকা প্রকাশিত হতে চলেছে সে বিষয়ে সকলকে অবগত করলেন শ্রীদাস। এদিন আসরে প্রথম আসেন বনানী ব্যানার্জী। ৩টি রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করেন (‘কোথা হতে’, ‘শিউলি ফুল’, ‘না গো না করনা ভাবনা’); সকলের ভাল লাগে। বরিষ্ঠ সঙ্গীত শিল্পী, লেখক ডাঃ শান্তিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় পরিবেশিত ‘ছেড়ে দাও রেশমী চুড়ি’ ও ‘ট্যাংরা তবু কাটন যায়’ (লোকসংগীত) সকলের ভাল লাগে। তবে এদিন তিনি যে স্বরচিত অনুগল্প ‘সূর্য সাক্ষী’ পাঠ করলেন, তা সকলের উষ্ণ করতালিতে অভিনন্দিত হল— এ হল চিরকালের মানবিকতার কথা— প্রকৃতই এক উজ্জ্বল কাহিনী সমৃদ্ধ গল্প। সেই মানবিকতার কথাই তাঁর জাদুর মাধ্যমে (খেলাটির নাম ফ্লিপ ফ্লপ) বললেন সাংবাদিক জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কোহিনুর রহমানের ‘অমৃতা’ কবিতাটি সকলের ভাল লাগে। অত্যন্ত তথ্যসমৃদ্ধ মনোগ্রাহী নিবন্ধ, ‘রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান ভাবনা’ সকলের প্রশংসা অর্জন করল— প্রাবন্ধিক স্বপন দত্তকে বিশেষ অভিবাদন (শ্রী দত্ত হলেন ‘প্লাবন’ সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক)। প্রশান্ত দাসের কবিতা, ‘ভারি অদ্ভুত’ সকলের ভাল লাগল (একতারা বাজিয়ে গানও শোনান)। ৪০ বছর আগে তারাপীঠের শ্মশানে অমাবস্যার রাত্রে এক অসাধারণ অভিজ্ঞতার কাহিনী শোনালেন বাসুদেব দাস। সংগঠনের কর্ণধার শ্রদ্ধেয় ঋষিণ মিত্র সংগঠনের আগামী দিনের কিছু কর্মসূচির কথা জানালেন (বাংলা ভাষা নিয়ে আন্দোলনের কথা); শোনালেন বিপ্লবী তেজ সমৃদ্ধ কয়েকটি গান। আসর চলতে থাকে।

অভিবন্দনার যুগলবন্দী ২

২৭ ফেব্রুয়ারি গ্যালারী গোল্ডে অভিবন্দনার ‘যুগলবন্দী’র দ্বিতীয় প্রদর্শনী শুরু হয়। যা চলে ১ মার্চ অবধি। এই প্রদর্শনীতে ছিল অসংখ্য চিত্রশিল্পীর আঁকা ছবি, বহু ফটোগ্রাফারের তোলা ছবি। এছাড়াও ছিল স্কাল্পচার। উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত ফটোগ্রাফার অতনু পাল, প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী অমর সরকার সহ আরও বিশিষ্টরা।

ডিরোজিও মেমোরিয়াল কলেজ ভাষাদিবস

নিজস্ব সংবাদদাতা: ২১ ফেব্রুয়ারি ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি যে ১৪ জন শহিদ হয়ছিলেন ঢাকা মেডিকেল কলেজ চত্বরে। শুধুমাত্র মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার তাগিদে, সেই সব শহিদদের স্মরণেণ সারা বিশ্বজুড়ে ওই দিনটিতে প্রতি বছর পালিত হয়ে থাকে ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’। ইউনেস্কোর তরফ থেকে ২০০০ সালে ওই দিনটিকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় বিশ্ব মাতৃভাষা দিবস রূপে। ফলে এপার বাংলা ওপার বাংলা সহ সারা বিশ্ব জুড়ে পালিত হয়ে থাকে ওই দিনটি শ্রদ্ধার সঙ্গে, ভালবাসার সঙ্গে। ‘‘আমারে ভায়ের রক্তের রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি’’ এই গানে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে। এই দিনটিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে গিয়ে রাজারহাটের ডিরোজিও মেমোরিয়াল কলেজ কর্তৃপক্ষ আয়োজন করেছিলেন এক আলোচনা চক্রের।

মূল কান্ডারী অবশ্যই বাংলা বিভাগ। আলোচনা চক্রের সূচনা করলেন কলেজের অধ্যক্ষ। অতিথি হিসাবেই উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও চলচিত্রাভিনেতা ড. শঙ্কর ঘোষ এবং কলকাতা দূরদর্শনের প্রোগ্রাম ইক্সিকিউটিভ কৃষ্ণপদ দাস। অতিথিদের প্রথমে বরণ করে নেওয়া হয়। কৃষ্ণপদ তাঁর সুললিত কণ্ঠে ভাষা দিবসের তাৎপর্যের বিশ্লেষণ করলেন। মাঝে মাঝে তিনি রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ থেকে শুরু করে কৃষ্ণা বসু পর্যন্ত বিভিন্ন কবির কবিতা আবৃত্তি করে শ্রোতাদের মুগ্ধ করলেন। ড. শঙ্কর ঘোষ আলোচনার মূল সুরটি বেঁধে দিলেন। ২১ ফেব্রুয়ারির আগের এবং পরের সমস্ত ঘটনাগুলি তিনি জানালেন। তাঁর বক্তব্যে অতিরিক্ত সংযোজন ছিল বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধ নিয়ে নির্মিত ছবিগুলির বিস্তারিত খবর। সবশেষে তিনি শোনালেন রবীন্দ্রসঙ্গীত ‘‘আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি’’। করতালির মাধ্যমে বক্তাদের অভিনন্দন জানালেন শ্রোতারা। কলেজের অন্যান্য বিভাগের শিক্ষক শিক্ষিকারা শোনালেন গান ও কবিতা। সঞ্চালনার গুরু দায়িত্ব সামলালেন বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. সৈকত মন্ডল। এমন এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য শ্রোতাদের প্রাপ্তি ঘটেছিল পরিপূর্ণ ভাবে।

তরুণ দলে মাতৃভাষা দিবস

নিজস্ব সংবাদাতা : বিগত কয়েক বছরের মত এবছরও ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ বৃহস্পতিবার পশ্চিম পুটিয়ারীতে তরুণ দলের উদ্যোগে এক প্রভাতী সাংস্কৃতিক সভার আয়োজন হয়েছিল। এই বিশেষ দিনটি ২০০০ সালে ইউনেস্কোর তরফ থেকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। পূর্ব-পাকিস্তানে বাংলাভাষাকে সেই অঞ্চলের জাতীয় ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার দাবিতে ১৯৫২ সালে ঢাকা শহরে রক্তক্ষয়ী আন্দোলন এবং পাঁচজন তরুণের প্রাণ বিসর্জন ব্যর্থ হয়নি। সেদিনের সেই ব্যতিক্রমী ঘটনার কথা আজ সারা বিশ্ব জেনেছে। মাতৃভাষাকে এভাবেও বুকের মাঝে লালন করা যায়, সেই আবেগ আজও অমলিন।

এদিনের প্রভাতী সভার সূচনায় প্রতীকি শহিদ বেদীতে মালা ও পুষ্পার্ঘ প্রদান করলেন তরুণ দলের সম্পাদক শ্রী তাপস দত্ত, বিশিষ্ট সদস্য শ্রী ধীমান চ্যাটার্জী, তারুণ্য- সম্পাদক সুকুমার মণ্ডল, আনন্দম পত্রিকার পক্ষ থেকে তারাশংকর দত্ত, আকাশ বলাকা পত্রিকার তরফ থেকে সুনীল গুহ, জনসমুদ্র পত্রিকার ডঃ অমরেন্দ্রনাথ বর্ধন, আলিপুর বার্তা-র বরিষ্ঠ সাংবাদিক তথা জাদুকর অরুণ ব্যানার্জী ও অন্যান্য বহু সাহিত্যপ্রেমী গুণীজন।

উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করলেন বন্দনা দত্ত। এদিনের অনুষ্ঠানের বিভিন্ন পর্যায়ে গান শোনালেন বাবুরাম কর্মকার, সুজিত দেবনাথ, অদিতি রায়। বাংলা ভাষা ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের তাৎপর্য নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করলেন বাবুরাম কর্মকার, ডঃ অমরেন্দ্রনাথ বর্ধন, অরুণ ব্যানার্জী, তারাশঙ্কর দত্ত, সুনীল গুহ। ইউনেস্কোর দফতরে ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে ঘোষণার আর্জি পেশ করা এবং নিরন্তর সেই দাবিকে বাস্তবায়িত করার নেপথ্য কাহিনী শোনালেন সৌরীন চট্টোপাধ্যায়। কবিতা, আবৃত্তি পেশ করলেন, বুদ্ধদেব নাগ মজুমদার, শাশ্বতী বন্দ্যোপাধ্যায় (পাল), শেপালী সরকার, উদয় চক্রবর্তী, গুণেন্দ্র চক্রবর্তী, সুজিত দেবনাথ। প্রায় আড়াই ঘন্টার অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনায় ছিলেন তাপস শুভ্র পাল ও সুকুমার মণ্ডল।

পত্র–পত্রিকার আলোচনা

কিশোর তুর্য

সম্পাদক বাদল মাঝির শিশু ও কিশোর সাহিত্য ত্রৈমাসিক কিশোর তূর্য আমাদের দফতরে এল। বিশ্বনাথ মাঝির সম্পাদনায় পূজালী ১২ নম্বর ওয়ার্ড কলকাতা-১৩৮ থেকে প্রকাশিত এই ত্রৈমাসিক লিটলম্যাগ ও বইমেলা-১৭ উপলক্ষে প্রকাশিত। ছড়া-কবিতা, প্রবন্ধ, স্মৃতিচারণ, নিবন্ধ, গল্প দিয়ে সাজানো হয়েছে পত্রিকা। বাংলাদেশের কবিতা ও লেখকের পাশাপাশি নবীনরাও কলম ধরেছেন। ভবানীপ্রসাদ মজুমদার, পঞ্চানন মালাকার, অপূর্ব দত্ত, দীপ মুখোপাধ্যায়ের ছড়া-কবিতা ত্রৈমাসিকটির আকর্ষণ বাড়িয়েছে। বাদল মাঝি, জয়নাল আবেদিন ও দিলীপ দেবের গল্প মনে রেশ রেখে যায়। ত্রৈমাসিক প্রয়াত শিশু কিশোর সাহিত্যিক অপূর্ব দত্তের নামে নিবেদিত হয়েছে। প্রচ্ছদটিও বেশ সুন্দর। বিনিময় : ৩৫ টাকা

সবুজ দর্শন

সমীর পাল সম্পাদিত কোচবিহার জেলার ভেটাগুড়ি থেকে প্রকাশিত শারদ সংখ্যা সবুজ দর্শন আমাদের দফতরে এল। সাহিত্য ও সংস্কৃত বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকাটিতে গল্প, অনুগল্প, প্রবন্ধ, কবিতা, ছড়া ঠাঁই পেয়েছে। কলম ধরেছেন প্রতিপদ দেব, অভিজিৎ দাস, মানস চক্রবর্তী, সুপর্ণা পাল চৌধুরী, শীলা ঘটক, মাধবী দাস, সমীর পাল প্রমুখ। অরূপ সাহার প্রচ্ছদটিও মন্দ নয়। আগামী দিনে সবুজ দর্শনকে আরও সমৃদ্ধ রূপে দেখতে চাই। বিনিময়— ১০ টাকা।

কান্তাকুমারী

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাখরা হাট, বিষ্ণুপুরের লোক পরিচয় গবেষণা পরিষদ থেকে প্রকাশিত ১ম বর্ষের ১ম নববর্ষ সংখ্যা কান্তাকুমারী আমাদের দফতরে এল। পত্রিকাটির উপদেষ্টা অমর বেরা, সম্পাদক মন্ডলীতে আছেন সৌরমে প্রমাণিক, সুখেন্দু নারায়ণ ঘোষ, সৌরভ বেরা। আঞ্চলিক ইতিহাস নিয়ে যাঁরা চর্চা করেন তাঁদের এই পত্রিকাটি ভাল লাগবে। কিংবদন্তীর কাস্তেকুমারী ও চক নদী বিষয় নিয়ে পাঁচু গোপাল মাঝি একটি গবেষণা ধর্মী প্রবাদ রচনা করেছেন। যা অনুসন্ধিৎসু পাঠকের ভাল লাগবে। এছাড়াও শুভময় মুখোপাধ্যায়ের বাঁকুড়ার গ্রামে গ্রাম প্রাচীন কালের সংস্কৃত চর্চা এবং অভিজিৎ চক্রবর্তীর দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুর বাজার অন্তর্গত বাখরাহাট গ্রামের গালা পুতুল শিল্পী প্রবন্ধ দুটিও অমূল্য রতন। এছাড়াও কবিতা ও গল্প পত্রিকাটিকে সমৃদ্ধ করেছে। পত্রিকাটির প্রচ্ছদটি বেশ নান্দনিক। বিনিময় ১০ টাকা

অরূপ রতন

A STORY OF LOVE FAITH AND LOOT BY FACEBOOK FRIENDS by ANINDITA

কলকাতার বাসিন্দা বাঙালি পরিবারের মেয়ে অনিন্দিতার জীবনের দুঃসহ অভিজ্ঞতার কথা লেখা হয়েছে ইংরেজিতে। ই-মেল, ইন্টারনেট-এর যুগে পা-রাখা এই প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা বুঁদ হয়ে রয়েছে মোবাইল ও ইন্টারনেটে। তাই বোধহয় লেখিকা বাংলা-মাধ্যম-কে বেছে নেননি তাঁর অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়ার এই প্রয়াসে।

আজ সাইবার-জালে অভিসন্ধিমূলক নানা অসাধু মানুষজন মহানন্দে প্রতি-মুহূর্তে আপাত-আধুনিক সহ-নাগরিকদের ঘোল খাওয়াচ্ছে। কখনও আর্থিক কখনও বা মানসিকভাবে সর্বস্বান্ত করে দিচ্ছে। তবু কারুর হুঁশ হচ্ছে না, বাবা-মা কিংবা শিক্ষকদের নিষেধকে তোয়াক্কা করার দিন এসেছে, ফলে বারে বারে তরুণ প্রজন্ম হতাশার শিকার হচ্ছে।

লেখিকা নিজের অভিজ্ঞতার কথাই তুলে ধরে কি অন্য-কে সাবধান করে দিতে চেয়েছেন, নাকি ছাপার অক্ষরে আত্ম-বিশ্লেষণ! (Notion Press / Price Rs.150/-)

‘নজরুল সাহিত্যে দেশকাল’ প্রকাশ করলেন শঙ্ক ঘোষ

নিজস্ব সংবাদদাতা : জ্ঞানপীঠপ্রাপ্ত কবি শঙ্খ ঘোষ নিজের বাসভবনে লাইব্রেরিতে এক ঘরোয়া অনুষ্ঠানে ড. সা’আদুল ইসলামের ‘নজরুল-সাহিত্যে দেশকাল’ গ্রন্থটি উদ্বোধন করলেন। বইটি তাঁর হাতে তুলে দেন স্বয়ং লেখক। বইটি সম্পর্কে লেখকের মন্তব্য— ‘দেশকালের দাহ নজরুলের প্রেমমানসকে বিস্ফোরিত করেছে তাঁর সাহিত্যে; তবু তাঁর সাহিত্য সাময়িক হয়েও কালোত্তীর্ণ। তিনি মুসলিম বাঙালির জাগরণ চাইলেও তা জাতীয়ভাবনায় উদ্বেলিত, আবার নির্জিতের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে তা জাতীয়তাসমৃদ্ধ হয়েও আন্তর্জাতিক বিশ্ববোধে উদ্দীপ্ত।’ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বইটির প্রকাশ ‘উদার আকাশ’ প্রকাশনা ও পত্রিকার সম্পাদক ফারুক আহমেদ। নজরুলের দেশ ও কালচেতনা নিয়ে সম্পূর্ণ নতুন ধরার একটি বই প্রকাশ করতে পেরে তিনি আনন্দিত।

মহোৎসব

হীরালাল চন্দ্র : গত ১৮ থেকে ২০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ঝামাপুকুর লেনের রাজা দিগম্বর মিত্রের বাসভবনে সন্ধ্যায় ঝামাপুকুর শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ সংঘের ৩৮-তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিক উৎসব সমর সরকারের সুষ্ঠু পরিচালনায় সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল। ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ, মা সারদাদেবীও স্বামী বিবেকানন্দের মহান ঐতিহাসিক জীবনী ও অমরবাণী সম্বন্ধে সারগর্ভ ভাষণ দেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, নিত্যমুক্তানন্দ, শিবপ্রদানন্দ, সদ্ভাবপ্রাণা মাতাজী, বিমোক্ষপ্রাণা মাতাজী ও শ্যামল সেন। ভক্তিগীতি পরিবেশণ করেন কল্যাণেশানন্দ, মীনা দাস এবং পামেলা চক্রবর্তী। এছাড়াও সন্ধ্যারতি, ভজন, বিশেষপুজো, হোম,ভোগ নিবেদন এবং অসংখ্য ভক্তবৃন্দকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সম্পাদক অমিত সুর রায়।

সি নে মা ঘ র

প্রতিশোধের কাহিনী জীবন যুদ্ধ

পরিচালক : দীপঙ্কর ভট্টাচার্য ‘‘অগ্নিসাক্ষী’’, ‘‘জীবনেরই রঙ’’ ছবির সাফল্যের পর ‘‘বিলম্বিত লয়’’ ছবিটি মুক্তির অপেক্ষায়। নতুন ছবি ‘‘জীবন যুদ্ধ’’-র শুটিং দ্রুত গতিতে চলছে। শ্যুটিং চলছে কলকাতা ও তার পাশ্ববর্তী অঞ্চলে আউটডোর শ্যুটিং হবে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন মনোরম লোকেশনে। এই ছবির গল্প দুটি পরিবারকে ভিত্তি করে। আনন্দ চ্যাটার্জী আর অমরেন্দ্র বসুর মধ্যে দারুন বন্ধুত্ব দুজনে হরিহর আত্মা বলতে যা বোঝায়। দুটি পরিবারের মধ্যে ভীষণ সখ্যতা দুই বন্ধু এক সঙ্গে ব্যবসা করে। দিনগুলি

দুই পরিবারের বেশ ভালই কেটে যাচ্ছিল। ছন্দ পতন ঘটল অমরেন্দ্র বসু একজন অসাধু লোকের পাল্লায় পড়ে বন্ধু ভাল মানুষ আনন্দবাবুকে সর্বসান্ত করে ছাড়েন। আনন্দবাবু যখন আসল সত্য জানতে পারেন তখন অনেক দেরী হয়ে গিয়েছে তখন তিনি পথে এসে দাঁড়ান। বন্ধুত্ব ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। আনন্দবাবু স্ত্রী, পুত্র ও কন্যার হাত ধরে গ্রামে চলে আসেন। কষ্টসৃষ্ট করে পুত্র কন্যাকে মানুষ করেন এবং নিজেকে দাঁড় করান। এখন ছেলে শুভ কলেজে পড়ে। এই কলেজের একটি মেয়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক তৈরি হয়। কলেজের দুষ্ট প্রকৃতির ছেলের দলে মন্ত্রীর ছেলেও রয়েছে। যারা মেয়েদের সঙ্গে অসভ্যতা করে তাদের হেনস্থা করে। শুভ এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে। শুভর এই প্রতিবাদে সূচনা বলে মেয়েটি মুগ্ধ হয়। ক্রমে ভাললাগা থেকে ভালবাসায় পরিণত হয়। এদিকে কলেজের দুষ্ট চেলেরা মিলে মিথ্যে অপবাদ দিয়ে শুভকে কলেজ ছাড়া করে। শুভর কাছে মা, বাবা সব কিছু শোনার পর মেয়েটির প্রকৃত পরিচয় জানতে পেরে শুভকে বলে এ হল সেই মেয়ে যার বাবা তোর বাবাকে সর্বসান্ত করেছিল। শুভ সব জানার পর সূচনাকে বলে আমি তোমাকে ভালবাসি এটা নিয়ে কোনও দ্বিমত নেই। তবে তোমার বাবা আমার বাবাকে ঠকিয়ে পথে বসিয়েছিল, তাই আমার বাবার সব সম্পত্তি ফিরিয়ে দিতে হবে। এরপর কাহিনী নতুন দিকে মোড় নেয়। অমরেন্দ্র প্রভাবশালী লোকের সাহায্যে নিজের মেয়েকে কিডন্যাপ করে শুভর উপর দোষ চাপিয়ে তাকে জেলে পাঠায়। এর পর কি হবে শুভ কি পারবে তার বাবার হারিয়ে যাওয়া সম্পত্তি ফিরিয়ে দিতে বা বাবার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ নিতে? বা নিজের ভালবাসাকে উদ্ধার করতে?

অভিনয়ে : বোধিসত্ত্ব মজুমদার, শান্তনা বোস, বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী, অভিষেক চ্যাটার্জী, অরুণ ব্যানার্জী, সুখদীপ সাহা এবং সুমন ও রাই।

কাহিনী, চিত্রনাট্য, সংলাপ লিখেছেন স্বয়ং পরিচালক।

প্রযোজনা — সুশান্ত মন্ডল। নিবেদন-এ. কে. প্রডাকশন

সম্পাদক — সিনহা ডিজিটাল, -শুভঙ্কর ঘোষ

ক্যামেরায় — মৃণাল। শিল্প নির্দেশনায় — উজ্জ্বল, সংগীত-সন্দীপ সিংহ।

শরৎচন্দ্রের কাহিনী অবলম্বনে বামুনের মেয়ে

শুভঙ্কর ঘোষ : প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণ্যবাদ এবং কৌলিন্য প্রথার মধ্য দিয়ে সমাজের বুকে যে অত্যাচার সেটা শরৎচন্দ্র তুলে ধরেছেন অঙ্গাঙ্গিকভাবে। এই গল্পের মধ্যে কৌলিন্যবাদ বা ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রতীক গোলক চ্যাটার্জী ব্রাহ্মণের ছেলে হওয়া সত্ত্বেও অরুণকে জলপানি পাওয়া সত্ত্বেও উচ্চশিক্ষার জন্য বিলেত যেতে বাধা হয়ে দাঁড়ায় কারণ বিদেশ গেলে ধর্মভ্রষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয় দেখান। কিন্তু সংস্কারমুক্ত অরুণ দেশের গরিব কৃষকদের উন্নতি সাধনের জন্য বিদেশ গিয়ে কৃষি বিধায়ক উচ্চ শিক্ষা নিয়ে আসে। এর জন্য তার উপর বিভিন্নভাবে নানান আঘাত নেমে আসে। এমনকি ছোট অবস্থা থেকে যে প্রেম ছিল সন্ধ্যার সঙ্গে সেই প্রেমের শেষ পরিণতি হওয়াতে বাঁধা সৃষ্টি করে এবং তা ভেঙে দেয়। দুজনের জীবনকে দুর্বিসহ করে তোলে অপর দিকে বড় কুলীন বংশের মেয়ে সন্ধ্যা তার ঠাকুমার জীবনে এক অপ্রাসঙ্গিক অঘটন টেনে আনে। কৌলিন্য প্রথায় কুলীনরা কেউ কেউ শতাধিক বিবাহিত। যার ফলে অনেক সময় নিজেরা নিজেদের প্রক্সি দেবার জন্য বা শ্বশুর বাড়ি থেকে আর্থিক আদায় করার জন্য অনেক সময় অন্য কাউকে পাঠাত। এখানে মুকুন্দ মুখার্জী তার স্ত্রী কালীতারার কাছে হিরু নাপিতকে মুকুন্দ মুখার্জী সাজিয়ে পাঠিয়ে দেয়। এর ফলে কালীতারার গর্ভে সন্তান হয়েছে। হিরু নাপিতের ঘটনা জানতে পেরে, বেনারস গিয়ে তিনি সন্ন্যাসিনী হয়ে যান। বহু বছর পর তার ছেলের সঙ্গে জগদ্ধাত্রীর বিবাহ হয় তার ফলে প্রিয় মুখার্জীর কন্যা হয় সন্ধ্যা। সন্ধ্যার বিয়ের আসরে এটা প্রমাণিত করে লোক পাঠিয়ে বিবাহ ভেঙে দেয় গোলক চ্যাটার্জী যার জন্য সন্ধ্যা তার বাবাকে

নিয়ে বৃন্দাবনে চলে যায়। এর পর অরুণ সন্ধ্যার খোঁজে বৃন্দাবনে আসে কিন্তু সে সন্ধ্যার খোঁজ পেয়েছে কিনা? এই ভাবে গল্পের উঠা নামা। ছবিতে গানের একটা বিশেষ দিক রয়েছে ছটি গান রয়েছে। গান গেয়েছেন ইন্দ্রানী সেন, স্বাতী পাল, মোহন হালদার, গণেশ চন্দ্র হালদার, তৃষিতা হালদার ও একমাত্র আইটেম সঙটি গেয়েছেন অলিভিয়া জাসমিন। মিউজিক : ঋক-প্রদ্যুৎ। ছবির শুটিং শেষ। শুটিং হয়েছে বারুইপুর রাজবাড়ী, চাকদা ও বীরভূমের সাঁইথিয়াসহ বিভিন্ন জায়গায়।

অভিনয় করেছেন— সুপ্রিয়া দেবী, খরাজ মুখোপাধ্যায়, অনামিকা সাহা, কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়, দেবরাজ রায়, পুলকিতা ঘোষ এবং তানিয়া ও দীপ। প্রযোজনায়— অসীম চক্রবর্তী ও জয়দীপ নন্দী। চিত্রনাট্য ও পরিচালনায়— সুজিত চক্রবর্তী। ক্যামেরায় স্বজল (বাপ্পা)। সম্পাদনা— চন্দ্রনাথ। শিল্প নির্দেশনা— অরুণ চক্রবর্তী।

২৪ ফেব্রুয়ারি মুক্তি পেল শঙ্খ ঘোষের লেখা এবং পরিচালিত ছবি **‘কমলা সুন্দরী’**। তারই প্রিমিয়ারে ছবির নায়িকা ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত ও কলাসুশলীরা। **ছবি : উৎপল কুমার রায়**

পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা-৭০০ ০৪১

আমাদের প্রতিনিধি ● উত্তর ২৪ পরগনা : কল্যাণ রায়চৌধুরী -৯০৫১২০৮৪৬০/ হুগলি : মলয় সুর -৮৪২০৩৩২৭৯৬/ পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর : পুলক বড়পন্ডা – ৯৬৩৫৯৮৫৫৭০/বীরভূম: অভীক মিত্র-৮১১৬৪৮৭০৪৬

কবাডি কবে সর্বজনীন গেমস হয়ে উঠবে?

অরিঞ্জয় মিত্র

ক্রিকেট নিয়ে যতই আবেগ থাকুক না কেন এদেশে কবাডি কিন্তু এখনও সমাদৃত হয় ভারতের অন্যতম জাতীয় খেলা হিসেবে। কে না জানে কবাডি হল খো-খো খেলারই এক প্রতিরূপ। নিয়মে বেশ কিছু তফাৎ থাকলেও

সাধারণের কাছে খো-খো আর কবাডির খুব তফাৎ নেই। আর কবাডিতে ভারতের দাপট অব্যাহত রয়েছে অনেকদিন ধরেই। কিছুদিন আগে আহমেদাবাদের মাটিতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ভারতীয় দল ইরানকে ৩৯-২৮ পয়েন্টে হারিয়ে কবাডির বিশ্বসেরা হয়েছে আরও একবার। বস্তুত ভারতীয় কবাডি দলের এই বিশ্বজয়ে সেরা অবদান ছিল অক্ষয় ঠাকুরের একক পারফরমেন্সের। যার জোরে যথেষ্ট লড়াই করেও হার মানতে হয়েছে ইরানকে। এমনিতে কবাডিতে দমের পাশাপাশি শারীরিক সক্ষমতার প্রয়োজনও হয় অনেকটাই। এই ক্ষেত্রে ইরান বা আরবের প্রতিদ্বন্দ্বী কিংবা আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গদের অনেকটাই এগিয়ে থাকার কথা। অথচ আদতে দেখা যাচ্ছে ভারতীয়রা অন্তত কবাডিতে নিজেদের নিরঙ্কুশ আধিপত্য ধরে রাখতে সক্ষম। সে এশিয়ান গেমস হোক আর বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ ভারতের সামনে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে ব্যর্থ অন্য দেশ। যাদের মধ্যে এই ইরানকেই বেশ কয়েকবার ফাইনালে হার মানতে হয়েছে ভারতের কাছে। অক্ষয় ঠাকুর যেভাবে খেলছেন তাতে এই মুহূর্তে তাকে কবাডির শচীন তেন্ডুলকর বলা যেতেই পারে। তাছাড়া গোটা ভারতীয় কবাডি দলটাই যেন আলাদা এক স্পিরিটে সঞ্চারিত। যার ফলে ইরান বা যে দলই সামনে আসুক না কেন ভারতের কাছে নতিস্বীকার করতে তারা বাধ্য হচ্ছেন।

অতীতে ভারতের বিভিন্ন মহাকাব্যেও এই কবাডি খেলার ভালোমতো প্রচলন ছিল। মল্লযুদ্ধের কিছু কলকব্জার সঙ্গেও কবাডির বিস্তর মিল। সেই কবাডি খেলার উন্নয়নে ভারতের ক্রীড়া মন্ত্রক কতটা তৎপর তা নিয়ে প্রশ্ন আছে। কারণ হকিতেও একসময় ভারতের আধিপত্য ছিল প্রশ্নাতীত। পরে সরকারি আনুকূল্যের অভাব এবং অন্য অনেক প্রতিবন্ধকতার কারণে ধ্যানচাঁদের তৈরি সেই হকি-গরিমা এখন অনেকটাই ম্রিয়মান। তাই সবেধন নীলমণির মতো যে খেলাটায় ভারতের এখনও সাফল্য রয়েছে ষোলোআনা সেই কবাডির দিকে অবশ্যই সকলের আলোকপাত করা উচিত। সরকারের পাশাপাশি কবাডি তারকাদের উপযুক্ত কভারেজ দেওয়া উচিত দেশের মিডিয়ারও। খালি ক্রিকেট তারকাদের পিছনে না দৌড়ে হকি এবং কবাডির মতো সনাতন গেমসের প্রচারেও মিডিয়ার এগিয়ে আসা জরুরি। ক্রিকেটের আইপিএল বা ফুটবলের আইএসএল-এর অনুকরণে কবাডিতেও শুরু হয়েছে আধুনিক প্রতিযোগিতার আসর। যাতে অংশ নিতে দেখা যাচ্ছে দেশের তাবড় শিল্পপতি থেকে জনপ্রিয় চিত্রতারকা সকলকেই। এই প্রচার নিঃসন্দেহে কবাডিকে এগোতে সাহায্য করবে। কিন্তু এর পাশাপাশি আন্তরিক উদ্যোগের দিকেও নজর দিতে হবে সংশ্লিষ্ট সকলকে।। গ্ল্যামারের ছটা দুদিন বিরাজমান থাকবে, অথচ সঠিক পরিকাঠামো কবাডিতে বছরের পর বছর বিশ্বসেরা রাখতে পারবে ভারতীয় দলকে।

তাও ভারতে ক্রিকেট তারকাদের নিয়ে যে মাপের মাতামাতি চলে কবাডি স্টারদের নিয়ে সেরকম কোনও উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করা যায় না। এটা কিন্তু মোটেই ভালো বার্তা বহন করছে না। কবাডি নিয়ে সম্প্রতি আইএসএল মার্কা টুর্নামেন্ট শুরু হয়েছে বটে, কিন্তু তাতে কোনও উন্নতির নামোনিশান নেই ভারতের কবাডি দুনিয়ায়। বিরাট কোহলিকে নিয়ে ভারতীয়রা মেতে ওঠেন এই পর্যন্ত ঠিক আছে, কিন্তু অক্ষয় ঠাকুরকে নিয়ে কেন প্রচার হবে না। তাই নামেই কবাডি বা হকি জাতীয় গেমস, আসল ফোকাস এদেশে সেই ক্রিকেটেই। যে ক্রিকেটের বদ্ধ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে না এলে ক্রীড়া বৈচিত্র্য উপভোগ করতে পারবেন না ভারতীয়রা। দুয়োরাণী হয়ে পড়ে থাকতে হবে কবাডিকে। অথচ কবাডি নিয়ে গত কিছুদিন ধরেই ভারতজুড়ে যা শুরু হয়েছে তাতে অংশ নিতে দেখা যাচ্ছে দেশের সুপারডুপার অভিনেতা-অভিনেত্রীদের। সবপরিবারে তাতে সামিল হয়েছেন বিগ বি অমিতাভ বচ্চনও। কিন্তু শুধু দেখনদারির মধ্যেই যেন সীমাবদ্ধ থেকে যাচ্ছে কবাডি। ঘটা করে বিপুল খরচ করে কবাডিকে ঘিরে রাজসূয় যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কিন্তু কাজের কাজ হচ্ছে না আসল খেলাটার। এদিকটায় যদি দেশের ক্রীড়া দফতর একটু আলোকপাত করেন তবে দেশের খেলাধুলারই মঙ্গল।

নদিয়া জেলা আন্ত:বিদ্যালয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা কল্যাণীতে

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৮ ফেব্রুয়ারি কল্যাণী স্টেডিয়াম মাঠে আঞ্চলিক স্কুল খেলা এবং স্পোর্টস কাউন্সিল, কল্যাণীর আয়োজনে ও নদিয়া জেলা স্কুল খেলা ও স্পোর্টস কাউন্সিলের তত্ত্বাবধানে আর কল্যাণী পুরসভার সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ৮০তম নদিয়া জেলা আন্ত: বিদ্যালয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। ক্রীড়াপ্রেমী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্রীড়াক্ষেত্রে সার্বিক উন্নতির জন্য ক্রীড়ানীতি তৈরি করেছেন যার মূল উদ্দেশ্য তৃণমূল স্তর থেকে প্রতিভা খুঁজে নিয়ে এসে বিজ্ঞান ভিত্তিক প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে ক্রীড়া ক্ষেত্রে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানের প্রতিনিধিত্ব করার উপযুক্ত করে তোলা। এইজন্য পরিকাঠামো উন্নয়নের ওপর সব থেকে বেশি গুরত্ব দেওয়া হয়েছে। আগে যেখানে যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দফতরের বাজেট ছিল মাত্র ৭৪ কোটি টাকা এখন তা বেড়ে এবারের বাজেটে ক্রীড়া ক্ষেত্রে ৪৭৭ কোটি টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে।এই ক্রীড়া বাজেটের একটা বড় অংশ খেলাধূলার উন্নতি প্রকল্পে গ্রামীণ এলাকায় তৃণমুলস্তর পর্যন্ত ক্রীড়ার প্রসার ঘটাতে বিভিন্ন ক্লাব সংগঠনকে আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

কল্যাণী স্টেডিয়ামের স্পোর্টস কমপ্লেক্স বেশ কয়েক বছর ধরে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। মঞ্চে উপবিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কল্যাণীর মহাকুমাশাসক স্বপন কুন্ডু, কল্যাণী পুরসভার পুরপ্রধান সুশীল তালুকদার, হরিনঘাটার বিধায়ক নীলিমা নাগ, স্পোর্টস কাউন্সিলের কর্মকর্তা, অন্যান্য আমন্ত্রিত সদস্য, অতীত দিনের সাড়া জাগানো ফুটবলার সুব্রত ভট্টাচার্য, প্রদীপ ঘোষ ও কল্যাণী পুরসভার প্রায় সব ওয়ার্ডের কাউন্সিলর। বিভিন্ন মহকুমার স্কুল থেকে আসা প্রতিযোগী অ্যাথলেটদের দেখাশোনা করা ও সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুচারু ভাবে পরিচালনা করার দায়িত্বে ছিলেন সাংগঠনিক সম্পাদক সুশান্ত রায়। ঘোষক হিসাবে দুলাল বিশ্বাস আন্তরিকতার সাথে তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন।

নদিয়া জেলা আন্ত:স্কুল অ্যাথলেটিকস চ্যাম্পিয়ন-২০১৭ তে যোগদান করতে তেহ-মহকুমার ৫৮,কল্যাণী মহকুমার ৪৩, কৃষ্ণনগর মহকুমার ৫০, এবং রানাঘাট মহকুমার ৫৭, স্কুলের অ্যাথলেটস প্রতিযোগীরা বিভিন্ন ইভেন্টে অংশগ্রহণ করেছিল. প্রদীপ উজ্জ্বলন, অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন স্কুল থেকে আসা অ্যাথলিটদের সারা মাঠ প্রদক্ষিণ, কুশলী মোটরসাইকেল চালকের নানা কসরতের দৃষ্টিনন্দন পরিবেশনা, বাদ্যযন্ত্রের সাথে তাল মিলিয়ে রণপায়ে হেঁটে সকলকে অভিবাদন করা, পতাকা উত্তলন ও অংশগ্রহনকারীদের ক্রীড়া পরিচালনার মান্যতা নিয়ে শপথপাঠ প্রভৃতি আনুষ্ঠানিক পর্ব শেষ হওয়ার প্রাক্তন ফুটবলার সুব্রত ভট্টাচার্যের ঘোষণার মধ্যে দিয়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শুরু হয়।

সুব্রত ভট্টাচার্য তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে আফ্রিকা মহাদেশের অন্তর্গত দেশগুলি থেকে বিশ্বে সাড়া জাগানো অ্যাথলেট ও ম্যারাথন রানারদের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে খুঁজে খুঁজে শারীরিক গঠন বিচার করে সম্ভাবনাময় বিশ্বমানের অ্যাথলেটদের কিভাবে শৈশব অবস্থা থেকে বৈজ্ঞানিকভিত্তিক প্রশিক্ষণের সাহায্যে তৈরি করা হয় তার উল্লেখ করেন। গ্রামাঞ্চলে নিষ্ঠা, সাধনা ও অধ্যবসায়ের মধ্য দিয়ে যে সমস্ত অ্যাথলেটরা নিজেদের প্রতিযোগিতার আসরে তৈরি করার চেষ্টা করছে, সেই সমস্ত প্রতিভার অন্বেষণ করে সার্বিক সামাজিক প্রচেষ্টা ও রাজনৈতিক সদিচ্ছা গড়ে তুললে ভবিষতে আন্তর্জাতিক মানের অ্যাথিলিটকস এই রাজ্যেও তৈরি হতে পারে। সামগ্রিক ভাবে সমস্ত ক্রীড়া অনুষ্ঠানটি দক্ষ পরিচালনার গুনে এবং কর্মকতাদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় সর্বাঙ্গীন সুন্দর হয়েছে।

মহিলাদের যোগাসন প্রতিযোগিতা

রিম্পি ঘোষ: সম্প্রতি হুগলি জেলা পুলিশের উদ্যোগে ও চুঁচুড়া মহিলা থানার ব্যবস্থাপনায় চুঁচুড়া সদর মহকুমা স্তরে মহিলাদের যোগাসন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রতিযোগিতায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলার পুলিশ সুপার সুকেশ জৈন, ডিএসপি (ডিএনটি) উৎপল সাহা, সিআই (এ) নিশীত দাস, আই সি (চুঁচুড়া) সোমনাথ দত্ত প্রমুখ। অনূর্ধ্ব ১২, অনূর্ধ্ব ১৬ ও অনূর্ধ্ব ১৭ এই তিনটি বিভাগে প্রায় ২৬ জন প্রতিযোগী অংশ নেয়। চুঁচুড়া মহিলা থানার আই.সি. ইন্দ্রানী চ্যাটার্জী জানান, মহিলাদের বেশী করে খেলাধূলায় নিয়ে আসা, খেলাধূলাতে তারা যাতে অগ্রণী ভূমিকা নেয় তার জন্যই এই যোগাসন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে।

কুরাশ প্রতিযোগিতায় জোড়া সাফল্য খুদে সৌমির

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্য জুডো-কুরাশ খেলায় খুদে মেয়েটি সম্প্রতি নজর কেড়েছে সে হল সৌমি রায়। মাত্র দশ বছর বয়সেই বাংলার কুরাশ প্রতিযোগিতায় সাড়া ফেলেছে সৌমি। জুডো কুংফু সংমিশ্রণে কুরাশ খেলা। এটি কুরেশিয়া দেশে খুবই জনপ্রিয়তা রয়েছে। হুগলির বৈদ্যবাটিতে খুদে সৌমি এরমধ্যেই জেলা ও রাজ্যস্তরে বহু খেতাব জিতেছে। ভবিষ্যতে সে রাজ্য তথা বাংলাকে বহু সম্মান এনে দিতে চায়। যে খুদে মেয়েটি বাংলার কুরাশ জগতে এরই মধ্যে নিজেকে তুলে ধরতে শুরু করেছে সে বৈদ্যবাটী জিটি রোডের চৌমাথার কাছে তাঁর বাড়ি। সৌমি বৈদ্যবাটী চারুশিলা বালিকা বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রী। এই

খেলার সঙ্গে পড়াশোনাতেও সে একজন কৃতি ছাত্রী। ছোট্ট মেয়েটি দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়াকালীন কুরাশ খেলায় প্র্যাকটিশ শুরু করে। বৈদ্যবাটি আকাদেমি মার্শাল আর্টস-এর কোচ প্রবীর সিনহার কাছে প্র্যাকটিস করছে সে। বছর চারেক তার কাছে প্রশিক্ষণের পর সৌমি ধীরে ধীরে নিজেকে মেলে ধরছে।

এছাড়া ওর মা শর্মিলা রায় তাকে সব সময় গাইড করছেন। মূলত তাঁর প্রচেষ্টা ও প্রেরণাতেই সৌমি জোর কদমে এগিয়ে চলেছেন। মেয়ের পদক জেতার পদক জেতার পর মায়ের আনন্দে দুচোখ জলে ভরে যায়। সৌমির সাফল্যের পিছনে আরও একজনের অবদান বিশাল। তিনি হলেন ওর বাবা নবকুমার রায়। তিনি সামান্য মাছ ব্যবসায়ী। এর মধ্যে ২০১৬তে উত্তর চব্বিশ পরগনার টিটাগড়ে রাজ্য সাব-জুনিয়র কুরাশ চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান পেয়ে খেতাব জেতে।

২০১৫ সালে বৈদ্যবাটী চারুশিল্প বালিকা বিদ্যালয়ে সারা বাংলা কুরাশ প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় হয় সে। চলতি বছরে কলকাতায় অনুষ্ঠিত সাব জুনিয়র কুরাশ প্রতিযোগিতাতেও প্রথম হয়। ইতিমধ্যেই দাপটের সঙ্গে এই সাফল্যের জন্য তাঁর কোমরে ইয়েলো বেল্ট উঠেছে। তবে সে আগামী জুলাই মাসে মধ্যপ্রদেশে অনুষ্ঠিত ন্যাশনাল কুরাশ প্রতিযোগিতায় খেলার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

আপনি কি সরকারি ও
বেসরকারি হাসপাতালে বা নার্সিং
হোমে প্রতারণার শিকার?
আপনার স্বাস্থ্য যন্ত্রণার কথা নাম
ঠিকানা সহ আমাদের জানান।
আমরা তুলে ধরব
প্রতিকারের আশায়।

মনের খেয়াল

আঁকা শেখো

শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

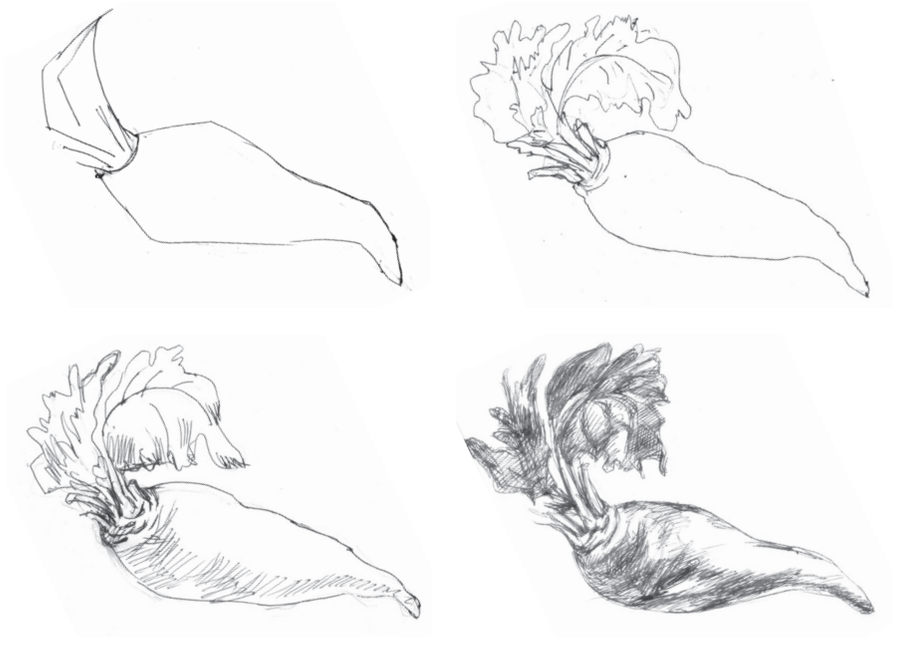

কাকুলি দাস, সপ্তম শ্রেণি, নব চেতনা

জোরসে ঠেলো

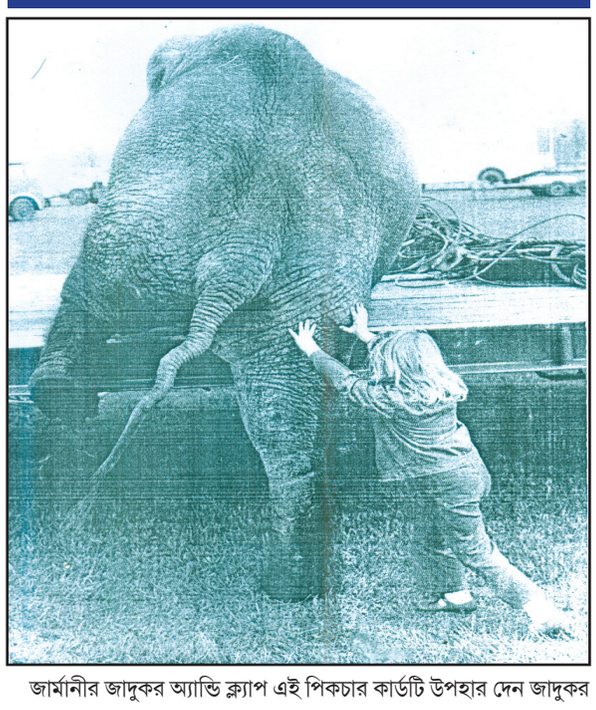

জার্মানীর জাদুকর অ্যান্ডি ক্ল্যাপ এই পিকচার কার্ডটি উপহার দেন জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com